নাটক

শ্রীরঙ্গমে অভিনীত

প্রথম অভিনয় ২০শে ডিসেম্বর বুধবার ১৯৪৪

বাং ৫ই পৌষ ১৩৫১ সন্ধ্যা ৬॥০টা

অপরাজেয় কথাশিল্পী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজন-পরিচিত কাহিনী হইতে

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

কর্ত্তৃক নাটকাকারে রূপান্তরিত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দেড়টাকা

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৫৭
দ্বিতীয় সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৬০

শ্রদ্ধেয়

শ্রীযুক্ত চাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী বি-এল্

শ্রীচরণকমলেষু—

নাট-মঞ্চের দেউলে আপনিই একদিন সস্নেহে হাত ধরে নিয়ে এসেছিলেন। আপনার ঐকান্তিক চেষ্টা, যত্ন ও উৎসাহে নাট্যামোদিদের কাছে আমার পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটেছে। প্রথম দিনের সে স্মৃতিকে স্মরণ করে আমার নাট্যরূপায়িত দ্বিতীয় গ্রন্থ সশ্রদ্ধচিত্তে আপনার হাতে তুলে দিলুম। ইতি—

স্নেহধন্য

দেবনারায়ণ গুপ্ত

পরিচয় লিপি

পুরুষ

যাদব মুখোপাধ্যায় — মধ্যবিত্ত গৃহস্থ

মাধব মুখোপাধ্যায় — ঐ কনিষ্ঠ বৈমাত্র ভাই, উকিল

প্রিয়নাথ ... ঐ পিসতুত ভগ্নিপতি

অমূল্য . যাদবের পুত্র

নরেন — প্রিয়নাথের পুত্র

ভৈরব . যাদব মুখোপাধ্যায়ের ভৃত্য

কৈলাস ... ক্ষৌরকার

মাষ্টার, টহলদার ইত্যাদি

স্ত্রী

অন্নপূর্ণা — যাদব মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী

বিন্দুবাসিনী — মাধবের স্ত্রী

এলোকেশী . প্রিয়নাথের স্ত্রী ও যাদবের পিসতুত ভগ্নি

কদম ... বিন্দুবাসিনীর দাসী

বিন্দুর মা, বিন্দুর পিসি, বামুনঠাকরুণ, ভিখারিণী ইত্যাদি

বিন্দুর ছেলে

প্রথম অঙ্ক

যাদব মুখোপাধ্যায়ের বাটীর অন্দর। অন্নপূর্ণা রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। বিন্দুবাসিনী অমূল্যকে রান্নাঘরের সম্মুখে লইয়া আসিয়া ডাকিলেন:

বিন্দু। দিদি—ও দিদি, একবারটী বাইরে এস—

অন্ন। কি রে? ওমা! এ কি!

অন্নপূর্ণা বাহিরে আসিয়া অমূল্যর সাজগোজ দেখিয়া অবাক! তাহার চোখে কাজল, কপালে টিপ, গলায় সোনার হার, মাথার চুল ঝুঁটী করিয়া বাঁধা, পরণে হলুদে রঙের কাপড়, একহাতে দড়ি বাঁধা মাটীর দোয়াত ও বগলে ক্ষুদ্র একখানি মাদুর জড়ানো গুটিকয়েক তালপাতা।

বিন্দু। দিদিকে প্রণাম কর ত বাবা।

অমূল্য অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করিল। অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন:

অন্ন। এতও তোর আসে ছোটবৌ? ছেলে বুঝি পড়তে যাচ্ছে?

বিন্দু। (হাসিয়া) হাঁ গঙ্গা পণ্ডিতের পাঠশালায় পাঠিয়ে দিচ্ছি—আজকের দিনে ওকে আশীর্ব্বাদ কর দিদি।

অন্ন। আশীর্ব্বাদ করি। (অন্নপূর্ণা অমূল্যকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও সস্নেহে চুম্বন করিলেন।)

বিন্দু। ভৈরব—ও ভৈরব—

ভৃত্য ভৈরব প্রবেশ করিল

ভৈরব। ছোটমা—ডাক্‌ছ ?

বিন্দু। হাঁ। দেখ্‌, পণ্ডিতম'শাইকে আমার নাম করে বলে দিস্‌—তিনি যেন ছেলেকে আমার চোখে চোখে রাখেন।

অমূল্য। তুমিও চল না ছোটমা ?

বিন্দু। আমি ? আমি কোথায় যাব বাবা ?

অমূল্য। কেন ? পাঠশালায়—

বিন্দু। আমার কি পাঠশালায় যেতে আছে ?

অমূল্য। কেন ছোটমা ? গেলে কি হয় ?

বিন্দু। লোকে যে নিন্দে কর্‌বে।

অমূল্য। নিন্দে কর্‌বে ? তাহলে আমি যাব না।

বিন্দু। ছেলেরা পাঠশালায় না গেলে নিন্দে হয়—আর আমার মত বৌ-ঝিরা গেলে নিন্দে হয।

অমূল্য। ও! তাহলে পাঠশালায় যাব। কিন্তু সকাল সকাল ভৈরবদাদা নিয়ে আসবে ত ?

ভৈরব। আনব বৈ কি গো দাদাবাবু। তোমাকে একবার ঘুইয়ে এখুনি নিয়ে আসব।

বিন্দু। (হাসিয়া) না রে না। এখুনি নিয়ে আসিস্‌ নি, তোর দাদাবাবু পড়্‌বে। পড়া হলে, পণ্ডিতম'শায় ছুটী দিলে তারপর নিয়ে আসিস্‌।

ভৈরব। আচ্ছা ছোটমা, তাই হবে। দাদাবাবু বুঝি আজ থেকে নেকাপড়া করতে যাচ্ছেন ?

বিন্দু। হাঁ রে!

ভৈরব। দাদাবাবু—আমাদের ছোটবাবুর মত উকিল হবে। তুমি দেখে নিও—

অন্ন। তোর দাদাবাবু যে এখনো পাঠশালায় পা দিল না ভৈরব। এর মধ্যেই উকিল করে দিলি ?

ভৈরব। হাঁ তুমি দেখে নিও বড়মা—

বিন্দু। তা যেন হ'ল। আর দেখ্ পণ্ডিতম'শায়কে বলে দিস্ ছেলেকে যেন কেউ আমার মারধোর না করে—

ভৈরব। এঁ্যা! দাদাবাবুর গায়ে হাত তুল্‌বে ? আমি গিয়ে পাঠশালায় বসে থাকব না ?

অন্ন। সংসারের কাজকর্ম্ম নেই—দাদাবাবুকে নিয়ে পাঠশালায় বসে থাকলেই হবে।

ভৈরব। তুমি আমারে চলে আস্‌তে বল্‌ছ বড়মা ?

অন্ন। হাঁ। চলে আস্‌তেই ত বল্‌ছি।

বিন্দু। হাঁ। চলেই আসিস্—ছুটীর আগে আবার যাস্—

ভৈরব। আচ্ছা—(অমূল্যর হাত ধরিয়া) চল দাদাবাবু, দাও তোমার বই শ্লেট আমায় দাও—

অমূল্য বই শ্লেট ভৈরবের হাতে দিতে গেল

বিন্দু। (বাধা দিয়া) না রে না। আজকের দিনে বই শ্লেট ওকেই হাতে করে নিয়ে যেতে হয়—

ভৈরব। তবে নাও দাদাবাবু, তুমিই নাও। চল তোমারে পৌছে দিয়ে আসি—

অমূল্য। আমি হেঁটে যাব না ভৈরবদাদা—

বিন্দু। ইস্কুলে হেঁটে যেতে হয়—নইলে লোকে নিন্দে করে—

ভৈরব। হাঁ হাঁ, পড়্‌তে যাবা হেঁটে—আর উকিল হয়ে কাছরী যাবা গাড়ী চড়ে—পাঁচটা গাঁয়ের নোক একেবারে হাঁ করে তেকিয়ে থাক্‌বে।

অন্ন। আহা! কোলে চড়্‌তে চাইছে—কোলে করেই নিয়ে যা না ভৈরব—

বিন্দু। না না। একে বলে কি তার ঠিক নেই। বায়না ধরলে আর ছাড়্‌বে না। (অমূল্যর প্রতি) না বাবা, কোলে চড়ে যেতে নেই—লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে, যাও—পড়ে এসো ত মাণিক।

চুম্বন করিলেন

ভৈরব। চল দাদাবাবু, চল—

অমূল্যর হাত ধরিয়া ভৈরব প্রস্থান করিল। বিন্দুবাসিনী অপলক দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া রহিলেন

বিন্দু। (আঁচল হইতে পাঁচটী টাকা খুলিয়া) দিদি, এই পাঁচটা টাকা ধর, বেশ করে একখানা সিদে সাজিয়ে টাকা ক'টি দিয়ে কদমের হাতে পাঠশালায় পাঠিয়ে দাও—

অন্ন। কদম আসুক, সিদে গুছিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

বিন্দু। না না, দেরী হয়ে যাবে যে। ছেলেও পাঠশালায় গিয়ে বস্‌বে, আর সিধেও সঙ্গে সঙ্গে যাবে তবে ত! কদম—ও কদম—

ব্যস্তভাবে কদমের প্রবেশ

কদম। কি ছোটমা?

বিন্দু। কোথায় থাকিস্, কি যে করিস্ তার ঠিক নেই—

কদম। কেন? কি হ'ল ছোটমা—

বিন্দু। কি আর হবে? বলি, ভাল কাজের একটা নেমলক্ষণ আছে ত? ছেলেটা যে পাঠশালায় গেল, বলি সঙ্গে সঙ্গে সিধেটাও দিয়ে আসতে হবে ত?

কদম। সিধে দিয়ে আসতে হবে? তা ত শুনি নি ছোটমা?

বিন্দু। যাক্—এখন ত শুন্‌লি। আর দেরী করিস্ নে—দিদি গুছিয়ে দিচ্ছেন—তাড়াতাড়ি সিধেটা দিয়ে আয়—

প্রস্থান

অন্ন। তবু পেটে ধরে নি কদম, তা'হলে না জানি ও কি কর্‌ত!

কদম। সেই জন্যেই ভগবান বোধকরি দিলেন না। আঠার-উনিশ বছর বয়স হ'ল—

অন্ন। ওটুকু নিয়েই ও যেন ভুলে থাকে। ওর সকল আশা ভগবান যেন পূর্ণ করেন।

কদম। সত্যি। দাদাবাবুর জন্যে ছোটমা যা করেন—তুমি পেটে ধরলে কি হয়, তোমার সাধ্যিও নেই যে তুমি ততখানি কর।

অন্ন। অমূল্যকে পেটে ধরেছিলাম বলেই ত তা পারি নে কদম। আমি অমন কর্‌লে, লোকে দেখে বল্‌ত—আদিখ্যেতা। কিন্তু ছোটবৌ যা করে—তাতে নিন্দে নেই—তাতে লোকলজ্জা নেই। তার সব কিছুই প্রশংসার।

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ

বিন্দু। আবার কদমের সঙ্গে গল্প করতে বসেছ? হ্যাঁ রে কদম, তোকে সিদে দিয়ে আসতে বললাম না?

অন্ন। (সভয়ে) ওমা! কথায় কথায় ভুলেই গিয়েছি—তুই দাঁড়া কদম, আমি চট্ করে সিধেটা সাজিয়ে নিয়ে আসি—

প্রস্থানোদ্যত

বিন্দু। (একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা দিদি, বঠ্‌ঠাকুরকে বলে আমাদের বাড়ীর সামনে একটা পাঠশালা করে দিলে হয় না। আমি না হয় সমস্ত খরচ দেব।

অন্নপূর্ণা ফিরিয়া

অন্ন। (হাসিয়া) এখনো সে যে দু'পা যায় নি ছোটবৌ, এর মধ্যেই তোর মতলব ঘুরে গেল? না হয়, তুইও যা না, পাঠশালায় গিযে বসে থাক্‌বি।

বিন্দু। মতলব ঘোরে না দিদি! কিন্তু ভাব্‌ছি আড়ালে থাকা এক, আর চোখের সাম্‌নে থাকা আর এক। পোড়োরা সব দুষ্টু ছেলে, ওকে ছোটটি পেয়ে যদি মারধোর করে?

অন্ন। কর্‌লেই বা! ছেলেরা মারামারি করেই থাকে। আর তাছাড়া সকলের ছেলেই সমান ছোটবৌ, তাদের বাপ মা প্রাণে ধরে যদি পাঠশালায় পাঠিয়ে দিতে পারে—তুই বা পারবি নে কেন?

বিন্দু। তোমার এক কথা দিদি! ধর, কেউ যদি ওর চোখে কলমের খোঁচাই দিযে দেয়—তাহলে?

অন্ন। (হাসিয়া) তাহলে ডাক্তার দেখাবি। কিন্তু সত্যি বল্‌ছি তোকে, আমি ত সাত দিন সাত রাত বসে ভাবলেও, খোঁচাখুঁচির কথা মনে আনতে পারতুম না। এত ছেলে পড়ে, কে কার চোখে কলমের খোঁচা দেয়, তাও ত শুনি নি।

বিন্দু। তুমি শোন নি বলেই কি এমন কাণ্ড হতে পারে না? দৈবাতের কথা—কে বলতে পারে? আচ্ছা, বেশ ত তুমি একবার বলেই দেখ না বঠ্‌ঠাকুরকে—তারপর যা হয় হবে।

অন্ন। যা হবে তা দেখতেই পাচ্ছি। তুই একবার যখন ধরেছিস্‌ তখন কি আর না করে ছাড়বি? কিন্তু আমি অমন অনাছিষ্টি কথা মুখে আন্‌তে পারবো না।

বিন্দু। কেন পারবে না শুনি?

অন্ন। যে কথা শুন্‌লে লোকে হাস্‌বে—এমন লোক-হাসান কথা আমি বলতে পারব না—

বিন্দু। কি এটা লোক-হাসান কথা ?

অন্ন। নয় ? দেশ শুদ্ধ লোকের ছেলে পড়্‌ছে—কার বাড়ীর দরজায় কে ক'টা পাঠশালা বসিয়েছে শুনি ? অমন অনাছিষ্টি কথা আমি মুখে আন্‌তে পারব না। তুইও ত ওঁর সঙ্গে কথা কস্‌, তোর যদি এতই ভাবনা হয়, তুই নিজেই বল্‌গে না ?

বিন্দু। বল্‌বই ত। এতদূরে রোজ রোজ আমি ছেলে পাঠাতে পারব না—এতে কারুর ভাল লাগুক আর না লাগুক, আর এতে ওর বিদ্যে হোক্ আর না হোক্। (কদমের প্রতি) হাঁ কদম, তোকে না বল্‌লুম, সিদে দিয়ে আসতে ? হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস্ যে ?

অন্ন। সিদেটা গুছিয়ে দিই, তবে ত যাবে ? একেবারে অত উতলা হোস্ নে ছোটবৌ। আচ্ছা ছেলে কি তোর বড় হবে না ? তুই কি চিরকাল তাকে আঁচল চাপা দিয়ে রাখ্‌তে পারবি ?

বিন্দু। কি পারব আর না পারব সে পরের কথা (কদমের প্রতি) কথা পেলে তুই আর নড়তে চাস্ নে কদম। যা—সিদে দিয়ে গুরুম'শায়ের পায়ের ধূলো একটু তার মাথায় ছুঁইয়ে, ছেলে ফিরিয়ে আন্‌গে।

প্রস্থানোদ্যত

(ফিরিয়া) আর দেখ্ বিকেলবেলায় গুরুম'শায়কে একবার আসতে বলিস্। যে বুঝবে না তাকে বোঝাব কি করে ? বল্‌ছি—ছোটটি পেয়ে যদি কেউ মারধোর করে—না, চিরকাল কি তুই আঁচল চাপা দিয়ে রাখতে পারবি ? কি পারব আর না পারব, সে পরামর্শ ত নিতে আসি নি কিন্তু আর দেরী করিস্ নে কদম, এই বেলা সিদেটা দিয়ে আয়—

বেগে প্রস্থান

কদম। আর দেরী ক'র না বড়মা—চল সিদেটা গুছিয়ে দেবে চল—ছোটমা হয়ত আবার এখুনি এসে পড়বে। উনি যা ধরেছেন, বিধাতা পুরুষের সাধ্যিও নেই যে তা রদ করেন।

অন্ন। আয়—

উভয়ের ঘরের মধ্যে প্রবেশ ও বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ

বিন্দু। কদম—ও কদম—

নেপথ্যে কদম। যাই ছোটমা, সিদেটা গুছিয়ে নিয়েই যাচ্ছি—

বিন্দু। না, আর পারি না। সামান্য একটা সিদে গুছিয়ে নিযে যেতে বলেছি সেই কখন, তার ঠিক নেই, এতটা বেলা হ'ল—সেটা আর কিছুতেই গিয়ে পৌছুল না—

মাধবের প্রবেশ

মাধব। কি গো! বলি সকাল-বেলায ডাক-হাঁক সুরু কর্‌লে ব্যাপার কি?

বিন্দু। আমার মাথা আর মুণ্ডু!

মাধব। তা সে ত দেখতেই পাচ্ছি! আর রাগের মাথায মুণ্ডুটা ঘুরছেও খুব।

বিন্দু। দেখ, সব সময়ে ঠাট্টা—ভাল লাগে না।

মাধব। অন্ততঃ তোমার কাছে ওটা কোন সময়েই প্রযুক্ত নয—

বিন্দু। বেশ, আমি মন্দ লোক আমি মন্দই আছি। যারা ভাল লোক—তারা মন্দ লোকের সঙ্গে কথা না কইলেই পারে—

মাধব। এক বাড়ীতে বাস, আর এক হাঁড়িতে ভাত যেখানে, সেখানে একেবারে বাক্যালাপ বন্ধ করা সম্ভব হলেও, শোভন নয়—

তাই কথাবার্ত্তা চালাতেই হবে, তবে এখন থেকে সমীহ করে এবং সময় বুঝে।

বিন্দু। এ বাড়ীর লোকেরা সময় বুঝে যদি সব কিছু কর্ত্ত— তাহলে লোকেরও এত ব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ ছিল না।

কদম সিদে লইয়া ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইল। তাহার পশ্চাতে অন্নপূর্ণা

কদম। সিদেটা তাহলে দিয়ে আসি ছোটমা ?

বিন্দু। (অন্নপূর্ণাকে না দেখিয়া) বড়গিন্নিকে জিজ্ঞেস্ কর কি করা উচিৎ ?

কদম অন্নপূর্ণার দিকে চাহিল

অন্ন। যা আর দাঁড়াস নে কদম, তাড়াতাড়ি সিদেটা দিয়ে আয়—

কদম সিদে লইয়া চলিয়া গেল

মাধব। সিদে কোথায় পাঠান হ'ল বৌঠান ?

অন্ন। পাঠশালায়—

মাধব। পাঠশালায় ! সে কি !

অন্ন। হাঁ। গুরুম'শায়কে।

মাধব। তবু ভাল। আমি ভাবলাম বুঝি—

বিন্দু। (বাধা দিয়া) তা ত ভাববেই। আমি কিছু করতে গেলেই তোমাদের ভাবা-ভাবিরও শেষ নেই—আর বোঝা-বুঝিরও শেষ নেই—

প্রস্থান

মাধব। কি, ব্যাপার কি বৌঠান্ ? সকালেই যে ছোটগিন্নি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন ?

অন্ন। ওর কথা আর ব'ল না ঠাকুরপো—ছেলেকে পাঠশালায় পাঠিয়ে এখন হৈ হৈ কর্‌ছে—

মাধব। অমূল্য পাঠশালায় গেছে ?

অন্ন। হাঁ।

মাধব। সিদেটা গেল কি তারই জন্যে ?

অন্ন। হাঁ। কিন্তু তুমি আর এই নিয়ে ছোটবৌকে ক্ষেপিও না যেন ? দেখছ ত ?

মাধব। দেখছি বৈকি। দিদি ছেড়ে যখন তোমায় বড়গিন্নি ডাক্‌তে সুরু করেছে তখন আর আমায় বেশী করে সাবধান করে দিতে হবে না বৌঠান্—তা ছাড়া আমি ত এখুনি কাছারী যাব—তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার কাজে যাও—খাবার সময় হ'ল।

অন্ন। (হাসিয়া) হাঁ। এস বেড়ে দিই।

অন্নপূর্ণা ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। মাধবও চলিয়া যাইতে ছিলেন এমন সময় বিন্দুবাসিনী প্রবেশ করিলেন

মাধব। (সুর বদলাইয়া) আজ থেকে আমাদের অমূল্য বুঝি পাঠশালায় যাওয়া সুরু করল ?

বিন্দু। হাঁ।

মাধব। তা তাকে সঙ্গে করে কে নিয়ে গেল ? একা যায় নি ত ?

বিন্দু। না। ভৈরবের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছি --

মাধব। বেশ করেছ। ছোটছেলে একা যেতে দিও না --

বিন্দু। মনে ত করেছিলাম, ভৈরব পাঠশালায় বসে থাকবে, ছুটীর পর পড়া শেষ হলে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে কিন্তু দিদি ভৈরবকে এখুনিই ফিরে আসতে বললেন --

মাধব। সংসারের কাজকর্ম্মের অসুবিধা হবে বলেই বোধহয় তাকে ফিরে আসতে বলেছেন। না, অমূল্যকে দিয়ে আসা নিয়ে আসার জন্যে আর একজন লোক রাখতে হবে দেখ ছি—

বিন্দু। তার চেয়ে আমাদের বাড়ীর সামনে পাঠশালাটাকে তুলে আনলে হয় না ?

মাধব। (হাসি সম্বরণ করিয়া) তা বেশ ত, দাদাকে কথাটা বল না। তাহলে আর অমূল্যর জন্যে চাকর-বাকর রাখারও দরকার হয় না—

বিন্দু। ভৈরব কি বলেছে জান ?

মাধব। কি বলেছে ?

বিন্দু। ভৈরব বলে—অমূল্য বড় হয়ে তোমার মত উকিল হবে।

মাধব। এঁ্যা! শুভদিনে ছেলেটা পাঠশালায় গেল—আজকেই কিন্তু ভৈরবের ও কথাটা বলা উচিৎ হয় নি।

বিন্দু। উচিৎ হয় নি ? কেন ? ভৈরব ত ভাল কথাই বলেছে—

মাধব। ভাল না ছাই। আমার মত উকিল হওয়াই কি ভাল ? তার চেয়ে অমূল্য যদি আমাদের জজ কিম্বা ম্যাজিষ্ট্রেট হয়—

বিন্দু। জজ ম্যাজিষ্ট্রেট সে ত হুকুমের চাকর। হুকুম হলেই যেখানে সেখানে যেতে হবে—সে আমি পারব না—অমূল্যকে ছেড়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না—

মাধব। বেশ ত, তুমিও অমূল্যর সঙ্গে যাবে।

বিন্দু। সে আমি পারব না। ভিটে ছেড়েও যেতে পারব না আর অমূল্যকে ছেড়েও থাকতে পারব না—

মাধব। কিন্তু তোমার অমূল্য উকিল হলেও ত পাঠশালার ম[illegible] কাছারীটাকে বাড়ীর দরজায় টেনে আনতে পারবে না ছোটবৌ ?

বিন্দু। (হাসিয়া) তা পারব না।

ভৈরবের প্রবেশ

বিন্দু। কি রে ভৈরব, তোর দাদাবাবু পথে কান্নাকাটি করে [illegible] ত ? বায়না ধরে নি ত ?

ভৈরব। বাযনা ধরে নি আবার! বই শ্লেট আমার হাতে না দিযে বলে— আমায কাঁধে কর। শেষে কত করে বোঝাই, ছোটমা মানা করে দিয়েছে —আজ আর কাঁধে উঠ্তি নেই—

বিন্দ। ছেলেদের সঙ্গে বেশ ঠাণ্ডা হযে বসে ছিল ত?

ভৈরব। তা ছিলেন— আমিও খানিকক্ষণ গঙ্গা পণ্ডিতের কাছটাতেই বসে থাকলাম, তারপর যেই উঠেছি— তাই না দেখে অমনি পাত্‌তাড়ি না গুটিয়ে দাদাবাবু ছুটে আমার কাছে চলে এল।

বিন্দ। অমূল্য চলে এল!

ভৈরব। হাঁ। দাদাবাবু বললে— এখানে ছোটমা নেই, চ আমায নিয়ে চ— সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা সব হেসে উঠ্‌লো—তাই দেখেই ত পণ্ডিত-ম'শায বল্লেন—আজকে নিয়ে যা ভৈরব—দু'চারদিন এমনি যাওয়া আসা করতে করতেই সযে যাবে— কাল আবার নিযে আসিস্—

মাধব। যাক্—তাহলে অমূল্য তোমার উকিল হযে ফিরে এল। ভাল। কিন্তু এ উকিলের যে মামলা চাপাবার সময হ'ল আর দেরী করব না—যাই দুটো খেয়ে নিই গে—(প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া) আর দেখ, কাছারী থেকে এসে নেমতন্নয যাব। বড়লোক মক্কেল, অমূল্যকে তারা নিয়ে যাবার জন্যে বার বার বলে গিয়েছে। ছেলেটাকে একটু সাজিয়ে গুজিয়ে দিও।

মাধব রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন

বিন্দু। অমূল্য কোথায রে ভৈরব?

ভৈরব। তোমার ঘরে বই শ্লেট না রেখে, বড়মার ঘরে ঢুকেছে।

বিন্দ। কাদম্ সিঁদে নিয়ে ইস্কুলে গেছে?

ভৈরব। কৈ তাকে ত দেখলাম না—

বিন্দু। তুই একবার ছুটে যা, সে এতক্ষণ হয়ত গিয়েছে ভৈরব—কদমকে গিয়ে বল্ গে আসবার সময় অমনি যেন একটু পণ্ডিতম'শায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে আসে। কদমকে বলে দিয়েছিলাম ওখান থেকেই অমনি একটু পায়ের ধুলো কপালে ছুঁইয়ে আনতে—তা অমূল্য ত চলে এল—তুই আর একবার যা, ছুটে গিয়ে কদমকে খবরটা দিয়ে আয়—

ভৈরব। আচ্ছা—আমি এক্ষুণি যাচ্ছি ছোটমা।

ভৈরবের প্রস্থান

অপর দিক দিয়া যাদবের প্রবেশ

যাদব। দেখলাম অমূল্য আমাদের পাঠশালায় গেল—বেশ, বেশ।

বিন্দু। ছেলেমানুষ। পাঠশালায় গিয়ে মন কেমন করেছিল—তাই আজ আর বেশীক্ষণ থাকতে পারে নি—কিছুক্ষণ থেকেই ভৈরবের সঙ্গে ফিরে এসেছে—

যাদব। তা আসুক্। ছেলেমানুষ ও দু'পাঁচদিন যাওয়া আসা করতে করতেই সয়ে যাবে। হ্যাঁ, আর এক কথা মা—ঐ ও পাড়ায় নিবারণ চাটুজ্জ্যের বাড়ীর পাশে যে পাঁচ বিঘে ফাঁকা জমিটা পড়ে রয়েছে—ভাবছিলাম কি, ঐ জমিটুকু কিনে একটা ভাল করে ভদ্রাসন তৈরী করি। জন্মকালই ত ভাঙ্গা ঘরে মাথা গুঁজে কত বর্ষা, কত শীত কাটালাম তাই ভাবছি বুড়ো বয়েসে—

বিন্দু। তা বেশ ত—

যাদব। ঐ জমিটুকুর ওপর আমার বড় ঝোঁক মা, ওটুকু এককালে আমাদেরই ছিল কিনা—কিন্তু মাধুর আইন পড়ার সময় ওটুকু আর কিছুতেই রাখতে পারি নি। তাই তোমার দিদি আর মাধুকে না জানিয়েই ওটুকু নিবারণ চাটুজ্জেকে বেচে দি। তোমার দিদি আর মাধু কিন্তু আজো জানে যে ও জমিটুকু আমাদেরই আছে। তাই চুপি চুপি সেদিন চাটুজ্জ্যেমশায়কে গিয়ে বল্লাম—মাধুর রোজগারের পয়সায় আজ

আমি ওটুকু ফিরিয়ে নিতে চাই—তিনি শুনে ফিরিয়ে দিতে রাজী হলেন। তাই ভাবছি তাড়াতাড়ি ওটা কিনে নিয়ে ওখানে ভাল করে একটা বাড়ী তৈরী করি। তোমার সুদের টাকাগুলোও জমে রয়েছে—আর মাধুও রোজগার করছে মন্দ নয়।

বিন্দু। তাই করুন।

যাদব। তোমার যখন মত পেলাম মা, তখন আর দেরী করব না।

প্রস্থানোদ্যত

অন্নপূর্ণার প্রবেশ

অন্ন। কি রে ভাসুরকে কি বল্লি?

বিন্দু। কি বলব দিদি?

অন্ন। কেন? সেই পাঠশালার কথাটা—যা নিয়ে এতক্ষণ হৈ-হৈ করছিলি—

বিন্দু। সে আমি পারব না। তুমি বঠ্ঠাকুরকে ডেকে বল না দিদি—

অন্ন। ওগো ছোটবৌ কি বল্‌বে শোন—

যাদব ফিরিলেন

যাদব। ছোটমা? কি বলবে মা?

বিন্দু নিরুত্তর রহিলেন

অন্ন। (বিন্দুকে) বল' না—

বিন্দু। তুমিই বল না?

অন্ন। ওর ছেলের চোখে পোড়োরা কলমের খোঁচা মারবে, তাই বাড়ীর মধ্যে একটা পাঠশালা করে দিতে হবে।

যাদব। (শঙ্কিত হইয়া) হাঁ! কে চোখে খোঁচা মার্‌লে? কৈ দেখি, কি রকম হ'ল?

অন্ন। এখনো কেউ যাবে নি—যদির কথা হচ্ছে—

যাদব। (হাসিয়া) ও—যদির কথা। আমি বলি বুঝি—

বিন্দু। (অন্নপূর্ণাকে বিরক্তভাবে) দিদি, এই না তুমি বল্‌লে—অনাছিষ্টি কথা মুখে আন্‌তে পারবে না—আবার বলতে এলে কেন ?

অন্ন। না বললেই বা আর উপায় কি ? (যাদবের প্রতি) কিন্তু আপিঙের নেশায় মানুষের চোখই বুঁজে যায় জানি—কানেও কি কালা হয়ে যায় ? বল্‌লুম কি আর তুমি শুন্‌লে কি ? কৈ দেখি, কি রকম হ'ল ? আমি কি তোমাকে বলেছি যে অমূল্যর চোখ কাণা করে দিয়েছে ? আমার হয়েছে যেন সব দিকে জ্বালা।

যাদব। কেন, কি হ'ল গো ?

অন্ন। যা হ'ল তা ভালই হ'ল। এমন মানুষের সঙ্গে কথা কইতে যাওয়া ঝকমারি—অধর্ম্মের ভোগ—

বেগে প্রস্থান।

যাদব। আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি নে, হঠাৎ বড়বৌ অমন রাগ করলেন কেন ? বোঝার ভুল ত মানুষের হয়ই। তাতে রাগ করবার কি আছে ? কিন্তু ব্যাপারটা কি খুলে বল ত মা ?

বিন্দু। বাইরে গোলার ধারে একটা পাঠশালা হলে—

যাদব। এ আর বেশী কথা কি মা ? কিন্তু পড়াবে কে ?

বিন্দু। গঙ্গা পণ্ডিতম'শায়কে কিছু দিলে—

যাদব। বেশ ত মা, গঙ্গারাম তার পাঠশালা যদি এইখানেই তুলে আনে, সে ত ভাল কথাই—

বিন্দু। মাসে মাসে খরচটা না হয় আমরাই দেব।

যাদব। আমি কালই লোক পাঠিয়ে সব ব্যবস্থা করব মা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

অপর দিক দিয়া কদমের প্রবেশ

বিন্দু। এই যে কদম, গুরুম'শায়কে সিদে দিয়ে এলি ?

কদম। হাঁ।

বিন্দু। গুরুম'শায়ের পায়ের ধূলো এনেছিস্ ত ?

কদম। তা ত আনি নি ছোটমা।

বিন্দু। তা আন্‌বি কেন ? এ যে আমি বলেছি।

কদম। কৈ ? তুমি ত পায়ের ধূলো আন্‌তে বল নি ছোটমা ?

বিন্দু। বলি নি। ভৈরবকে দিয়ে এইমাত্র বলে পাঠালাম না ?

কদম। কৈ ভৈরব ত যায নি ছোটমা ?

বিন্দু। যায নি ? তবে গেল কোথায় ?

কদম। তা ত জানি নে—

বিন্দু। তা জানবি কেন ? চোখ চেয়ে ত তোরা পথ হাঁটিস্ নে কদম, বলি পথেও কি তাকে দেখ্‌তে পেলি নে ? এই একটু আগেই ত সে গেল।

কদম। ভৈরব যদি সদর রাস্তা দিয়ে গিয়ে থাকে ত বলতে পারি নে। আমি ত এ পথ দিয়ে আসি নি ছোটমা। ক'দিন পিসির কোন খবর পাই নি, তাই ভাবলাম একবার ও পাড়া দিয়ে ঘুরে যাই—

বিন্দু। (বিবক্তভাবে চিৎকার করিয়া) তোকে আমি পাঠশালায় পাঠিয়েছিলুম না তোর পিসির বাড়ী পাঠিয়েছিলুম ? এ বাড়ীর এক একজন হয়েছে—এক একরকমের ! নাঃ আর পারি নে—জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলে !

বিরক্তভাবে প্রস্থান

অন্নপূর্ণার প্রবেশ

অন্ন। কি রে কদম, ব্যাপার কি ? ছোটবৌ বকাবকি করছিল কেন ?

কদম। গুরুম'শায়ের পায়ের ধুলো আনা হয় নি তাই।

অন্ন। (হাসিয়া) কেন? ছেলের কল্যাণে ছেলের মারও কি একটু মাথায় দিতে হয় নাকি?

কদম। খোকাবাবু বুঝি চলে এসেছে—তাই ভৈরবকে বলে পাঠিয়েছিলেন গুরুম'শায়ের একটু পায়ের ধুলো নিয়ে আস্‌তে—

অন্ন। তা গুরুম'শায়ের একটু পায়ের ধুলো নিয়ে এলেই ত পারতিস্—

কদম। জান্‌তে ত পারলাম না। তাই আনা হ'ল না। আমার মরণ হ'ল, আমি পাঠশালা থেকে গেলাম পিসির বাড়ী। ক'দিন পিসির কোন খবর পাই নি। তাই ভাবলাম, একবার পিসির সঙ্গে দেখা করে যাই—

সহসা বিন্দুবাসিনীকে আসিতে দেখিয়া

ও মা! ছোটমা আবার এদিকেই আস্‌ছেন যে গো!

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ

বিন্দু। দোষ কর্‌বি—আবার হাত মুখ নেড়ে সাত-পাঁচ লাগাবি?

কদম। আমি ত কিছু অন্যায় বলি নি ছোটমা। আমি বলেছি—এই ধর না কেন—

বিন্দু। ধরেছি—ধরেছি—তুই কাজ কর গে যা—

কদম প্রস্থান করিল

বড়গিন্নির পরামর্শদাতাগুলি বেশ! বঠ্‌ঠাকুরকে বলে ওদের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া উচিৎ।

অন্ন। যা বল্ গে না—তোর বঠ্‌ঠাকুর আমার মাথাটা কেটে নেবে। আর বঠ্‌ঠাকুরও তেম্‌নি! তিনি তক্ষুণি সুরু করবেন—কি মা? কি বল্‌ছ মা? ঠিক কথা মা। ঢের ঢের বরাত দেখেছি ছোটবৌ, কিন্তু

তোর মত দেখি নি। কি কপাল নিয়েই জন্মেছিলি, মাইরি, বাড়ীশুদ্ধ সবাই যেন ভয়ে জড়সড় !

বিন্দু। (হাসিয়া) কৈ তুমি ত ভয় কর না ?

অন্ন। করি নে আবার ! তোমার রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখ্‌লে যার বুকের রক্ত জল না হয়ে যায় সে এখনো মায়ের পেটে আছে ! কিন্তু অত রাগও ভাল নয় ছোটবৌ। এখনো কি ছোটটি আছিস্‌ ? ছেলে হলে এতদিন যে চার-পাঁচ ছেলের মা হতিস্‌ ? আর তোকেই বা দোষ দেব কি ; ঐ বুড়ো মিন্‌সেই আদর দিয়ে তোর মাথাটা খেয়েছে !

বিন্দু। কপাল নিয়ে যে জন্মেছিলুম দিদি, সে কথা তোমার মানি। ধন-দৌলত, আদর-আহ্লাদ, অনেকেই পায়, সেটা বেশী কথা নয়, কিন্তু এমন দেবতার মত ভাসুর পেতে অনেক জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফল থাকা চাই। আমার অদৃষ্ট দিদি, তুমি হিংসে করে কি কর্‌বে ? কিন্তু আদর দিয়ে তিনি ত মাথা খান নি, আদর দিয়ে যদি কেউ মাথা খেয়ে থাকে ত সে তুমি।

অন্ন। আমি ? সে কথা আর কারো বলবার যো নেই। আমার শাসন বড় কড়া শাসন—কিন্তু কি করবো, আমার কপাল মন্দ, কেউ আমাকে ভয় করে না—বাড়ীর দাসী চাকরগুলো পর্য্যন্ত মুখের সামনে দাঁড়িয়ে সমানে ঝগড়া করে, যেন তারাই মনিব, আর আমি দাসী-বাঁদী। আমি তাই সয়ে থাকি, অন্য কেউ হলে—

বিন্দু। (হাসিয়া) দিদি, তুমি সত্য যুগের মানুষ। কেন মরতে একালে জন্মেছিলে ? কই ? আমার সঙ্গে ত কেউ ঝগ্‌ড়া করে না ? (সহসা অন্নপূর্ণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া) একটা গল্প বল না দিদি ?

অন্ন। যা সরে যা—পাগ্‌লামী করিস্‌ নে—

কদম ছুটিতে ছুটিতে প্রবেশ করিল

কদম। ছোটমা, সর্ব্বনাশ হয়েছে! শিগ্‌গীর এসো—অমূল্যধন জাঁতিতে হাত কেটে ফেলেছে—

বিন্দু। সে কি? জাঁতি পেল কোথায়? তোরা কি করছিলি?

কদম। আমি ও ঘরে কাপড় গোছাচ্ছিলুম, জানিও সে ও ক'খন বড়মার ঘরে ঢুকে—

বিন্দু। আচ্ছা, হয়েছে হয়েছে—যা—আচ্ছা দিদি, কতদিন তোমাদের বলেছি ছেলেপুলের ঘর জাঁতি-টাতিগুলো একটু সাবধান করে রেখো তা—

অন্ন। কি কথা যে তুই বলিস্ ছোটবৌ, তার মাথামুণ্ডু নেই। কখন তোর ছেলে ঘরে ঢুকে হাত কাটবে বলে কি জাঁতি লোহার সিন্ধুকে তুলে রাখ্‌বো?

বিন্দু। তা রাখবে কেন? জাঁতি, বঁটী, কাটারী ঘরের মাঝেই ছড়িয়ে রেখো। কাল থেকে আমিই বরং ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবো—তাহলে আর ঢুক্‌বে না। মরণটা হলে বাঁচি—

দ্রুত প্রস্থান

অন্ন। শুন্‌লি ত কদম, ওর জবরদস্তির কথাগুলো! জাঁতি কি মানুষে সিন্ধুকে তুলে রাখে?

কদম। ছোটমার ঐ রকমই অনাছিষ্টি কথা! কি করবে বল?

অন্ন। কিন্তু আমিও যে আর পেরে উঠি নে কদম। এত জবরদস্তিও যে আর সহ্য হয় না।

কদম। কি করবে বল মা, যে বুঝবে না তাকে বোঝান শক্ত। কিন্তু এই নিয়ে আজ আর কথা বাড়িও না বড়মা। একে ঐ মানুষ,

তার ওপর ওঁর অমূল্যধন আজ জাঁতিতে হাত কেটে ফেলেছে। এখন ভালয় ভালয় দিনটা কাট্‌লে বাঁচি।

অন্ন। যা বলেছিস্ কদম, ভয়ে ভয়েই সারা হ'য়ে গেলুম। সকাল থেকে এতটা বেলা হ'ল, আজ শুধু ছেলে নিয়েই আদিখ্যেতা করে কাটালে—নিজেও খেলে না, আর কে খেলে না খেলে সে খবরটাও একবার নিলে না। পেটের একটা হয় নি, তাই এখনো খুকীটি আছিস্—কিন্তু সত্যিই বয়েসটা বাড়ছে না কমছে ?

কদম। তাই ত সেদিন ও পাড়ার সদুপিসি শুনে বললে, ধন্যি মেয়ে বটে মুখুজ্যেদের বড়বৌ !

সহসা বিন্দুবাসিনী প্রবেশ করিয়া কদমের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সঙ্গে অমূল্য। তাহার আঙ্গুলে জলপটী বাঁধা। বিন্দুবাসিনীকে দেখিয়া কদম থতমত খাইয়া গেল

বিন্দু। বাইরের লোক কি কথা বলেছে না বলেছে, তা শোনবার আমাদের সময় নেই। বাইরের লোকের কথা বাইরে বলিস্—তাকে ঘরের মধ্যে টেনে আনিস্ নে। এতে ঘর থাকে না—ঘর ভাঙে।

কদম। আমি ত কিছু অন্যায় বলি নি ছোটমা—

বিন্দু। কি বলেছিস্ আর না বলেছিস্ সবই আমার কানে গেছে—কিন্তু আজ আমি তোকে সাবধান করে দিলুম কদম—বাইরের কথাও ঘরে আন্‌বি না, আর ঘরের কথাও বার কর্‌বি না। ফের্ যদি কোনদিন শুনি তাহ'লে বঠ্‌ঠাকুরকে বলে সেইদিনই তোকে বিদায় করে দেব—যা—নিজের কাজে যা—

কদম ভয়ে ভয়ে প্রস্থান করিল

অন্ন। লোকজনকে বিদায় করা ত শক্ত নয় ছোটবৌ—তাদের সঙ্গে মানিয়ে চলাই শক্ত।

বিন্দু। তা জানি। কিন্তু সবচেয়ে বেমানান হ'ল দাসী-চাকরকে মধ্যস্থ মানা। আমি সত্যি বলছি দিদি, ফের যদি তুমি দাসী-চাকরকে মধ্যস্থ মান তাহলে আমি ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে যাব—

অন্ন। যা না, যা। কিন্তু মাথা খুঁড়ে মরলেও আর ফিরিয়ে আনবার নামটি করবো না। সে কথা মনে রাখিস্।

বিন্দু। আমি আসতেও চাই নে—

অন্ন। না? চাস্ কি না চাস্ তখন দেখব। কিন্তু আর দেরী করিস্ নে ছোটবৌ। অনেক বেলা হয়ে গেছে—আয়, খাবি আয়—

বিন্দু। আমার ক্ষিদে নেই—

অমূল্য বিন্দুবাসিনীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল

অমূল্য। ছোটমা খাবে না—তুমি যাও—

অন্ন। (ধমকাইয়া) তুই চুপ কর্। এই ছেলেটাই হচ্ছে সকল নষ্টের গোড়া। কি আদুরে ছেলেই কচ্ছিস্ ছোটবৌ। শেষে টের পাবি। তখন কাঁদবি, আর বলবি, হ্যাঁ, দিদি বলেছিল বটে!

বিন্দুবাসিনী অমূল্যকে কানে কানে কি শিখাইয়া দিল

অমূল্য। তুমি যাও না—ছোটমা এখন গল্প বল্‌বে।

অন্ন। (ধম্‌কাইয়া) তুই চুপ কর্। (বিন্দুর প্রতি) ভাল চাস্ ত চলে আয় ছোটবৌ। না হলে কাল তোদের দু'জনকে যদি বিদেয় না করি, ত আমার নাম অন্নপূর্ণাই নয়—

দ্রুত প্রস্থান

অপর দিক দিয়া ব্যস্তভাবে মাধব প্রবেশ করিল

মাধব। কি গো ব্যাপার কি? আবার তোমাদের কি হ'ল?

বিন্দু। দিদি রাগ্‌লে যা কয় তাই—

মাধব। তা বলি, রাগারাগিরই বা দরকার কি বাপু? রাগ না করে কি তোমাদের দিন যায় না?

বিন্দু। অন্যায় কথা বললেই রাগ হয়—

মাধব। কোন্‌টে যে তোমাদের ন্যায় আর কোন্‌টে যে তোমাদের অন্যায় এইটেই ত আজ পর্য্যন্ত বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না—

বিন্দু। তা পারবে কেন? বলি চোখ নেই? দেখতে পাও না?

অমূল্যর ন্যাকড়াবাঁধা হাতটী দেখাইল

মাধব। কি হ'ল? কেটে কুটে ফেললে না কি?

বিন্দু। হাঁ, এই কথা বলেছি বলেই এত কাণ্ড! শুভ দিনে ছেলেটা পাঠশালায় গেল—পণ্ডিতম'শায়ের একটু পায়ের ধূলো ছেলেটার মাথায় পড়ল না—তার ওপর থাম্‌কা হাতটা কেটে গিয়ে রক্তপাত হ'ল। বলি, শুভদিনে এই সব দুর্লক্ষণ কোন্ মা দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পারে?

মাধব। তা সেটা ঠিক কথা। কিন্তু গঙ্গাপণ্ডিতের পায়ের ধূলোর জন্যে ত ভাবছি নে—ভাবছি ছেলেটার হাত কেটে গেল—

বিন্দু। ছাই ভাবছ? তুমি কোনটার জন্যেই ভাবছ না—

মাধব। না না, বিশ্বাস কর আমি সত্যিই ভাবছি—

বিন্দু। ছাই ভাবচো। মিথ্যা কথা—

মাধব। তুমি যদি বিশ্বাস না কর ত কি করব। তা যাক্ (অমূল্যের প্রতি) কিসে হাত কাট্‌লি রে অমূল্য?

অমূল্য। জাঁতিতে—

মাধব। জাঁতিতে! জাঁতি কোথায় পেলি?

বিন্দু। তবে আর বলছি কি? সেই কথা বলেছি বলেই ত এত কাণ্ড! আজ অপরাধের মধ্যে বলেছিলুম, দিদি ছেলেপুলের ঘর, জাঁতি-টাতিগুলো একটু সাবধান করে রেখো—তাই এত কাণ্ড!

নেপথ্যে অন্ন। ছোটবৌ এখনো খেতে এলি নে? নাঃ আর পারি নে বাপু!

মাধব। সেকি! এখনো খাও নি? তা যাক্—আর গোলমাল কর না, যাও। বৌঠান যেরকম হাঁকডাক সুরু করেছেন এক্ষুনি হয় ত আবার দাদা ছুটে আসবেন। যাও—যাহোক দুটো মুখে দিয়ে ছেলেটাকে একটা ফর্সা জামা কাপড় পরিয়ে দাও গে—

বিন্দুবাসিনীর সহিত অমূল্য প্রস্থান করিল

অন্নপূর্ণার প্রবেশ

অন্ন। ছোটবৌ কোথায় গেল ঠাকুরপো—

মাধব। খেতে যাবার জন্যেই ত উপদেশ দিলাম—তবে ঠিক যে কোথায় গেলেন তা ত বলতে পারি নে—

অন্ন। না জ্বলে-পুড়ে মলুম—

মাধব। তা ওরকম একটু হবে বৈকি বৌঠান। টাকাটাই তোমাদের কাছে বেশী হ'ল। তাড়াতাড়ি লক্ষ্মণের বিয়ে দিয়ে ঊর্ম্মিলা নিয়ে এলে! কিন্তু এ ঊর্ম্মিলা যে সহনশীলা নন, বরং—অসহনীয়া; তা ত বুঝতে পারলে না। বলি, দুদিন সবুর করলে আমিও ত রোজগার করে দিতে পারতাম।

অন্ন। পুরোণ কথা আর তুল না ঠাকুরপো। কিন্তু তোমার দাদা কি কেবল রূপ আর টাকা দেখেই বৌ ঘরে এনেছিলেন? সত্যিই ঠাকুরপো এক একসময় ভাবি ও যদি সংসারে না আসত তাহলে আমার অমূল্যর ঝক্কি আমি বোধহয় একদণ্ডও বইতে পারতাম না। গোড়ায় গোড়ায় ওর রোগটা যে কি, আর ঘা-টা যে কোথায় তা যখন ধরতে পারি নি তখন তোমার দাদাকে একদিন বলেছিলাম, হাঁ গা, রূপ আর টাকার পুঁটুলি দেখে বৌ ঘরে আনলে কিন্তু এ যে একেবারে

কেউটে সাপ। সেদিন তার উত্তরে তোমার দাদা কি বলেছিলেন জান? তোমার দাদা বলেছিলেন, না গো, না, তোমরা পরে দেখো—মায়ের আমার জগদ্ধাত্রীর মত রূপ, সে কি একেবারে নিষ্ফল যাবে? এ হতেই পারে না। সত্যই ওঁর আশা নিষ্ফল হয় নি ঠাকুরপো। তাই সেদিন তোমার দাদার কাছে যে নালিশ করেছিলাম—সে কথা মনে হলে আজও লজ্জা হয়।

মাধব। সবই বুঝলাম বৌঠান—কিন্তু তোমার ঐ জগদ্ধাত্রীটি অষ্টপ্রহর খ্যাপা সিংহের পিঠে চড়ে, খাঁড়া না ঘুরিয়ে, মধ্যে মধ্যে একটু আধটু বরদান করলেও ত পারেন?

অন্ন। যাও—কি যে বল ঠাকুরপো, তার ঠিক নেই—

মাধব। ঠিকই বলি বৌঠান, ঠিকই বলি। এই মনে কর তোমাদের সিংহপৃষ্ঠবিহারিণী আজ ক্ষেপেছেন—সুতরাং বাড়ীশুদ্ধ সকলেরই আজ প্রায় আহার বন্ধ।

অন্ন। সকলের আর আহার বন্ধ কোথায় ঠাকুরপো? সকলেরই ত খাওয়া হয়েছে—

মাধব। কিন্তু তোমার ত হয় নি?

অন্ন। না। আমি আর ছোটবৌ শুধু বাকী আছি।

মাধব। বাকী আছ বলো না বৌঠান—বল নিজে বঞ্চিত হয়ে তোমায়ও বঞ্চিত করেছে—তা যাক্ (উচ্চৈস্বরে) ভৈরব ওরে ভৈরব, বেয়ারাদের পাল্কী বার করতে বল্—

নেপথ্যে ভৈরব। আজ্ঞে যাই ছোটবাবু—

মাধব। আসতে হবে না। বেয়ারাদের পাল্কী বের করতে বল্—

নেপথ্যে ভৈরব। যে আজ্ঞে।

অন্ন। নেমন্তন্নয় যাবে ঠাকুরপো?

মাধব। হ্যাঁ। জমীদার বাড়ী থেকে নেমন্তন্ন করে গেছে। আমি ওদের সেরেস্তার উকিল কিনা। আবার বার বার করে বলে গেছে—অমূল্যকেও নিয়ে যেতে। তাই ভাব্‌ছি ছেলেটাকে নিয়ে চট্‌ করে একবার ঘুরে আসি—

অমূল্যকে সুসজ্জিত করিয়া বিন্দুবাসিনী তাহার হাত ধরিয়া প্রবেশ করিল। অমূল্যর গায়ে মখমলের পাঞ্জাবী মাথায় জরির টুপি গলায় সোনার হার পরণে কোঁচান কাপড়। বিন্দুবাসিনীর হাতে আরো দুই-তিনটী সিল্কের পাঞ্জাবী। অমূল্য জামাকাপড় পরিয়া আসিতে অস্বস্তি বোধ করিতেছেন এবং সেও যে বেশ বিরক্ত হইয়াছে তাহা তাহার চোখমুখ দেখিলেই বোঝা যায়

বিন্দু। (অন্নপূর্ণার প্রতি) দেখ ত দিদি, এই মখ্‌মলের জামাটাই পরান থাকবে, না এই সিল্কের পাঞ্জাবীটাই পরিয়ে দেব?

অন্ন। এসবই কি অমূল্যর নাকি?

বিন্দু। হাঁ।

অন্ন। কত টাকাই তুই অপব্যয় করিস্‌ ছোটবৌ। এর একটার দামে যে গরীবের ছেলের সারা বছরের কাপড়-চোপড় হতে পারে।

বিন্দু। তা পারে। কিন্তু গরীবে বড়লোকে একটু তফাৎ থাকবেই—সে জন্যে দুঃখ করে কি হবে?

অন্ন। হোক্‌ বড়লোক। কিন্তু তোর সব কাজেই—একটু বাড়াবাড়ি আছে।

বিন্দু। হাঁ তা ত আছেই। কিন্তু সত্যিই বল না—কোন্‌ জামাটায় অমূল্যধনকে বেশী মানাবে?

মাধব। মানাবে কি গো! এই ত বেশ মানিয়েছে! বাঃ বাঃ! এ যে মথুরায় কৃষ্ণচন্দ্র রাজা হয়েছেন!

লজ্জায় অমূল্য মাথার টুপি খুলিয়া ফেলিল এবং রাগ করিয়া বারাণ্ডায় উপুড় হইয়া শুইয়া পা আছড়াইতে লাগিল

অমূল্য। আমি চাই নে—চাই নে পরতে—

বিন্দু। একে ছেলেমানুষ কাঁদ্‌ছে—তার ওপর তুমি—

মাধব। অমূল্য ওঠ্। লোকে পাগল বলে, আমায় বল্‌বে—তুই আয়—

বিন্দু। (রাগিয়া) আমি সব কাজ পাগলের মত করি কি না? (জোর করিয়া অমূল্যকে তুলিয়া তাহার জামা খুলিয়া দিতে দিতে) যা তোর যেতে হবে না—একটা জামা পরা নিয়ে সাতগুষ্টি মিলে করছে দেখ না?

মাধব। (অনন্যোপায় হইয়া) মাথায় ভূত চেপেছে বৌঠান—মাথায় ভূত চেপেছে। সামলাও আমি চল্‌লাম—

দ্রুত প্রস্থান

বিন্দু। হতভাগা বাঁদর—ফের্ যদি কোন্‌দিন ওঁর সঙ্গে কোথাও যেতে চাস্ ত দেখ্‌তে পাবি—

অমূল্যর জামা খুলিয়া দিল

অন্ন। (টুপি ও জামা কুড়াইয়া লইয়া) বেশ ত হয়েছিল ছোট-বৌ, খুল্‌লি কেন?

বিন্দু। (হঠাৎ গলায় আঁচল দিয়া হাতজোড় করিয়া) তোমাদের পায়ে পড়ি বড়গিন্নি, সামনে থেকে যাও, তোমাদের পাঁচজনের মধ্যস্থতার জ্বালায় ওর প্রাণটাই আজ মার খেয়ে যাবে। (সহসা অমূল্যর কান ধরিয়া ঘরের দিকে লইয়া যাইতে যাইতে) যেমন বজ্জাত ছেলে তুমি, তেমনি তোমার শাস্তি হওয়া চাই। যাও—সমস্ত দিন ঘরে বন্ধ থাক—

অমূল্যকে জোর করিয়া ঘরের মধ্যে ঢোকাইয়া দিয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিল

অন্ন। আর হাঙ্গামা করিস্‌নে ছোটবৌ—খুলে দে। নইলে ঠাকুর-পো নেমন্তন্নয যাবে না—বেলা তিনটে বেজে গেল, আমার কথা ছেড়ে দে—কিন্তু দাসী-চাকররাই বা মুখে ভাত তোলে কি করে বল্‌?

বিন্দু। তা আমি জানি নে।

অন্ন। আমি বল্‌ছি—বড়বোনের কথাটা রাখ—ওকে জামাকাপড় পরিয়ে ঠাকুরপোর সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে—যা পারিস্‌ দুটো মুখে দিবি আয়—

ঘরের শিকল খুলিয়া দিতে দিতে

বিন্দু। কিন্তু আমিও তোমাদের বলে রাখছি দিদি, ভবিষ্যতে আমার কথায় কথা কইলে ভাল হবে না।

দেখা গেল অমূল্য কাঁদ-কাঁদভাবে ঘর হইতে বাহির হইতেছে। বিন্দু তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল :

যা হতভাগা—যা, কোথায় যাবি যা—

অমূল্য দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অন্নপূর্ণার ঘর। ঘরটি খালি পড়িয়া আছে। অন্নপূর্ণার সহিত এলোকেশী ও প্রিয়নাথ প্রবেশ করিল। ঘরে সামান্য কিছু আসবাব ও এককোণে একটী জলচৌকির উপর বাসন-কোসন হাঁড়ি ইত্যাদি

অন্ন। দু'একদিন তোমাদের একটু কষ্ট হবে ঠাকুরজামাই-ঘর-দোরের অভাব।

এলো। ওর জন্যে তুমি অত কিন্তু হ'চ্ছ কেন বড়বৌ?

অন্ন। হাজার হোক্ তোমাদের বড় বাড়ীতে থাকা অভ্যাস—

প্রিয়। হাঁ। তা যদি বললেন বৌঠান্, তা হ'লে বলি। খাই আর না খাই—সার্সি খড়্খড়ি দেওয়া প্রকাণ্ড ঘরে ঘুমোই। কিছু থাক আর না থাক্—বুঝলেন বৌঠান্, আমাদের উত্তরপাড়ায় পূর্ব্বপুরুষের নাম-ডাকটা এখনো আছে—আর কট্‌কবলায় বন্ধকী-বাড়ীখানাও এখনও আছে।

অন্ন। বাড়ীখানাও বন্ধক দিয়েছ ঠাকুরজামাই!

এলো। না না। সেটা ঠিক বন্ধক নয়—ব্যাপারটা কি জান ড়বৌ, মাঝে ত ওঁর খুব অসুখ হ'ল, প্রায় এক বছর বিছানায় পড়ে রইলেন—ডাক্তারেরা সব দামী দামী ওষুধপথ্যির ব্যবস্থা করলে, তাই সেই অবস্থায় যমে-মানুষে যখন টানাটানি চল্‌ছে—তখন আমি একা মেয়েমানুষ, আর কি করব? বাধ্য হয়ে আমার খুড়্তুতো দেওরের কাছে বাড়ীর দলিলখানা রেখে কিছু টাকা নিয়েছিলাম।

প্রিয়। হাঁ গো, হাঁ। ঐ তাই হ'ল। তুমি সোজা কথাটা একটু বেঁকিয়ে গুছিয়ে বললে, নইলে মানে ঐ একই—তা যাক্ নতুন বাড়ীতে যাওয়া হবে কবে?

অন্ন। শীঘ্রই—

প্রিয়। ওখানে গেলে বোধহয় আর ঘরের কষ্ট হবে না?

অন্ন। না না। ও-বাড়ীতে কোন কষ্ট হবে না। খুব বড় বড় অনেক ঘর তৈরী হ'য়েছে।

এলো। তা ছোটবৌকে দেখ্‌ছি নে যে?

অন্ন। ছোটবৌ তার বাপের বাড়ী গেছে। আজই আস্‌বে। গাড়ী পাঠান হয়েছে—তাদের নিয়ে আসার জন্যে। তারাও এলো বলে।

এলো। ছোটবৌ বুঝি প্রায়ই বাপের বাড়ী আনাগোনা করে?

প্রিয়। তা করবেন বৈকি! কি যে বলো! হাজার হোক্ বড়লোকের আদুরে মেয়ে।

অন্ন। না ঠাকুরজামাই। বাড়ীর দোরে বাপের বাড়ী, তা যেতে চাইবে না। কত সাধ্যি-সাধনা করে তবে পাঠাতে হয়। অমূল্যকে ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারে না। ছোটবৌয়ের বাবা-মা কাল কাশী গেলেন—তাই তাঁরা দেখা করবার জন্যে ছোটবৌকে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলেন। তা সহজে কি যেতে চায়? শেষে অনেক করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তবে পাঠাই—

এলো। হাজার হোক মূর্চ্ছো রুগী ত? বাইয়ের ছিট্ আছে।

অন্ন। না ঠাকুরঝি, বল্‌তে নেই। সে রোগটা ওর বার বছরের মধ্যে আর হয় নি। অমূল্যকে কোলে নিয়ে ও ভুলে আছে।

এলো। আহা! তা আর হবে না। নিজেও একটা পেটে ধরলে না—পরের নিয়েই যেন ভুলে থাকে।

অন্ন। তাই বল ঠাকুরঝি। ও যেন রোগমুক্ত হয়ে পরের নিয়েই ভুলে থাকে। আর ছেলেও হয়েছে ছোটবৌয়ের এমন ন্যাওটা, যে লোকে দেখ্‌লে বিশ্বাস করবে না যে আমি তাকে পেটে ধরেছিলাম। ছোটবৌ বাপের বাড়ী যাবে, অপরাধের মধ্যে দু'খানা গয়না আর একটা ফর্সা কাপড় পড়েছে—ছেলে খেয়ে-দেয়ে বই বগলে ঘর থেকে বেরুলো—ইস্কুলে যাবে, শেষে ছোটবৌকে দেখে ঠিক ধরে ফেলেছে—যে বাপের বাড়ী যাচ্ছে—আর কোথায় যাবে? রইল তার ইস্কুলে যাওয়া। বই খাতা না ভৈরবের হাতে দিয়ে পাল্কীতে গিয়ে চেপে বস্‌ল—

এলো। আমার নরেন্দ্রনাথটিও হয়েছে—ঠিক্ অমনি। (প্রিয়নাথকে দেখাইয়া) ওঁর কাছ ছাড়া একটিবারও হবে না। অল্প বয়েসটি থেকে কেলাবে যাওয়া সুরু করেছে, সে কেন? ঐ ন্যাওটা বলেই না?

অন্ন। তা নরেন যে আমাদের সঙ্গে আসছিল, কোথায় গেল ঠাকুরঝি ?

এলো। তাই ত। কথায় কথায় ভুলেই গিয়েছি। ওগো দেখ দেখ, ছেলেটা কোথায় গেল— অচেনা অজানা যায়গা—

প্রিয়। এ্যাঁ। তাই ত। দেখি—

ব্যস্তভাবে প্রিয়নাথ প্রস্থানোদ্যত—এমন সময় ভৈরব নরেনকে সঙ্গে লইয়া হাজির হইল

ভৈরব। বড়মা, নতুনদাদাবাবুটি সোজা জমিদার বাড়ীর দিকে চলে যাচ্ছিলেন—নতুন মানুষ পাছে হারিয়ে যান তাই নিয়ে এলাম।

নরেন। এ্যাঁ। হারিয়ে যাবে। উত্তরপাড়ার গুলিঘুঁজির রাস্তায় ঘুরে বেড়াই—

অন্ন। সেটা যে তোমাদের দেশ—চেনা জায়গা বাবা। এটা যে অচেনা যায়গা, পথ-ঘাট চেনা হোক তখন উত্তরপাড়ার মত এখানেও বেড়িয়ে বেড়াতে পারবে।

প্রিয়। সে ত ঠিক কথা বৌঠান্। তবে কি জানেন ? আসবার সময় পথে একটা বাড়ীতে সানাই-টানাই বাজ্‌ছিল শুনলাম, তাই গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করলাম, তা বললে জমিদার বাড়ী আজ থেকে বুঝি পূজো বসল—প্রায় পনের-কুড়ি দিন ধরে নাকি খুব নাচ গান হয়। ও সেটা শুনেছে কিনা ? তাই মনে হয়। এসেই ওদিকে ছুট্‌ছিল ? কিরে নরেন, ঠিক কিনা ?

নরেন ঘাড় নাড়িয়া জানাইল প্রিয়নাথের অনুমান ঠিক্

অন্ন। ও বুঝি খুব গান বাজ্‌না ভালবাসে—

এলো। শুধু ভালবাসে। যাকে বলে পাগল—পাগল—ঐ যে বললুম, ছোট বয়েসটি থেকে ওর সঙ্গে কেলাবে যাওয়া আসা করে হয়েছে—

নেপথ্যে অমূল্য। ভৈরবদা—ভৈরবদা—গাড়ী থেকে জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে নাও—

অন্ন। ঐ বুঝি ছোটবৌ এলো।

অমূল্য প্রবেশ করিল

অমূল্য। দিদি, দিদি—দাদুদের বাড়ী থেকে কত কি নিয়ে এসেছি, দেখ্‌বে এসো—

অন্ন। কি নিয়ে এসেছিস্ রে ?

অমূল্য। অনেক জিনিষ—এতো—

দু'হাতে পরিমাপের চেষ্টা করিল

অন্ন। তাই নাকি ? তা তোর মা কৈ ?

অমূল্য। ঐ যে—

বিন্দুবাসিনী প্রবেশ করিয়া অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করিল

অন্ন। বাবা-মা চলে গেলেন ?

বিন্দু। হাঁ।

অন্ন। মাকে গৃহ-প্রবেশের আগেই ফিরে আসতে বলেছিস্ ত ?

বিন্দু। হ্যাঁ। (এলোকেশীর প্রতি সবিস্ময়ে চাহিল)

অন্ন। কি রে চিন্‌তে পারলি নে ?

বিন্দু। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনেছি। ঠাকুরঝি—

সহসা প্রিয়নাথকে দেখিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া দিল। তাহা দেখিয়া প্রিয়নাথ বলিল :

প্রিয়। আচ্ছা তাহ'লে আসি বৌঠান্—আপনারা সব গল্পগুজব করুন। ছোটবৌঠান্ যে রকম লজ্জাশীলা, দেখি তামাক-টামাকের ব্যবস্থা—

প্রস্থান

বিন্দু। এটিই কি নরেন্দ্রনাথ ?

এলো। হ্যাঁ ভাই, এই তোমাদেব ভাগ্‌নে—

বিন্দু। বস বাবা, বস—নরেন কোন্ ক্লাশে পড় তুমি ?

নরেন। ফোর্থ ক্লাশ। রয়েল রিডার, গ্রামার, জিয়োগ্রাফি, এরিথ্‌মেটিক্ আরও কত কি ডেসিমেল্, টেসিমেল্—ও সব তুমি বুঝ্‌বে না মামী।

এলো। (সগর্ব্বে) সত্যি, সে কি আর আমরা বুঝতে পারি ছোটবৌ, সে কি আর এক আধখানা বই ? বই-এর পাহাড়। কাল বইগুলো বাক্স থেকে বার করে তোমার মামীদের একবার দেখিও ত বাবা।

নরেন। বই দেখে আর কি বুঝ্‌বে ?

এলো। তবু কতগুলো বই পড় মামীরা দেখে খুশী হবেন ত ?

নরেন। আচ্ছা দেখাব।

বিন্দু। নরেন কোন্ ক্লাশে পড়ে বল্‌লে ঠাকুরঝি ?

এলো। ওই যে গো, ভুলে যাই. আমার কি ছাই মনে থাকে ? কোন্ ক্লাশে পড়িস্ আর একবার বল্ ত বাবা নরেন।

নরেন। ফোর্থক্লাশ।

বিন্দু। তাহ'লে পাশ করতে ত এখনও দেরী আছে।

এলো। দেরী কি থাকত ছোটবৌ, দেরী থাকত না—এতদিন একটা কেন, চারটে পাশ কবে ফেল্‌ত—শুধু ঐ মুখপোড়া মাষ্টার গুলোর জন্তেই হচ্ছে না। তারা যে কি বিষ নজরেই আমার নরেনকে দেখেছে, তা তারাই জানে, তাদের সর্ব্বনাশ হোক্—সর্ব্বনাশ হোক্। ওকে কি কেলাসে তুলে দিচ্ছে ? দিচ্ছে না। হিংসে করে বছরের পর বছর এক কেলাসেই ফেলে রাখ্‌ছে।

বিন্দু। (বিস্মিত হইয়া) কই এ রকম ত হয় না!

এলো। হচ্ছে, আবার হয় না! মাষ্টারগুলো সব একজোট হয়ে ঘুষ চায়, আমি গরীব মানুষ, একবার ইস্কুলের মাইনে, তার ওপর আবার ঘুষের টাকা কোথা থেকে জোগাই বল?

অন্ন। ছিঃ ছিঃ! এমন করে কি মানুষের পেছনে লাগ্‌তে আছে? সেটা কি ভাল কাজ? কিন্তু বলতে নেই, আমাদের এখানে ঠাকুর-ঝি ওসব নেই। আমাদের অমূল্য ত বছর বছর ভাল ভাল কত রকমের বই প্রাইজ আনে, কিন্তু কথ্‌খনো ঘুষ-টুস্‌ দিতে হয় না।

ভৈরবের প্রবেশ

ভৈরব। এই যে গো দাদাবাবু, আমি তোমারে খুঁজ্‌তেছি আর তুমি মাদের কাছে বসে গপ্প কর্‌ছ? এদিকে যে মাষ্টার বসে রয়েছেন গো—

বিন্দুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া অমূল্য বলিল

অমূল্য। কাল রবিবার, আজ মাষ্টারম'শায়কে যেতে বলে দাও না ছোটমা?

বিন্দু। (হাসিয়া) এই যে ছেলেটী দেখছ ঠাকুরঝি, এটি গল্প পেলে আর উঠ্‌বে না (ভৈরবের প্রতি) মাষ্টারম'শাইকে বলে দে ভৈরব, অমূল্য আজ আর পড়বে না—

ভৈরব। পড়বে না। আচ্ছা। আমি এক্ষুনি মাষ্টারকে বলে দিচ্ছি ছোটমা।

প্রস্থান

নরেন। ও কিরে অমূল্য! অত বড় ছেলে, এখনো ছোট ছেলেদের মতন মেয়েদের কোলে গিয়ে বসিস্‌?

বিন্দু। (হাসিয়া) শুধু এই বুঝি? এখনও বাত্তিবে—

অমূল্য। (বিন্দুবাসিনীব মুখে হাত চাপা দিয়া) বোলো না ছোটমা, বোলো না—

বিন্দু। না বলব না—

অন্ন। হা বলেই দিই।—তাহলে যদি ওর লজ্জা হয়। জান নবেন, এখনো ও বাত্রিরে ওব ছোটমার কাছেই শোয়।

বিন্দু। শুধু শোয়? এখনো ও সমস্ত রাত্তির বাদুডেব মত আঁকডে ধরে ঘুমোয—

অমূল্য লজ্জায় বিন্দুবাসিনীর বুকে মুখ লুকাইল

নবেন। ছিঃ ছিঃ। তুই কি বে। তুই ইংরেজী পড়িস্?

অন্ন। পড়ে বৈ কি! ইস্কুলে ও ত ইংবেজী বই-ই পড়ে!

নবেন। ইস্। ইংবেজী পডে। কই ইন্‌জিন বানান্ করুক ত দেখি? তা আব পারতে হয না।

এলো। ও ছেলেমানুষ! অত সব শক্ত কথা কি বানান্ করতে পাবে?

অন্ন। কই অমূল্য, বানান কব না।

অমূল্য মুখে বিন্দুবাসিনীর আঁচল চাপা দিল

বিন্দু। তোমবা সবাই মিলে ওকে লজ্জা দিলে ও আর কি করে বানান্ করে? (এলোকেশীর প্রতি) জান ঠাকুরঝি, অমূল্য আমার আস্‌ছে বছর পাশ দেবে। আমাদের মাষ্টারম'শায় বলেছেন, ও কুড়ি টাকা জলপানি পাবে। আর সেই টাকা দিয়ে ও কি করবে জান? (অমূল্যর মাথাটা নেড়ে তুলিয়া) কি করবে বল ত বাবা, তোমার

পিসিকে। (অমূল্য আবার মুখে আঁচল চাপা দিল) লজ্জা হয়েছে? আচ্ছা আমিই বল্‌ছি—ও সেই টাকা দিয়ে ওর কাকার মত একটা ঘোড়া কিন্‌বে।

কথা শেষ হইতেই অন্নপূর্ণা ও বিন্দু হাসিল

এলো। আমার নরেন্দ্রনাথ কি শুধু লেখাপড়াতেই ভাল? ও থিয়েটারে এম্‌নি এ্যাক্টো করে যে, লোকে শুনে আর চোখের জল রাখ্‌তে পারে না। সেই সীতা সেজে যে রকমটী করে বলেছিলি, একবার মামীদের শুনিয়ে দে ত বাবা।

নরেন। (তাড়াতাড়ি হাঁটু গাড়িয়া হাত জোড় করিয়া বসিয়া)

প্রাণেশ্বর!

কি কুক্ষণে দাসী তব—

বিন্দু। (ব্যস্তভাবে) ওরে থাম্—থাম্—চুপ কর্, বঠ্‌ঠাকুর শুনতে পাবেন।

নরেন হতভম্ব হইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া রহিল

অন্ন। শুন্‌লেই বা ছোটবৌ! এ ত ঠাকুর দেবতার কথা ছাড়া আর কিছু নয়।

বিন্দু। (অমূল্যর হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) তবে শোন তুমি ঠাকুর দেবতার কথা, আমি উঠে যাই—

নরেন। আচ্ছা, তবে থাক্, আমি সাবিত্রীর পার্ট করি।

বিন্দু। (বিরক্তভাবে) না, তোমার কোন কিছুই করতে হবে না—

এলো। শোনই না ছোটবৌ! সত্যিই তোমার ভাল লাগবে। আহা! সাবিত্রীর দুঃখের কথা ও এমন সুর করে বলে যে শুন্‌লে কান্না পায়—

অন্ন। থাক্ ঠাকুরঝি। সব জিনিষেরই ত সময় আছে। ও'পরে শুনব।

এলো। আচ্ছা তবে এখন থাক্। পুরুষেরা বেরিয়ে গেলে সে একদিন হবে অখন। আহা! গান বাজনাই কি ও কম শিখেছে? দময়ন্তীর সেই কেঁদে কেঁদে গানটা একবার বলিস্ ত বাবা, তোর মামীরা শুন্‌লে আর ছাড়তে চাইবে না—

নরেন। (সোৎসাহে) এখনই বল্‌ব?

অন্ন। না না, এখন গান-টান কাজ নেই—

নরেন। আচ্ছা, গানটা আমি অমূল্যকে শিখিয়ে দেব। আমি বাজাতেও জানি। ত্রেকেটে তাক্—কৎ তা তা ধিন্—বড় শক্ত বাজনা মামী। আচ্ছা, ঐ পেতলের হাঁড়ীটা একবার দাও ত, দেখিয়ে দিই—

বিন্দু। (অমূল্যকে উঠাইয়া দিয়া) যা অমূল্য, ঘরে গিয়ে পড়্‌গে যা—

অমূল্য। আরো একটু বসি না ছোটমা—

বিন্দু। না। চল—পড়বে চল—

অমূল্য। আমার এখন পড়্‌তে ভাল লাগ্‌ছে না—

বিন্দু। তা লাগবে কেন? এখন আড্ডা পেয়েছে যে! চল্—চল্—বল্‌ছি, পাজীছেলে কোথাকার—

বিন্দুবাসিনী অমূল্যর হাত ধরিয়া হিড়্‌হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন

অন্ন। বাবা নরেন, তোমার ছোটমামীর সাম্‌নে ঐ এ্যাক্টো-ট্যাক্টোগুলো আর কর না। ও রাগী মানুষ, ও ওসব ভালবাসে না।

এলো। ও! ছোটবৌ ওসব ভালবাসে না বুঝি? তাই অমন করে উঠে গেল!

অন্ন। তা হতে পারে। আরো একটা কথা বাবা, তুমি খাবে-দাবে নিজের পড়াশুনা করবে—যাতে মায়ের দুঃখ ঘোচে সেই চেষ্টা করবে, তুমি অমূল্যর সঙ্গে বেশী মিশো না বাবা। ও ছেলেমানুষ, তোমার চেয়ে অনেক ছোট—

এলো। সে ত ঠিক কথা, ও গরীবের ছেলে, ওর গরীবের মত থাকাই উচিত। তবে যদি বল্লে, ত বলি বড়বৌ, অমূল্যটিই বা তোমার কি এমন কচি খোকা, আর আমার নরেনই বা কি এমন বুড়ো? এক-আধ বছরের ছোট-বড়কে আর লোকে বড় বলে না! আর নরেন কি আমাব কখনও বড়লোকের ছেলে চোখে দেখে নি গা? এইখানে এসেই দেখ্‌লে? ওদের থিয়েটারের দলে কত রাজ-রাজড়ার ছেলে রয়েছে যে!

অন্ন। (অপ্রতিভ হইয়া) না ঠাকুরঝি, আমি ঠিক ওকথা বলি নি —আমি বল্‌ছি—

এলো। আবার কি করে বল্‌বে বড়বৌ? আমরা বোকা বলে কি এতই বোকা যে, এই সোজা কথাটাও বুঝি নে? তবে দাদা বল্‌লেন, নরেন এখানে থেকেই লেখাপড়া করবে, তাই আসা, নইলে আমাদের কি আর দিন চল্‌ছিল না?

অন্ন। ভগবান জানেন ঠাকুরঝি, আমি সে কথা বলি নি, আমি বল্‌ছি কি, এই যাতে মায়ের দুঃখকষ্ট ঘোচে, যাতে—

এলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। আর কথা ঘুরিও না বড়বৌ।

অন্ন। সত্যি বল্‌ছি ঠাকুরঝি! একটুও কথা ঘুরোই নি।

এলো। বুঝেছি—বুঝেছি। ভাত যখন দিচ্ছ, তখন বল্‌বে বৈকি!

অন্ন। ও কি কথা ঠাকুরঝি! তুমি কি আমার ভাত খাচ্ছ? ভাত ত তোমার ভাইদের। আমি বলতে যাব কেন?

এলো। আচ্ছা তাই তাই। যা নরেন, তুই বাইরে গিয়ে বস্‌গে, ঐ বড়লোকের ছেলের সঙ্গে মিশিস্ নে—

এলোকেশী নরেনকে ঘর হইতে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়া নিজেও বাহির হইয়া গেলেন। অন্নপূর্ণা পাথরের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন

বিন্দুবাসিনী চারিদিকে উঁকিঝুঁকি মারিয়া প্রবেশ করিলেন

বিন্দু। দেখ দিদি, ঐ নরেনের আওতায় আমার অমূল্য থাকলে ওর আর পড়াশুনায় মন বস্‌বে না। তোমরা সবাই আমার অমূল্যকে একটু চোখে চোখে রেখো। দেখো যেন ও নরেনের সঙ্গে বেশী মেলামেশা না করে।

অন্ন। আমার দ্বারায় তা হবে না। তোর ছেলে তুই আঁচল চাপা দিয়ে রাখিস্।

বিন্দু। বেশ তাই হবে। কিন্তু তুমি ওদের বুঝিয়ে দিও যে আমি ও সব বেহায়াপনা পছন্দ করি নে।

অন্ন। তোর ইচ্ছে হয় তুই বলিস্। আমি পারব না—

বিন্দু। কেন পারবে না শুনি ?

অন্ন। তোর চক্ষুলজ্জা নেই, কিন্তু আমার আছে।

বিন্দু। এতে আবার চক্ষুলজ্জা কি ? ন্যায্য কথা বল্‌ব তাতে ভয়টা কিসের ? আমার অমূল্য যে শেষে নরেনের মত বখাটে হবে, এ আমি কোন মতেই সইতে পারব না।

অন্ন। কিন্তু সহ্য না হলেও, সব কথা সব সময়ে বলা উচিৎ নয়— তখন কি করে চলে গেলি বল্ ত ? অমন করলে কি আর আত্মীয় কুটুম্ব নিয়ে ঘর করা যায় ? তোর জন্যে কি শেষে কুটুম-কুটুম্বিতেও বন্ধ করব ?

বিন্দু। বেশ, তুমি তোমার আত্মীয় কুটুম্ব নিয়ে মনের সুখে ঘর কর, আমি আমার ছেলে নিয়ে পালাই—

অন্ন। কোথায় পালাবি শুনি?

বিন্দু। যাবার দিন তোমায় ঠিকানা বলে যাব। ভেবো না—

প্রস্থানোদ্যত

অন্ন। সে জানি। যাতে পাঁচজনের কাছে মুখ দেখাতে পারব না, সে তুই না করেই ছাড়্‌বি না? চিরকালটা তোকে নিয়ে হাড় মাস জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল—

অন্নপূর্ণা চলিয়া যাইতেছিলেন এমন সময়ে মাধবকে দেখিয়া

না ঠাকুরপো! আর আমার সহ্য হয় না। তোমরা হয় আর কোথাও গিয়ে থাকগে—না হয় ঐ বৌটিকে বিদেয় কর, আমি আর রাখ্‌তে পারব না—তা তোমায় স্পষ্ট বলে গেলুম—

রেগে প্রস্থান

মাধব। কি গো! ব্যাপার কি? আজ আবার কি হ'ল?

বিন্দু। জানি নে। বড়গিন্নী বলেছে, দাও? আমাদের বিদেয় করে দাও?

মাধব। আহা! সে ত এমন কিছু শক্ত কাজ নয়—কিন্তু ব্যাপারটা কি তাই বল না?

বিন্দু। ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ডু! সাধ করে খাল কেটে যে কুমীর এনেছ—তা দেখে ত আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।

মাধব। খাল কেটে কুমীর এনেছি?

বিন্দু। আন নি ?

মাধব। কৈ আমার ত মনে পড়ে না ?

বিন্দু। তা পড়বে কেন ? বলি ঐ গুণধর ভাগ্নেটাকে এনেছো কি আমার অমূল্যর মাথা খাবার জন্যে ?

মাধব। ও তাই বল! নরেনের কথা বলছ ? কিন্তু ওদের ত আমি আনি নি ? এনেছ তুমি আর দাদা—

বিন্দু। ঠাকুরঝির কষ্টের কথা শুনেই তখন বঠ্‌ঠাকুরের কথায় মত দিয়েছিলাম—কিন্তু আমি কি তখন জানতাম যে ও অমন বখাটে ছেলে। লেখাপড়ার সঙ্গে খোঁজ নেই—কেবল বখামি—এই সীতার পার্ট বলে, এই সাবিত্রী সাজে, এই গান গায়, এই তব্‌লা বাজায়—অত বেহায়াপনা আমি কিন্তু সইতে পারব না—তা স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম।

মাধব। 'ভাবিতে উচিৎ ছিল প্রতীজ্ঞা যখন'। তা সেটা আমায় না জানিয়ে—দাদাকে জানাও।

বিন্দু। এ কথা আমি বঠ্‌ঠাকুরকে বলতে পারব না। তুমি ওদের বিদায় করে দাও—

মাধব। আমিও না—

বিন্দু। বেশ। তাহলে তোমরাই এখানে থাক। বড়গিন্নি ত বলেছে বিদায় করে দিতে—তাই দাও, আমাদেরই বিদায় করে দাও—

মাধব। আবাহন আর বিসর্জ্জন, এর কোনটাই আমার দ্বারায় সম্ভব নয়—ছোটগিন্নি, কোনটাই সম্ভব নয়। কিন্তু এতে তোমারই বা এত ভয় পাবার কারণ কি ? আমাদের অমূল্যকে নরেনের সঙ্গে না মিশ্‌তে দিলেই ত হ'ল ?

বিন্দু। এখন কি অমূল্য ছোটটী আছে যে, অষ্টপ্রহর তাকে চোখে

চোখে রাখ্‌ব? আমায় ত খুব উপদেশ দাও—এক হাঁড়িতে খেয়ে আর এক বাড়ীতে বাস করে কথা বন্ধ করে থাকা যায় না। কিন্তু এক বাড়ীতে বাস করে কি ওদের মেলামেশা বন্ধ করা সম্ভব?

মাধব। তা হয় ত সম্ভব নয়। কিন্তু কথাটা কি জান? নরেন যে গান বাজনা বা বথামি শিখেছে—ওটা ওর উত্তরাধিকার সূত্রে। ওর বাপ্‌ প্রিয়নাথ কোনকালেই কিছু করলে না, পৈত্রিক যা কিছু ছিল, তাই ভাঙিয়ে খেলে, আর সারাজীবন তব্‌লায় চাঁটি পিটেই কাটিয়ে দিলে! ওর জন্যে ভেবো না—ওটা ওর পৈত্রিক!

বিন্দু। হোক্‌ পৈত্রিক। কিন্তু আমি ওসব সইতে পারিও না আর পারবও না—তা তোমাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি—

মাধব। কিন্তু এ স্পষ্ট কথাটা আমায় না বলে দাদাকে বললেই ভাল হয় না কি?

বিন্দু। আমি কাউকে বল্‌তে পারব না। আমি ত বল্‌ছি—আমি আমার ছেলে নিয়ে চলে যাব—তোমরা এখানে তোমাদের বোন, ভগ্নিপতি, ভাগ্নে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক। আমোদ কর—তবলায় চাঁটি পেটো—কিন্তু আমার অমূল্য মানুষ হবে, লেখাপড়া শিখ্‌বে—তোমাদের পায়ে পড়্‌ছি—তোমরা তার পথে বাধা দিও না—তার সর্ব্বনাশ ক'রো না!

বিন্দুবাসিনী মাধবের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যেরই অনুরূপ। সময়—বেলা ৯।১০টা। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া অনেক ভিখারিণী কীর্ত্তন গাহিতেছিল। দাওয়ার উপর অন্নপূর্ণা ও উঠানের মাঝে কদম বসিয়া গান শুনিতেছিল

গান

'আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পুরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসে আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে, আর শিশু বামভাগে,
শ্রীদাম সুদাম তার পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও, সঙ্গ ছাড়া না হইও—
মাঠে বড় রিপু ভয় আছে॥
ক্ষুধা হইলে চেয়ে খাইও, পথপানে চাইয়ে যাইও
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইও কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥'

অন্ন। (গীতান্তে কদমের প্রতি) ছোটবৌকে বল চাল এনে দিতে—

একদিকে অন্নপূর্ণা ও অন্যদিকে কদম প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরেই শুদ্ধ বস্ত্র পরিহিতা বিন্দুবাসিনীকে দেখা গেল। তাঁহার হাতে একটী ছোট রেকাবি। রেকাবিতে ভিখারিণীকে দিবার জন্য চাল ও গুটী-কয়েক আলু বেগুন ইত্যাদি। তাঁহার মাথার চুল এলো করা। দেখিয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না যে তিনি সবেমাত্র স্নান করিয়া আসিয়াছেন। বিন্দুবাসিনী ভিখারিণীকে ভিক্ষা দিলেন। ভিক্ষা লইয়া ভিখারিণী প্রস্থান করিল। বিন্দুবাসিনীও ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইবেন এমন সময় ছুটিতে ছুটিতে অমূল্য প্রবেশ করিল। তাহার বগলে একটি ছাতি।

অমূল্য। ছোটমা, শিগ্‌গির একবার এসো ত? (অমূল্য পাছে ছুঁইয়া ফেলে সে জন্য বিন্দুবাসিনী পিছাইয়া গেলেন) এসো না?

বিন্দু। ওরে ছুঁস্‌ নে—ছুঁস্‌ নে, আহ্নিক করতে যাচ্ছি—

অমূল্য। আহ্নিক পরে ক'রো ছোটমা—এখন একবারটী হুকুম দিয়ে যাও—

বিন্দু। হুকুম। কিসের হুকুম রে?

অমূল্য। চুল ছাঁটার হুকুম। নইলে কৈলাসদা চুল ছেঁটে দেয় না।

বিন্দু। তুই এত সুবোধ কবে থেকে হলি রে অমূল্য? চুল ছাঁটার জন্যে হুকুম চাইছিস?—লোকে যে অন্যদিন সাধ্যি-সাধনা করে তোকে চুল ছাঁটাতে পারে না—

অমূল্য। সত্যি বলছি ছোটমা, আজ আমি চুল ছাঁটব। তুমি একবারটী কৈলাসদাকে বলে দাও। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি ডেকে আনছি—

প্রস্থানোদ্যত, পুনরায় ফিরিয়া

আজ আমার চুল ছাঁটতে আছে ত? জন্মবার নয় ত ছোটমা?

বিন্দু। না। তুই ডাক। কৈলাসকে বলে দিয়ে আমি আবার পূজো করতে যাব।

অমূল্য। আচ্ছা। তুমি দাঁড়াও। আমি এক্ষুনি ডেকে আন্‌ছি—কৈলাসদা—কৈলাসদা—

ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান

অপর দিক দিয়া অন্নপূর্ণার প্রবেশ

অন্ন। কি রে! পূজো করতে বসলি নে? এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস্‌ যে?

বিন্দু। ছেলে বায়না ধরেছে, চুল ছাঁটবে তাই—

অন্ন। সে কি রে! তোর ছেলের এত সুবুদ্ধি হ'ল কবে থেকে?

বিন্দু। কি জানি!

অন্ন। কিন্তু বেশী দেরী করিস নে। পূজোটা সেরে নিয়ে বাসি মুখে একটু জল দে—

বিন্দু। তুমি চল আমি এক্ষুনি যাচ্ছি—

অন্নপূর্ণার প্রস্থান

অপর দিক দিয়া কৈলাসকে লইয়া অমূল্যর প্রবেশ

কি রে কৈলাস—ব্যাপার কি?

কৈলাস। বড় শক্ত ফরমাস হয়েছে মা, নরেনবাবুর মত বার আনা, ছ আনা, তিন আনা, দু আনা, এক আনা ছাঁটাতে হবে, তা ওকি আমি পারব মা?

অমূল্য। খুব পারবে। এই দেখ না, (মাথা দেখাইয়া) এইখানে বার আনা, এইখানে ছ আনা, এইখানে দু আনা, আর এই ঘাড়ের কাছে একেবারে ছোট ছোট—

কৈলাস। (বিন্দুর প্রতি) দেখ দেখি মা, একি আমি পারি? এ যে আমার বাবা এলেও পারবে না—

বিন্দু হাসিতে লাগিল

অমূল্য। খুব পারবে—এত শক্ত নয় কৈলাসদা, এইখানে বার আনা, এইখানে ছ আনা—

কৈলাস। কিন্তু আমি যে সেকেলে মানুষ—আমি কি অত কায়দার ছাট জানি?

অমূল্য। জান না? আচ্ছা দাঁড়াও—আমি নরেনদাকে ডেকে আনি।

ছুটিয়া প্রস্থান

কৈলাস। এখন কি করি বল ত মা? দাদাবাবু আমার ছাতিটা পর্য্যন্ত কেড়ে রেখেছেন। পাছে আমি চলে যাই—

বিন্দু। অমূল্যর বগলে কি তোর ছাতি?

কৈলাস। হাঁ। পাছে আমি চলে যাই তাই কেড়ে নিয়েছেন।

বিন্দু। দেখ্ ও যখন বায়না ধরেছে, তখন ওকে ঠাণ্ডা করা শক্ত। তুই এক কাজ কর্—যেমনি ছাঁটিস্ তেমনি করেই ছেঁটে দে—ও ত আর দেখতে পাচ্ছে না?

কৈলাস। কিন্তু কাল আমার এবাড়ী ঢোকা শক্ত হবে—

বিন্দু। না রে না—তা আর কিছু বলবে না। সে আমি তখন বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করব।

অমূল্যর প্রবেশ

অমূল্য। না সে নেই। তাকে পেলাম না! আচ্ছা নাই থাকল। তুমি একটু দাঁড়িয়ে থেকে দেখিয়ে দাও না ছোটমা। বেশ করে দেখো কিন্তু—(মাথা দেখাইয়া) এইখানে বার আনা, এইখানে ছ আনা, এইখানে দু আনা, আর এইখানে খুব ছোট ছোট—

বিন্দু। কিন্তু আমার কি এখন দাঁড়াবার সময় আছে বাবা। আমি এখন আহ্নিক করব যে!

অমূল্য। আহ্নিক পরে করো—নইলে আমি তোমায় ছুঁয়ে দেব—

বিন্দু। আচ্ছা আমি কৈলাসকে বলে দিচ্ছি—সে ঠিক করে ছেঁটে দেবে—তুমি বারদালানে গিয়ে চুল ছাঁটগে, আমি ততক্ষণ পূজোটা সেরে নি—

অমূল্য। কিন্তু কৈলাসদা যদি খারাপ করে দেয়?

বিন্দু। না রে না। খারাপ করে দেবে না। আমি বলে দিচ্ছি।

(কৈলাসের প্রতি ইসারা করিয়া) দেখ্‌ কৈলাস, তোর দাদাবাবুর চুলকটা একটু ধরে বসে নরেনের মতন করেই ছেঁটে দিগে ত বাবা—

কৈলাস। আচ্ছা। চল দাদাবাবু! দেখি গে চেষ্টা করে—তা দাও এইবার আমার ছাতিটা দাও—

অমূল্য। হাঁ এই নাও—

কৈলাসকে ছাতি ফিরাইয়া দিল

কৈলাস। এস দাদাবাবু, এস—

কৈলাসের সহিত অমূল্য চুল ছাঁটিতে চলিয়া গেল।

অপর দিক দিয়া হাসিতে হাসিতে বিন্দুবাসিনীর প্রস্থান

ব্যস্তভাবে এলোকেশীর প্রবেশ

এলো। ভৈরব—ও ভৈরব—

ভৈরবের প্রবেশ

ভৈরব। কি পিসিমা?

এলো। নরেনকে একবার খুঁজে দেখ্‌ না বাবা। কাল সন্ধ্যায় সে বেরিয়েছে—আজ এতটা বেলা হ'ল এখনও বাড়ী এলো না—

ভৈরব। ও! নরেনবাবুর কথা বল্‌ছ? আমি যে তাঁকে দেখলাম জমিদারবাড়ীর দুর্গা-মেলায় গাওনা শুনছে—

এলো। যা না বাবা, চটু করে তাকে একবার ডেকে আন্‌গে না—

ভৈরব। আমি ডাক্‌লি তিনি আসবে ত?

এলো। আসবে—আসবে। খুব আসবে—

নেপথ্যে অমূল্য। ভৈরবদা, চুল আঁচড়াবার বুরুশটা—

ভৈরব। (উচ্চৈস্বরে) যাই দাদাবাবু। আচ্ছা পিসিমা, দাদাবাবুকে

বুরুশটা দিয়ে আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। দাদাবাবু আজ চুল ছাঁটতে বসেছে কিনা—

এলো। এখুনি যাস্ কিন্তু—

ভৈরব। হ্যাঁ গো হ্যাঁ—এখনই যাব।

প্রস্থান

অপরদিক দিয়া প্রিয়নাথের প্রবেশ

এলো। বলি, সাত সকালে আজ কোথায় বেড়িয়েছিলে?

প্রিয়। যাব আর কোন্ চুলোয়! একি উত্তরপাড়া যে গঙ্গার ধারে বসে বেশ খানিকটা মজ্‌লিশ জমাব কি বেড়িয়ে বেড়াব? আমার ত কুঁড়ে বদনাম আছেই—কিন্তু দেখবার কিছু থাকলে তবে ত বেরুব! এতদিন এখানে এসেছি, তার মধ্যে আজ তবু একটু সময় কাটাবার মত কিছু পেলাম বটে। হ্যাঁ গাইয়ে বটে। যেমন তান-লয়ে জ্ঞান, তেমনি গলা—যেন মিছ্‌রীর দানা!

এলো। মিছরীতে তোমার মুখ মিষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু আমার যে ক্রমশঃই তেতো হয়ে উঠ্‌ছে—এতটা বেলা হ'ল ছেলেটা যে এখনও ফির্‌ল না—

প্রিয়। ও! নরেন? সে ত টপ্ শুন্‌ছে—

এলো। তা ত শুন্‌ছে। কিন্তু আসবার সময় অমনি তাকে ডেকে আন্‌তে পারলে না?

প্রিয়। অমন গান ছেড়ে কি আর আসা যায়? আহা! কি গলা! বুঝ্‌লে—নরেনের আমাদের বেশ তাল জ্ঞান আছে। পেছনে বসে দেখলাম ত? দিব্যি তালে তালে মাথা নাড়্‌ছে—

এলো। ঝাঁটা মারি তোমার বুদ্ধির মাথায়! তাল দিচ্ছে! এদিকে যে আমার তাল সামলাতে সামলাতে প্রাণ যায়!

প্রিয়। কেন? কি হ'ল আবার।

এলো। বার বার বলেছি না যে এ বাড়ীতে গান-বাজনা কেউ পছন্দ করে না। তোমার জন্যেই আমার সব গেল। তোমার কাছে মিছিমিছি পড়ে না থেকে, এখানে থাকলে আজ আমি বাজার মা। আমার অমন সোনার চাঁদ নরেনকে ফেলে কি আর ঐ কাল ভূতের মতন ছেলেটাকে ছোটবৌ—

প্রিয়। এঁ্যা! কি বল্লে।—কাল ভূতের মতন ছেলেটাকে ছোটবৌ—

এলো। যাক—গরীবের ভগবান আছেন।

প্রিয়। হাঁ—তা আছেন—

সহসা অন্নপূর্ণাকে আসিতে দেখিয়া

আচ্ছা বৌঠান, আপনারা নাকি গান বাজনা পছন্দ করেন না?

অন্নপূর্ণার প্রবেশ

অন্ন। কে বললে? না না, আমি খুব পছন্দ করি—

প্রিয়। (এলোকেশীর প্রতি) কৈ গো। তুমি যে বললে পছন্দ করেন না, এই ত বৌঠান বলছেন, খুব পছন্দ করেন।

অন্ন। গান বাজনা যে আমরা অপছন্দ করি না তা নয় ঠাকুর-জামাই, তবে কি জান, সব জিনিষেরই ত একটা সময় আছে—

প্রিয়। নিশ্চয়। আছে বৈকি! এই ধরুন এখন যে এতটা বেলা হ'ল, এখন যদি কেউ একটা ভৈরবী সুরের গান ধরে তাহলে কি সেটা ভাল লাগে?

অন্ন। তা ত বটেই।

প্রিয়। তবে হাঁ, আপনাদের দেশে এসে আজ তবু খানিকটা গান

শুন্‌লাম বটে। ঐ যে জমীদার বাড়ী টপ্‌ওয়ালীটা এসেছে না? আহা! কি গলা!—সেই কথাই আপনার ননদকে এতক্ষণ বোঝাচ্ছিলাম, নরেনও শুনছে।—সে যে সেই কাল রাত্তিরে আসরে গিয়ে বসেছে—আজও ঠিক ঠায় তেমনই বসে আছে। বুঝলেন বোঠান, সত্যিকার সমঝ্‌দার হলে উঠে আসবার জো কি?

অন্ন। নরেন কাল রাত থেকে এখনও গান শুনছে! ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে যে!

এলো। না না, কাল যায়নি ত, আজই সকালে গেছে—তাও ভৈরবকে পাঠিয়ে দিয়েছি ডেকে আনবার জন্যে—

অন্ন। অমূল্য কোথায় ঠাকুরঝি?

এলো। সে বুঝি ওখানে চুল ছাঁট্‌ছে—

অন্ন। চুল ছাঁট্‌তে ত অনেকক্ষণ বসেছে—এখনও হয় নি?—দেখি গে—এখুনি হয় ত ছোটবৌ আবার চেঁচামেচি করবে—

প্রস্থান

এলো। বলি, তোমার জন্যে কি আমার কোন চুলোয় গিয়ে শান্তি নেই—নরেন যে কাল থেকে গান শুন্‌ছে—এ কথাটা কি না বললেই চল্‌ছিল না? কথাটা কি পেটের ভেতর খোঁচাচ্ছিল? তোমাকে নিয়ে আর পারি না—মরণটা হলে বাঁচি—

রেগে প্রস্থান

প্রিয়। ভুত্তোর ছাই! সোজা কথাটা ঘুরিয়ে বল্‌তে পারি নি বলে দোষ হয়ে গেল!

চিন্তিতভাবে অপর দিক দিয়া প্রস্থান

চুল ছাঁটিয়া ব্যস্তভাবে অমূল্যর প্রবেশ। পশ্চাতে অন্নপূর্ণা

অন্ন। ওরে হয়েছে—হয়েছে—ঠিক হয়েছে।

অমূল্য। ছাই হয়েছে। তুমি কিচ্ছু বোঝ না—ছোটমা—ছোটমা—

ব্যস্তভাবে বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ

বিন্দু। কি রে! কি হ'ল?

অমূল্যর চুল ছাঁটা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন

অমূল্য। কিচ্ছু হয় নি ছোটমা। দেখ না সব খারাপ করে দিয়েছে। কাল তাকে আমি মেরেই ফেলব।

বিন্দু। (হাসিয়া) কেন? খুব খারাপ হয় নি ত?

অমূল্য। না হয় নি বৈকি! দেখ না—দেখ না—তুমি কি কাণা? চোখে দেখ্‌তে পাও না?

কাঁদিয়া ফেলিল

অন্ন। তার আর কি হবে, কাল আবার ঠিক করে কেটে দিতে বল্‌ব।

অমূল্য। (আরো রাগিয়া) কাল কি করে বার আনা হবে? (মাথা দেখাইয়া) এখানে চুল কৈ?

অন্ন। বার আনা না হোক্, আট আনা দশ আনা ত হতে পারবে?

অমূল্য। ছাই হবে। আট আনা দশ আনা কি ফ্যাশান? নরেনদাকে জিজ্ঞেস কর না—বার আনা চাই। তোমাদের জন্যেই ত এরকম হ'ল!

অন্ন। তার আর কি হবে। চল্ এখন নেয়ে ধুয়ে খাবি চল্—

অমূল্য। খাব না ত? কিচ্ছু খাব না—কিচ্ছু খাব না—

বেগে প্রস্থান

অন্ন। (হাসিয়া) তোর ছেলের টেরি বাগাবার সখ হ'ল কবে থেকে রে?

বিন্দু। দিদি, তুচ্ছ কথা তাই হাসছি বটে, কিন্তু ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে—সব জিনিষের সুরু এম্‌নি করেই হয়—

অন্ন। সত্যি, কিন্তু কি করব বল্‌। জানি সব জানি। কিন্তু কি করে ওদের বলি বল্‌ যে তোমাদের এখানে আর থাকা হবে না। আমি ত তোকে তখনই বলেছিলাম এলোকেশী ঠাকুরঝির কথা। কিন্তু তুই যে তখন—

বিন্দু। কিন্তু কি করে জানব দিদি, বঠ্‌ঠাকুরের ইচ্ছে দেখেই—

এলোকেশীর প্রবেশ

অন্ন। (এলোকেশীর প্রতি) নরেন এসেছে ?

এলো। হাঁ। এসেছে ত অনেকক্ষণ এসেছে।

অন্ন। কিন্তু কৈ এখনও খেতে এলো না যে ?

এলো। অমূল্যর হয় নি কি না ? তাই আমায় বল্লে, মা আজ আমরা দুই ভায়ে একসঙ্গে খাব—

অন্ন। তা নরেনকে ডাক ঠাকুরঝি—একসঙ্গেই ওদের বেড়ে দি—

এলো। যাই—নরেন ও নরেন—

ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান

অন্ন। আজ কি হয়েছে জানিস্‌ ? কাল রাত থেকে নরেন জমীদার বাড়ীতে ঢপ্‌ শুনেছে—আজ কথায় কথায় ঠাকুরজামাই যেই সে কথাটা বলে ফেলেছে—আর অম্‌নি সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরঝি ছেলের দোষ ঢেকে নিলে !

বিন্দু। নিক্‌। কিন্তু একদিন বুঝ্‌বে। ছেলেকে অম্‌নি করে অধঃপাতে দেওয়ার ফল ! দেখি গে অমূল্য কোথায় গেল।—তুমি কিন্তু ওদের একসঙ্গে খাওয়ার ব্যবস্থা ক'র না।

বিন্দুবাসিনীর প্রস্থান

ভৈরবের প্রবেশ

ভৈরব। পিসিমা কোথায় বড়মা?

অন্ন। এখানেই কোথায় গেছে।—কেন রে?

ভৈরব। নরেন দাদাবাবু সেই কাল থেকে ঠায় বসে টপ্ শুন্‌ছে—পিসিমা বল্‌লে ডাক্‌তে—কতবার বললাম কিন্তু কিছুতেই এলো না।

এলোকেশীর প্রবেশ। হাতে তেলের বাটী ও চিরুণী

এই যে পিসিমা, নরেন দাদাবাবু কিছুতেই আসর ছেড়ে উঠ্‌লো না। কত করে বল্‌লাম—

এলো। আচ্ছা আচ্ছা, তুই যা—

ভৈরবের প্রস্থান

এমন গান পাগ্‌লা ছেলেও কখন দেখি নি। বুঝ্‌লে বড়বৌ, এইমাত্র একবার এলো খাব বলে—আবার ছুটে গিয়েছে গান শুন্‌তে—তাই আবার ভৈরবকে পাঠিয়েছিলুম ডাক্‌তে—যাক—

সহসা বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ

এলো। এই যে এস ছোটবৌ! আজ তোমার চুল কটা বেঁধে দিই। অমন মেঘের মত চুল কিন্তু কোনদিন বাধতে দেখলুম না। আজ জমিদার বাড়ীর মেয়েরা আসবে বেড়াতে। এস, মাথাটা বেঁধে দিই—

বিন্দু। না ঠাকুরঝি, আমায় মাথায় কাপড় থাকে না, ছেলে বড় হয়েছে—দেখ্‌তে পাবে।

এলো। ও আবার কি কথা ছোটবৌ? ছেলে বড় হয়েছে বলে এয়োস্ত্রী মানুষ চুল বাঁধবে না? আমার নরেন্দ্রনাথ শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে অমূল্যর চেয়ে আরো দু-মাস বছরেকের বড়, তাই বলে কি আমি মাথা বাঁধা ছেড়ে দেব?

বিন্দু। (হাসিয়া) তুমি ছাড়্‌বে কেন ঠাকুরঝি, নরেন বরাবর দেখে আস্‌ছে, ওর কথা আলাদা। কিন্তু অমূল্য হঠাৎ আজ আমার মাথায় খোঁপা দেখলে হাঁ করে চেয়ে থাকবে! হয় ত চেঁচামেচি করবে—ছি ছি, সে ভারী লজ্জার কথা!

অন্ন। হাঁারে ছোট, তোর কি শরীর খারাপ হয়েছে? চোখ ছল্ ছল্ করছে কেন রে? আয ত তোর গা-টা দেখি—

বিন্দু। বোকো না দিদি, কি রোজ রোজ গা দেখবে? আমি কি কচি খুকী, অসুখ করলে টের পাব না?

অন্ন। না, তুই বুড়ী। কাছে আয় দিকি; ভাদ্দর-আশ্বিন মাস, দিনকাল বড় খারাপ।

বিন্দু। কক্ষনো যাব না। বল্‌ছি কিছু হয় নি, ভালই আছি, তবু বল্‌বে কাছে আয়—

অন্ন। দেখিস্—ভাঁড়াস নে যেন।

প্রস্থান

এলো। বড়বৌয়ের যেন একটু বায়ের ছিট্ আছে? না?

বিন্দু। ঐ রকম ছিট্ যেন সকলের থাকে ঠাকুরঝি। ঐ যে দিদি যাচ্ছেন—ওঁকে ডাকি (অন্নপূর্ণাকে ডাকিয়া) দিদি শোন, শোন— হাস্য

অন্নপূর্ণার প্রবেশ

খোঁপা বাঁধ্‌বে?

অন্ন। ও বুঝেছি। (হাসিয়া এলোকেশীর প্রতি) জান ঠাকুরঝি, আমি ওকে কত বলেছি। কিন্তু ওকে বলা মিছে। অত চুল—তা বাঁধবে না। অত কাপড় গয়না—তা পরবে না। অত রূপ—তা একবার

চেয়ে দেখবে না ! ওর যেন সবই ছিষ্টিছাড়া মতিবুদ্ধি ! ছেলেটাও হচ্ছে—তেম্‌নি। সেদিন অমূল্য আমাকে কি বল্‌লে জানিস্‌ ছোটবৌ ? বলে কাপড় জামা প'রে কি হয় ? ছোটমারও ত অত আছে কিন্তু পরে কি ?

বিন্দু। তবেই দেখ দিদি। ছেলেকে দশের একজন করে তুল্‌তে হ'লে মায়ের এ রকম ছিষ্টিছাড়া মতিবুদ্ধির দরকার কি না ! ততদিন যদি বেঁচে থাক দিদি, তাহলে দেখ্‌তে পাবে, দেশের লোক দেখিয়ে বল্‌বে ঐ অমূল্যর মা—

অন্ন। সেই জন্যেই ত তোর ছেলের সম্বন্ধে আমরা কোন কথা কই নে। ভগবান তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, কিন্তু ঐ ছেলে যে আবার বড় হয়ে দশের একজন হবে, অত আশা আমরা মনে ঠাঁই দিই না—

বিন্দু। (আঁচলে চোখ মুছিয়া) কিন্তু আমি ঐ একটি আশা নিয়েই বেঁচে আছি দিদি। (শিহরিয়া উঠিয়া) বাপ্‌রে ! না দিদি, ও আশায় যদি কোন দিন ঘা পড়ে, তাহলে আমি পাগল হয়ে যাব।

এলো। তা হোক্‌ ছোটবৌ, এস আজকে তোমার—

বিন্দু। না ঠাকুরঝি, আজকে বরং দিদির মাথাটাই বেঁধে দাও—এ বাড়ীতে এসে পর্য্যন্ত আমি কখ্‌খন দেখি নি—

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান

এলো। ও আবার কি রকম কথা বড়বৌ ! ছেলে বড় হ'লে চুল বাঁধে না এমন কথাও ত কখন শুনি নি !

অন্ন। কি করব বল ঠাকুরঝি ! কিন্তু ছেলেকে সত্যিকারের মানুষ করে তুলতে, এত যত্ন, এত আত্তিও কারুর দেখি নি।—সেইজন্যে ভাবি, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ও যে তপস্যা সুরু করেছে—তা যেন সফল হয়, সার্থক হয়।

তৃতীয় দৃশ্য

যাদব মুখোপাধ্যায়ের বাটীর বহির্ভাগ। ভিখারিণী
গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল

গান

ও তুই সুখের দোরে খুঁড়ে মাথা
দুঃখে ডাকিস্ না।
স্নেহের আঁচল বিছায়ে দিয়ে
অত ভাবিস্ না॥
এই দুনিয়ায় ঘুর্‌ছে চাকা
সকল কাজের মাঝে—
চোখের জল রুধ্‌তে যাওয়া
তারে কি আর সাজে?
সে যে মাতিয়ে মাতায়
কাঁদিয়ে হাসায়
মানে না মায়া॥

গান চলিতেছে এমন সময় অমূল্য প্রবেশ করিয়া ভিখারিণীকে একটী পয়সা দিল।
ভিখারিণী চলিয়া গেল। অপর দিক দিয়া নরেন সিগারেট
টানিতে টানিতে প্রবেশ করিল

নরেন। ও! ঢপ্‌ওয়ালী যা গান গেয়েছে! সে তোকে কি বলব!

অমূল্য। সেদিন যে 'সীতার বনবাস' শুনেছিলাম তার চেয়েও বুঝি ভাল নরেনদা—

নরেন। সে হ'ল এক জিনিষ, আর এ হ'ল আর এক জিনিষ—

অমূল্য। এতে বুঝি যুদ্ধটুদ্ধ নেই!

নরেন। দূর বোকা! এ হ'ল ঢপ্‌। একজন বা দু'জন মেয়ে-

মানুষে গায—আর তার সঙ্গে অনেকে দোযার দেয়। আজ্‌কে আবার আর একটু পরেই—বেলা তিনটে থেকে খুব ভাল খেম্‌টা নাচ হবে। যে মেয়েলোকটা গান গাইতে এসেছে না সে ঠিক ছোটমামীর মত দেখ্‌তে—

অমূল্য। ধ্যেৎ—ছোটমার মত আর হতে হয না।

নরেন। হাঁ রে, আমি দেখে এলাম। যাবি?

অমূল্য। যাব।

নরেন। কিন্তু ছোটমামী যদি বকেন?

অমূল্য। আমি তাঁর মত নেব।

নরেন। বেশ। তবে ছোটমামীর মত নে। যাবার সময তোকে নিযে যাব।

অমূল্য। আচ্ছা। (প্রস্থানোদ্যত)

নরেন। কিন্তু তুই ও কি করে চুল ছেঁটেছিস্ রে?

অমূল্য। (ফিরিযা) কৈলাসদাকে কত করে বুঝিযে দিলাম কিন্তু সে কিছুতেই তোমার মতন করে ছেঁটে দিতে পারল না—

নরেন। আরে দূর দূর—ও একটা গেঁইয়া বুড়ো মড়া নাপিত ও ফ্যাশানের জানে কি? আমাদের উত্তরপাড়ায ও রকম করে যদি কোন নাপিত চুল ছাঁটে তাহলে ছেলেরা তার কি করে জানিস্?

অমূল্য। কি করে?

নরেন। তাহলে তার ক্ষুর আর কাঁচি কেড়ে নিযে দূর দূর করে তাড়িযে দেয—

অমূল্য। আমাদের কৈলাসদা বড্ড গরীব কিনা! ওর ঐ একটা ক্ষুর আর একটা কাঁচি, কেড়ে নিলে ও কি করে খাবে? যাক্ গে—মরুক্ গে, ফ্যাশান না হয নাই হ'ল; কিন্তু তোমায় যদি তখন পেতাম,

তাহলে কৈলাসদা তোমার দেখে ঠিক কেটে দিতে পারত—তোমায় তখন কত খুঁজলাম, তা তুমি ত তখন ছিলে না—তা আর কি হবে—

ভৈরবের প্রবেশ

ভৈরব। এই যে গো দাদাবাবু—ছোটমা তোমায় ডাক্‌তেছেন—

অমূল্য। কেন?

ভৈরব। তা জানি নে।

অমূল্য। যাচ্ছি। তুমি যাও ভৈরবদা—

ভৈরব। না না তুমি আমার সঙ্গে এস—

নরেন। (ধম্‌কাইয়া) যাচ্ছে, তুই যা না—মনিবের ওপর কথা কইতে তোর লজ্জা করে না, ভয় হয় না—

ভৈরব। তোমাকে ভয় হয় বটে! কিন্তু দাদাবাবু আমার মনিব কিনা তাই ওঁকে মোটেই ভয় না—

অমূল্য। ছিঃ ছিঃ! ও কথা কি বল্‌তে আছে নরেনদা! ভৈরবদা আমাদের আপনার জন! ওকে কি ও কথা বল্‌তে আছে? ছোটমা শুন্‌লে রাগ করবেন।

নরেন। এ্যাঁ আপনার জন না ছাই! ও ত চাকর! তুই কি রে? চাকরকে ভয় করিস্‌?

অমূল্য। নরেনদার কথায় তুমি যেন রাগ কর না ভৈরবদা—

ভৈরব। না না। উনি কে যে ওঁর কথায় রাগ করতে যাব? তা যাক্—উনি যখন ভয় দেখিয়েছে—তখন তোমায় সঙ্গে করে না নিয়ে আমি কিছুতেই যাচ্ছি নে—(অমূল্যর হাত ধরিয়া) এস—শিগ্‌গীর এসো—

অমূল্য ভৈরবের সহিত চলিয়া গেল। নরেন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া অন্য দিকে নিষ্ক্রান্ত হইল

চতুর্থ দৃশ্য

বিন্দুবাসিনী উঠানের মাঝে অমূল্যর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিলেন এমন সময় মাধব ঘর হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

মাধব। কি গো! এই দুপুর রোদে উঠোনের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে?

বিন্দু। ভৈরবকে পাঠিয়েছি অমূল্যকে ডেকে আনবার জন্যে, তাই। পরশু রাত্তিরে ঠাণ্ডা লাগিয়ে সারারাত যাত্রা শুনেছে—আজ আবার তোমার গুণধর ভাগ্নেটীর সঙ্গে না ঐ ছাইপাঁশ গান শুন্‌তে যায়—

মাধব। তা আর রোদে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ পুড়্‌বে। যাও ঘরে যাও —ভৈরব তাকে নিয়ে আসবে এখন—

বিন্দু। তুমি ত নিশ্চিন্দি হয়ে বললে! কিন্তু আমি ত দেখছি— নরেনের সঙ্গে গান শোনার জন্যে কদিন ধরে ওর যা ঝোঁক হয়েছে। সেদিন যাত্রা শুনতে আমি ত কিছুতেই যেতে দেব না। তারপর কান্না। তখন কত করে বোঝালাম যে তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেব, শেষে বলে কাকা হয় ত যাবেন না। নয় ত কত বেলায় যাবেন, তারপর অনেক করে বুঝিয়ে যখন বললাম আচ্ছা ভৈরবের সঙ্গে পাঠিয়ে দেব। তবে ঠাণ্ডা হয়।

মাধব। আহা কি ঠাণ্ডাই হয়েছিল! তোমার চাঁদ-চাওয়া ছেলে অত সহজে যদি ঠাণ্ডা হ'ত, তাহলে আর ভাবনা ছিল না—

অদূরে অমূল্যকে দেখিয়া

ঐ নাও, তোমার গুণধর আস্‌ছেন—

ভৈরবের সহিত অমূল্যর প্রবেশ

বিন্দু। এতক্ষণ কোথায় ছিল রে ভৈরব?

ভৈরব। নরেন দাদাবাবুর সঙ্গে খেলা করছিল।

অমূল্য। (ভৈরবের প্রতি) মিথ্যুক্ খেলা করছিলুম? না ছোটমা, আমি খেলা করি নি—

বিন্দু। আচ্ছা তুই তোর কাজে যা ভৈরব।

ভৈরবের প্রস্থান

তোকে না বারণ করে দিয়েছি—নরেনের সঙ্গে মিশ্‌বি না? তুই কেন্ ওর সঙ্গে গিয়েছিলি কেন?

অমূল্য। বা রে! আমি কি গিয়েছিলুম? আমি ছিলুম, নরেনদাই ত ওখানে এলো—

মাধব। কি রে অমূল্য, সেদিন যাত্রা শুন্‌তে গিয়েছিলি ত?

অমূল্য। হাঁ। কৈ গেলেন না আপনি?

মাধব। না। আমার আর যাওয়া হয়ে উঠ্‌ল না।

বিন্দু। সেদিন কেমন দেখ্‌লি রে?

অমূল্য। বেশ যাত্রা ছোটমা। কাকা, আজ আবার একটু পরেই চমৎকার থ্যাম্‌টার নাচ হবে! কলকাতা থেকে দু'জন এসেছে। নরেনদা বলছিল—নরেনদা তাদের দেখেছে। ঠিক ছোটমার মত, খুব ভাল দেখ্‌তে—তারা নাচবে, বাবাকেও বলে এলাম—

মাধব। তাই না কি!

বিন্দুর প্রতি কটাক্ষ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন

বিন্দু। শুন্‌লে! সাধে কি আর মিশতে বারণ করি? তোমার গুণধর ভাগ্নের কথা শুনলে ত? (অমূল্যকে ধম্‌কাইয়া) তুই ওর সঙ্গে আর যাবি না—হারামজাদা বজ্জাত! কে বললে আমার মত? নরেন?

অমূল্য। (সভয়ে) হাঁ, সে দেখেছে যে!

বিন্দু। নরেন কোথায়?

অমল্য। ঐখানে বাইরে বাড়ীতে—

বিন্দু। দাঁড়াও, ভৈরবকে দিয়ে তাকে আগে ডেকে পাঠাই—তারপর হচ্ছে।

মাধব। আহা। পাগল হয়েছ তুমি? শুনছ—দাদা শুনেছেন, না না, আর এ নিয়ে গোলমাল ক'র না।

প্রস্থান

বিন্দু চলিয়া যাইতেছিল অমূল্য তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল

অমল্য। আমি কিন্তু যাব ছোটমা।

বিন্দু। (রাগিয়া) যাবে বৈকি? হাত পা বেঁধে আজ ঘরে পুরে রাখ্‌ব। পাজী ছেলে কোথাকার—

ঘরের ভিতর প্রস্থান

অমূল্য বাদ কাঁদ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল

অন্নপূর্ণার প্রবেশ

অন্ন। কি রে অমূল্য। চুপ্‌টী করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস্ যে?

অমল্য। তুমি মাকে বল না, পূজো বাড়ীতে নাচ দেখতে যাব। খুব ভাল নাচ হবে! একবারটী দেখেই ফিরে আস্‌ব—

অন্ন। তা তোর মাকে জিজ্ঞেস করগে না?

অমূল্য। তুমি না বললে মা আজ আর যেতে দেবে না। এক্ষুনি ফিরে আসব, তুমি বল যাই

অন্ন। না রে না। সে রাগী মানুষ, তুই তাকেই বল্‌গে যা—

অমূল্য অন্নপূর্ণার আঁচল চাপিয়া ধরিয়া বলিল:

অমূল্য। তুমি ছোটমাকে ব'লো না। আমি নরেনদার সঙ্গে যাই—এক্ষুনি ফিরে আসব--

অন্ন। তা নরেনের সঙ্গে যদি যাস্ ত—

অমূল্য সম্পূর্ণ আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই আঁচল ছাড়িয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল ও ঘরের ভিতর হইতে বিন্দুর প্রবেশ

বিন্দু। অমূল্য কোথায় গেল ?

অন্ন। কি নাচ হবে, নরেনের সঙ্গে তাই দেখতে গেল—এখুনি আসবে—

বিন্দু। তা ত আসবে, কিন্তু ওকে যেতে বল্লে কে ?

অন্নপূর্ণা কোন উত্তর দিলেন না

কি চুপ করে রইলে যে ! বল ওকে কে যেতে বলেছে ? তুমি ?

অন্ন। (ভয়ে) বল্লে, এক্ষুনি আসবে—

বিন্দু। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) আমি তোমার ওপর রাগ করছি নে দিদি, কিন্তু এখানে আর আমার থাকা চল্‌বে না। অমূল্য তাহলে একেবারে বিগ্‌ড়ে যাবে। আমি যদি মানা না করতুম তাহলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু বারণ করা সত্ত্বেও এত বড় দুঃসাহস ওর হ'ল কি করে ? আমি শুধু তাই ভাব্‌ছি। না দিদি, এতদিন ওর এসব ছিল না। আমি বরং কলকাতায় বাড়ী ভাড়া করে থাকব—সেও ভাল। কিন্তু এক ছেলে, আর সেই ছেলে যে বয়ে যাবে আর তাকে নিয়ে সারা জীবন চোখের জলে ভাসতে হবে, সে আমি পারব না।

অন্ন। তোরা চলে গেলে আমিই বা কি করে একলা থাকব বল্‌ ?

বিন্দু। কি করে থাকবে সে তুমি জান। আমি যা করব তা তোমাকে বলে দিলুম। বড় মন্দ ছেলে ঐ নরেন—

অন্ন। মনে কর্, ওরা যদি দু'টী ভাই হ'ত, তা হলে কি কত্তিস্ ?

বিন্দু। তা হলে চাকর দিয়ে হাত পা বেঁধে জলবিছুটী দিয়ে বাড়ী থেকে দূর করে দিতুম। তা ছাড়া 'যদি' নিয়ে কাজ হয় না দিদি, ওদের তুমি ছাড়।

অন্ন। ছাড়া না ছাড়া কি আমার হাতে ছোটবৌ? যে ওদের এনেছে, তাকে বল্‌গে না—আমাকে মিথ্যে গঞ্জনা দিস্‌ নে।

বিন্দু। এসব কথা বঠ্‌ঠাকুরকে বল্‌ব কি করে?

অন্ন। যেমন করে সব কথা বলিস্‌, তেমনি করে বল্‌গে—

বিন্দু। ন্যাকা বুঝিয়ো না দিদি, আমারো সাতাশ-আটাশ বছর বয়স হতে চল্‌ল। এ বাড়ীর দাসী-চাকর নিয়ে কথা নয়, কথা আত্মীয়-স্বজন নিয়ে। তুমি বেঁচে থাক্‌তে এসব কথায় কথা বল্‌তে গেলে বঠ্‌ঠাকুর রাগ করবেন না?

অন্ন। রাগ নিশ্চয়ই করবেন, কিন্তু আমি বল্‌লে আমার মুখ দেখবেন না। হাজার হই আমরা পর, ওরা ভাই-বোন, সেটা দেখিস্‌ না কেন? তা ছাড়া আমি বুড়ো মাগী, এই তুচ্ছ কথা নিয়ে নেচে বেড়ালে লোকে পাগল বল্‌বে না?

অমূল্যর কয়েকটা ময়লা জামা-কাপড় লইয়া কদম প্রবেশ করিল

কদম। দেখ ত ছোটমা, দাদাবাবুর এই জামা-কাপড়গুলো কি সবই কাচতে যাবে?

বিন্দু। হাঁ সবই যাবে—

অন্ন। (কদমের প্রতি) ধোপা এসেছে?

কদম। হাঁ।

অন্ন। অম্‌নি আমার ঘরের কাপড়গুলো দিয়ে দিস্‌ কদম—

কদম। আচ্ছা মা—

প্রস্থানোদ্যত

বিন্দু। ওরে কদম, এই দিকে আয়। দেখি ওর জামার পকেটগুলো—পেন্‌সিল্‌-টেনসিল্‌গুলো ওর পকেটেই থাকে। ওগুলো আবার ধোপার বাড়ী না চলে যায়—

কদম কয়েকটা জামা বিন্দুর হাতে দিল ও নিজে কয়েকটা জামার পকেট দেখিতে লাগিল। সহসা ছোট ছোট কয়েকটি পোড়া সিগারেটের টুক্‌রা বিন্দুর হাতে ঠেকিল। পকেট হইতে সেগুলি বাহির করিয়া—

বিন্দু। এ কি!

অন্ন। কি হয়েছে রে?

বিন্দু। তুই যা কদম, ধোপাকে কাপড়গুলো দিয়ে দিগে—

কদমের প্রস্থান

(পোড়া সিগারেটগুলি হাতে লইয়া অন্নপূর্ণাকে দেখাইয়া) অমূল্যর জামার পকেট থেকে বেরুল—

অন্ন। (সবিস্ময়ে) সে কি রে! সিগারেট!

বিন্দু। তোমার দু'টী পায়ে পড়ি দিদি, ওদের বিদেয় কর, না হয় আমাদের আর কোথাও পাঠিয়ে দাও—

অন্ন। কি করি বল্? আমার যে কোন উপায় নেই! কিন্তু এইবারটী মাপ কর বোন্। অমূল্য ত তোরই ছেলে—বরং তুই তাকে আড়ালে ডেকে ধম্‌কে দে—

বিন্দু। আমার যে ছেলে নয়, সে কথা আমিও জানি, তুমিও জান। মিছিমিছি কতকগুলো কথা বাড়িয়ে আর দরকার কি দিদি?

অন্ন। আমি নয়—তুই তার মা, আমি ত তোকেই দিয়েছি বোন।

বিন্দু। যখন ছোট ছিল, খাইয়েছি, পরিয়েছি। এখন বড় হয়েছে, তোমাদের ছেলে তোমরা নাও—আমাকে রেহাই দাও—

প্রস্থানোদ্যত এমন সময় ভৈরব আসিয়া খবর দিল

ভৈরব। ছোটমা, মাষ্টারম'শায় এসেছেন দাদাবাবুকে পড়াতে—

বিন্দু। মাষ্টার এলো পড়াতে—আর ছেলে গেলো নাচ্ দেখতে!

অন্ন। মাষ্টারম'শাযকে আজকে যেতে বল্ ভৈরব। বলে দে—দাদাবাবু আজ বাড়ী নেই—

ভৈরব। আচ্ছা—

প্রস্থানোদ্যত

বিন্দু। না। তুই মাষ্টারম'শাযকে আমাব কাছে ডেকে দে—আর দেখ্ অমূল্য জমীদার বাড়ী নাচ দেখতে গেছে—তাকে ডেকে আন্‌গে—বল্‌বি ছোটমা ডাক্‌ছেন—

ভৈরবের প্রস্থান

অন্ন। কিন্তু আমার কথাটা রাখ্ ছোটবৌ, এই নিযে আব যেন পাঁচ কাণ কবিস্ নে—

বিন্দু। না না—তুমি তোমার কাজে যাও—ছেলে কি করে মানুষ করতে হয না হয, সে আমি জানি। কাল থেকে মাষ্টারকে নতুন বাড়ীতে যেতে বলে দেব—

অন্নপূর্ণা চলিয়া গেলেন

মাষ্টারম'শায়ের প্রবেশ

মাষ্টার। আমাকে ডেকেছেন ছোটমা ?

বিন্দু। হাঁ। দেখুন আজ অমূল্য বাড়ী নেই। আজ আর সে পড়বে না। আব কাল থেকে আমাদের যে নতুন বাড়ী হযেছে না, অমূল্যকে আপনি সেখানে গিযে পড়াবেন।

মাষ্টার। যে আজ্ঞে—

প্রস্থানোদ্যত

বিন্দু। আব শুনুন, (মাষ্টার ফিরিলেন) আপনার ছাত্রটী আজকাল পড়ে কেমন ?

মাষ্টার। লেখাপড়ায় সে ত বরাবরই ভাল, প্রতিবারেই ত প্রথম হয়—

বিন্দু। তা ত হয়। কিন্তু আজকাল সে যে চুরুট খেতে শিখেছে—

মাষ্টার। (বিস্মিত হইয়া) চুরুট খেতে শিখেছে ? কিন্তু আশ্চর্য্য নয় মা, ছেলেরা সমস্তই দেখাদেখি শেখে !

বিন্দু। কিন্তু কার দেখে শিখেছে ?

মাষ্টার। সে কথা কেমন করে বলব মা ?

বিন্দু। বঠ্ ঠাকুরকে ওকথা জানাবেন।

মাষ্টার। যে আজ্ঞে। আর দেখুন না, আজ এই পাঁচ-সাত দিন আগের কথা—ইস্কুলের পথে এক উড়ে মালীর বাগানে ঢুকে, তার অসময়ের আম পেড়ে, গাছ ভেঙে, তাকে মার-ধোর করে এক কাণ্ড করেছে—

বিন্দু। সেকি ! অমূল্য ?

মাষ্টার আজ্ঞে হাঁ।

বিন্দু। তার পর ?

মাষ্টার উড়ে হেড্ মাষ্টারকে বলে দেয়, তিনি দশটাকা জরিমানা করিয়ে, তাকে তা দিয়ে শান্ত করেন।

বিন্দু। আমার অমূল্য ছিল ? আপনি ঠিক জানেন ?

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ।

বিন্দু। কিন্তু সে টাকা পাবে কোথায় ?

মাষ্টার। তা জানি নে। কিন্তু সেও ছিল আর এবাড়ীর নরেন বলে ছেলেটীও ছিল। আরও তিন-চারটী ইস্কুলের বদমাস বখাটে ছেলে ছিল—একথা আমি হেড্ মাষ্টার ম'শায়ের কাছেই শুনেছি।

বিন্দু। কিন্তু জরিমানার টাকাও কি আদায় হয়ে গেছে ?

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ, তাও শুনেছি।

বিন্দু। আচ্ছা আপনি যান—

মাষ্টারের প্রস্থান

আমাকে না জানিয়ে টাকা দিলে, এত সাহস এ বাড়ীতে কার ?

অন্নপূর্ণার প্রবেশ

অন্ন। মাষ্টারকে কি নতুন বাড়ীতেই যেতে বলে দিলি ?

বিন্দু। হাঁ। কিন্তু তুমি কি এর মধ্যে অমূল্যকে টাকা দিয়েছ ?

অন্ন। (সভয়ে) কে বল্‌লে ?

বিন্দু। কে বল্‌লে সেটা দরকারী কথা নয়—দরকারী কথা, সেই বা কি বলে নিলে, আর তুমিই বা কি বলে দিলে ?

অন্নপূর্ণা নিরুত্তর রহিলেন

ও! তুমি চাও না যে আমি তাকে শাসন করি, সেইজন্যেই আমাকে লুকিয়েছে ? অমূল্য আর যাই করুক্, মিথ্যে কথা গুরুজনের কাছে বল্‌বে না, তুমি জেনে শুনেই দিয়েছ—সত্যি কি না ?

অন্ন। সত্যি। কিন্তু এইবারটী তুই তাকে মাপ্ কর বোন আমি তার হয়ে মাপ চাচ্ছি—

বিন্দু। শুধু এইবারই নয়—আজ থেকে চিরকালের জন্যেই মা' করলুম। আর বলব না। আর কথা ক'ব না। সে যে এমনি করে একটু একটু করে উচ্ছন্ন যাবে, তা সইতে পারব না! তার চেয়ে একেবারে যাক্! তোমরা কি মনে কর, আমি কিছু দেখতে পাই নে—না শুনতে পাই নে ? সেদিন ছেলেটা ঠাণ্ডায় সারারাত বারাণ্ডায় পড়ে থাকল—তোমরা দূর দূর করে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে—আর যখন সর্দ্দিজ্বর হ'ল তখন ঠাকুরঝির কাছে বল্‌লে—ছেলেটার জ্বর হ'ল ছোট' বৌয়ের জন্যে—ওযে মরে নি, এই ওর ভাগ্যি!

অন্ন। কিন্তু তুই বিশ্বাস কর বোন, আমি ও কথা মন্দ ভেবে বলি নি—

বিন্দু। আবার কি করে বল্‌বে? কিন্তু পরের কাছে কথাটা না বলে সোজাসুজি আমায় বল্‌লেই হ'ত।—ঠাকুরঝির মতন আজ তোমারও ছেলের সব দোষ ঢাক্‌তে যাওয়া দেখেই বুঝেছি—যে তোমরা চাও না, আমি ওকে শাসন করি। সব কথায় তুমি ন্যাকা সেজে বল এইবারটী মাপ কর—

এমন সময় যাদব সহসা অমূল্যকে সঙ্গে লইয়া বিন্দুবাসিনীর নিকট উপস্থিত হইলেন। যাদবকে দেখিয়া কথা বন্ধ করিয়া ঘোমটা টানিয়া বিন্দুবাসিনী একপাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন

যাদব। সত্যিই—এইবারটী তোমায় মাপ করতে হবে মা। তোমার অমতে ওর নাচ দেখ্‌তে যাওয়া উচিৎ হয় নি। আর ওর অপরাধও ও বুঝ্‌তে পেরেছে—সেজন্যে ভৈরব যখন ওকে ডেকে আন্‌ল, তখন ও ত আর তোমার সাম্‌নে একা আসতে সাহস করলে না! এক রকম জোর করেই আমাকে ধরে নিয়ে এলো—বল্‌লে, বাবা তুমি দিয়ে আসবে চল। তাই তোমার কাছে দিয়ে গেলাম। এইবারটি তুমি ওকে মাপ কর মা, ও বলেছে—এমন কাজ আর কখনও করবে না—(অমূল্যর প্রতি) তুমি তোমার ছোটমার কাছে মাপ চেয়ে নাও। আমি যাই—

প্রস্থান

অমূল্য। এইবারটী মাপ কর ছোটমা—আর কখ্‌খনও করব না—

বিন্দু। (অন্নপূর্ণার প্রতি) তোমাদের আস্কারায় ওর কি রকম বজ্জাতি বুদ্ধি হচ্ছে দেখ—আমি ডেকেছি শুনে আমার কাছে আসতে সাহস করে নি তাই বঠ্‌ঠাকুরকে সঙ্গে করে এনেছে—

অন্ন। কিন্তু ও ত মাপ চাইছে ছোটবৌ—এইবারটী ওকে মাপ কর—

বিন্দু। (অমূল্যকে ঠেলিয়া দিয়া) যা যা—এখান থেকে—

অমূল্যর প্রস্থান

মাপ করব! মাপ করব কাকে? ওর তত দোষ নয়—যত দোষ তোমার—মাপ যদি করতে হয় ত তোমাকেই করা উচিৎ কিন্তু আমি তোমাকে মাপ করব না—

অন্ন। কিন্তু কি করবি? ফাঁসি দিবি?

বিন্দু। সেই তোমার উপযুক্ত শাস্তি—

অন্ন। তা বুঝেছি। নিজের ছেলেকে দুটো টাকা দিয়েছি—এই ত অপরাধ?

বিন্দু। তাই বা দেবে কেন? নষ্ট করার জন্যে টাকা আসে কোথা থেকে?

অন্ন। টাকা তুই নষ্ট করিস্ নে?

বিন্দু। আমি করি আমার টাকা। তুমি নষ্ট কর কার টাকা শুনি?

অন্ন। তুই না হয় মস্ত বড়লোকের মেয়ে, কিন্তু তাই বলে কি আর কেউ কাউকে দুটো টাকাও দিতে পারে না? অত অহঙ্কার করিস্ নে—

বিন্দু। সে অহঙ্কার আমি করি নে, কিন্তু তুমিও ভেবে দেখো, একটা পয়সাও দিতে গেলে তুমি কার পয়সা দাও—

অন্ন। কি? কার পয়সা দিই? তোর যা মুখে আস্‌বে তাই বল্‌বি! যা—দূর হয়ে যা সাম্‌নে থেকে—'

বিন্দু। দূর আমি রাত পোহালেই হব। কিন্তু কার পয়সা খরচ কর সেটা দেখ্‌তে পাও না? কার রোজগারে খাচ্চ পর্‌ছ, সেটা জান না?

অন্ন। কি বললি? কার রোজগারে খাচ্ছি পর্‌ছি! জানি,

তোমার স্বামীর রোজগারে খাচ্ছি পরছি। আমি তোমার দাসী বাঁদী, আর উনি তোমার চাকর-বাকর। এই না তোর মনের কথা? তা একথা এতদিন বলিস্ নি কেন? কিন্তু তুই তখন কোথায় ছিলি ছোটবৌ, যখন ছোটভাইকে পড়াবার জন্যে ও দু'খানা কাপড় একসঙ্গে কিনে পড়ে নি? কোথায় ছিলি তুই, যখন ঘর পুড়ে গেলে গাছতলায় একবেলা রেঁধে খেয়ে এই পৈতৃক ভিটেটুকু খাড়া করেছিল? ও যদি জান্‌ত তোদের মনের কথা, তাহলে কখ্‌খনো এমন করে আফিঙ্ খেয়ে চোখ বুঁজে হুঁকোর নল মুখে দিয়ে আরামে দিন কাটাতে পারত না—সে লোক ও নয়। ওকে জানে তোর স্বামী, ওকে জানে স্বর্গের দেবতারা। আজ আমার ছুতো করে তুই তাঁকে অপমান কর্‌লি? (কাঁদিয়া ফেলিলেন। চোখ মুছিয়া পরে বলিলেন) বেশ ভালই হ'ল—জানিয়ে দিলি। পতিনিন্দা শুনে সতী আত্মহত্যা করেছিল, আমিও দিব্যি করছি বরং পরের বাড়ী রেঁধে খাব, তবু তোদের ভাত আর খাব না। তুই কি কর্‌লি—ওঁকে অপমান কর্‌লি!

সহসা একদিক দিয়া মাধব ও অপর দিক দিয়া যাদব প্রবেশ করিলেন

যাদব। আঃ! করছ কি বড়বৌ!

অন্ন। কি কর্‌ছি! বল্‌তে লজ্জা করে না তোমার? ছিঃ ছিঃ! যে নিজের স্ত্রীপুত্রকে খেতে দিতে পারে না—তার গলায় দড়ি জোটে না কেন?

কাঁদিতে লাগিলেন

যাদব। ছিঃ ছিঃ! চুপ কর—চুপ কর!

অন্ন। এরপরেও চুপ করব! ছোটবৌ আজ স্পষ্ট করেই বলে দিলে, আমি তার দাসী আর তুমি তার চাকর—

বিন্দু। (জিভ্ কাটিয়া নিম্নস্বরে) ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা!

অন্ন। তুমি বেঁচে থাকতেও আমার একটা পয়সা কাউকে হাতে করে তুলে দেবার অধিকার নেই—আজ আমাকে এ কথাও শুনতে হ'ল! আর আজ তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আমি এই দিব্যি কর্‌ছি যে—ওদের ভাত খাবার আগে যেন আমি আমার ব্যাটার মাথা খাই—

যাদব। চুপ কর গো—চুপ কর—

বিন্দু। উঃ! কি বল্‌লে দিদি। কি কর্‌লে!

মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন

যাদব। ওগো ধর ধর, মা বোধহয় মূর্চ্ছা গেলেন—কদম, কদম—

মাধব প্রস্থান করিল ও ছুটিতে ছুটিতে একদিক দিয়া কদম, বামুনঠাক্‌রুণ ও অপরদিক দিয়া অমূল্যর প্রবেশ

অমূল্য। ছোটমা—ছোটমা—

অমূল্য বিন্দুবাসিনীর বুকের উপর আছ্‌ড়াইয়া পড়িল এবং চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল 'ছোটমা মরে গেল—ছোটমা মরে গেল'—! অমূল্যকে সকলে শান্ত করিতে চেষ্টা করিল। অমূল্য বামুনঠাক্‌রুণের হাত কাম্‌ড়াইয়া দিল। অন্নপূর্ণাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দিল

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিন্দুবাসিনীর নূতন বাড়ী। বাড়ীটি আত্মীয়-স্বজনে পরিপূর্ণ। প্রিয়নাথ, এলোকেশী ও নরেন বিন্দুর সহিত নূতন বাড়ীতেই চলিয়া আসিয়াছে। গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে বিন্দুবাসিনীর গৃহে আজ মহাধুমধাম লাগিয়া গিয়াছে। ইতস্তত লোকজনের ছুটাছুটি ও হাঁকডাকে বাড়ীটি মুখরিত। বিন্দুবাসিনী তাঁহার মাতার সহিত একটী ঘরে বসিয়াছিলেন

বিন্দুর মা। ওঁর শরীর খারাপ তাই, ও-বেলায় আস্‌তে পারি নি। বেশ বাড়ী হয়েছে। খাসা বাড়ী হয়েছে। বেঁচেবর্ত্তে থেকে—ছেলে, ছেলের বৌ নিয়ে, মনের সুখে ভোগ দখল কর—এই আশীর্ব্বাদ করি—

বিন্দু। তাই বল মা, তোমাদের আশীর্ব্বাদে অমূল্যই যেন আমার ভোগ দখল করে।

বিন্দুর মা। এদিকে খাওয়ানো দাওয়ানোর সব গোছ-গাছ হয়ে গেছে ত ?

বিন্দু। হাঁ মা, তা এক রকম হয়েছে।

বিন্দুর মা। কিন্তু তোর ছেলে কোথায় মা ? তাকে যে দেখছি নে ?

বিন্দু। সে ও-বাড়ীতে আছে।

বিন্দুর মা। এক একবার ছুটে ছুটে ওবাড়ী যায় বুঝি ?

বিন্দু। (ইতস্তত করিয়া) হাঁ। সঙ্গীরা সবই ত ওপাড়ায়—

বিন্দুর মা। তা ত হতেই পারে। হাজার হোক্ কচি ছেলে ত ? তোর জা বুঝি আসতে পারে নি এখনো ?

বিন্দু। না।

বিন্দুর মা। তা সবাই মিলে এলে, ও-বাড়ীতেই বা থাকে কে ? হাজার হোক পৈতৃক-ভিটে, তা ত আর বন্ধ করে রাখা চলে না ? তোর ভাসুর এসেছেন ?

বিন্দু। হাঁ। তিনি রোজই আসেন। আজ বোধহয় এখনও আসেন নি। ওঁরই কষ্ট হচ্ছে—রোজ আসা যাওয়া আর টানা-পড়েন করতে হচ্ছে—

বিন্দুর মা। তা হবে বৈকি ! সংসারের সব ঝক্কিই যে ওঁর মাথায়।

বিন্দু। তুমি আর দেরী ক'র না মা, এইবেলা কোথায় কি আছে দেখে শুনে নাও। আমি ত কিছু জানিও না—বুঝিও না। যা করতে হয়, তুমি একটু দেখে শুনে করে দাও গে মা।

বিন্দুর মা। যাই—

বিন্দুর মাতা ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। বিন্দুও যাইতেছিল অপর দিক দিয়া মাধবকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ফিরিল

বিন্দু। একবার দেখ না, ও-বেলা থেকে বঠ্‌ঠাকুর ত একটিবারও এলেন না ?

মাধব। তা তিনি আবার কেন ?

বিন্দু। (বিস্মিত হইয়া) তিনি কেন ? তিনি ছাড়া লোকজনকে আদর-অভ্যর্থনা করবে কে শুনি ?

মাধব। আমি, না হয় আমাদের ভগ্নিপতি প্রিয়বাবু করবেন। দাদা আসতে পারবেন না।

বিন্দু। আসতে পারবেন না বললেই হ'ল ? তিনি থাকতে কি আর কারো অধিকার আছে ? না না, সে হবে না—তিনি ছাড়া আমি কাউকে কিছু করতে দেব না।

মাধব। তা যখন দেবে না, তখন এসব বন্ধ থাক্। তিনি আস্‌তে পার্‌বেন না বাড়ী নেই, কাজে গেছেন—

প্রস্থান

বিন্দু। কাজে গেছেন ? এ সমস্তই বড়গিন্নীর মতলব! তা হলে সেও আসবে না দেখ্‌চি—

ঘরের ভিতর হইতে এলোকেশীর প্রবেশ

এলো। ভাঁড়ারের চাবিটা একবার দাও ত ছোটবৌ, ময়রা সন্দেশ নিয়ে এসেছে—

বিন্দু। ঐখানেই এখন কোথাও রাখ ঠাকুরঝি, পরে হবে।

এলো। কোথায় রাখব ছোটবৌ, চাবি দিয়ে না রাখ্‌লে যে—

বিন্দু। তবে ফেলে দাও গে—

এলো। সে কি কথা ছোটবৌ!

বিন্দু। বল্‌ছি ঐখানেই এখন না হয় কোথাও রাখ, তা নয়—

এলো। বেশ সেই ব্যবস্থাই করছি—

প্রস্থান

অপর দিক দিয়া বিন্দুর পিসিমার প্রবেশ

পিসিমা। বিন্দু, এবেলা কতগুলি ময়দা মাখ্‌বে তা যদি একবার দেখিয়ে দিতিস্—

বিন্দু। কতগুলি মাখ্‌বে তার আমি কি জানি? তোমরা গিন্নিবান্নী—তোমরা জান না?

পিসিমা। সে কি লো! এ বেলা তোদের কত লোক খাবে তার আমি কি জানি?

বিন্দু। তবে ওঁকে জিজ্ঞেস্ কর গে।—সে ছিল দিদি, অমূল্যধনের পৈতের সময় তিন দিন ধরে সহরের সমস্ত লোক খেলে, তা একবার বলে নি, যে ছোটবৌ ওটা কর্‌গে—কি সেটা দেখ্‌গে—তার একটা হাড়ের যা যোগ্যতা, এ বাড়ীর সমস্ত লোকের তা নেই—

পিসিমা। সকলে কি আর সমান খাটতে পারে মা, না সকলের ক্ষমতা সমান। তার ওপর আমরা নতুন লোক, আমাদের ত বাধ বাধ লাগবেই—

মাধবের প্রবেশ

মাধব। কিসের কি পিসিমা?

পিসিমা। এই কাজ কর্ম্মের কথা, খাটবার ক্ষমতার কথা, বিন্দু বড় মেয়ের গুছিয়ে কাজ করার কথা বলছিল, আর কি।

বিন্দু। (মাধবের প্রতি) যাও—কতটা ময়দা এ বেলা মাখা হবে দেখিয়ে দাওগে—

মাধব। আমি তার কি জানি?

বিন্দু। তুমি জান না ত কি আমি জানি?

মাধব। (হাসিয়া) ও হ্যাঁ হয়েছে, হয়েছে—চলুন পিসিমা আমি জানি, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি—

পিসিমা ও মাধবের প্রস্থান

কদম প্রবেশ করিল

কদম। পুজোর নৈবিদ্যিগুলো সেই ও বেলা থেকে পড়ে রয়েছে—এখনো পর্য্যন্ত পুরুতবাড়ী যায় নি—

বিন্দু। তোরা আমাকে খেয়ে ফ্যাল্—খেযে ফ্যাল্—যা দূর হ সব, আমার সামনে থেকে—দূর হ—

কদম ভয়ে ভয়ে চলিয়া গেল

অপর দিক দিয়া বিন্দুর মা প্রবেশ করিলেন

বিন্দুর মা। হ্যাঁরে বিন্দু, তোর কাজ—আর তুই সেই থেকে এখানে অমন করে বসে রইলি?

বিন্দু। আমি আর কি জানি? কি করব? তোমরা যা করতে হয় কর মা।

বিন্দুর মা। তা না হয় করছি—কিন্তু তোর কাজ, তুই অমন করে বসে থাকলে কি হয়? কিন্তু সত্যি বল্ দিকি বিন্দু, কি হয়েছে?

বিন্দু। কিছু হয় নি—

ভৈরবের প্রবেশ

এই যে ভৈরব, খুঁজতে গিয়েছিলি?

ভৈরব। হাঁ মা—কিন্তু তাকে পেলাম না—

বিন্দু। তাহলে বোধহয় কোথায় কোন্ ছোটলোকদের ছেলের সঙ্গে ডাং-গুলি খেল্ছে। আর কি তার প্রাণে ভয় ডর আছে?

এইবার একটা চোখ কানা হলেই—বড়গিন্নির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়! তাহলে দশ হাত বার করে খায়!—যা যেখানে পাস্ খুঁজে আন্।

ভৈরব চলিয়া যাইতেছিল বিন্দু তাহাকে ডাকিয়া কহিল :

ইস্কুলে গিয়েছিলি ?

ভৈরব। হাঁ মা, তিনি ইস্কুলে নেই—

বিন্দু। হতভাগা! ছেলেরা কি রাত্রি পর্য্যন্ত ইস্কুলে থাকে ? তুমি কি নতুন লোক ? অমনি ও বাড়ীতে গিয়ে একবার দেখ্‌তে পার নি ?

ভৈরব। বাড়ীতেও দেখে এসেছি—

বিন্দু। কি বাড়ীতেও নেই ?

ভৈরব। (ইতস্তত করিয়া) ঘরে আছেন কিন্তু এলেন না—

বিন্দু। আমি ডাক্‌ছি বলেছিলে ?

ভৈরব। হাঁ। তবু এলেন না।

বিন্দু। তবে এতক্ষণ বলছিলি নে যে ?

ভৈবব। আপনি দুঃখ করবেন তাই—

বিন্দু। হুঁ। আচ্ছা যা—

ভৈরবের প্রস্থান

ঘরের ভিতর হইতে এলোকেশী বাহির হইল

এলো। কে এলো না ছোটবৌ ?

বিন্দু। অমূল্য। কিন্তু তার আর দোষ কি ? যেমন মা, তেমনি ছেলে হবে ত ? আমারও কটু দিব্যি রইল অমন মা-ব্যাটার মুখ দর্শন করব না—

বিন্দুর মা। (এলোকেশীর প্রতি) কিন্তু ব্যাপার কি মা! আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না—

এলো। কি আর বলব মা, বাইরে থেকে সবই দেখতে ভাল! কিন্তু ভেতরে ভেতরে বনিবনা ত ছিল না কোনকালেই। তাই ছাই-চাপা আগুন দপ্ করে সেদিন জ্বলে উঠ্ল। আহা! ছেলেটার জন্যে ছোটবৌ আজ—কদিন কেঁদিয়ে মরছে—কিন্তু বড়বৌয়ের আমাদের এমন নির্মায়ার শরীর যে কদিনের মধ্যে ছেলেটাকে একবার চোখের দেখা দেখতে দিলে না গা। সংসার করতে গেলে ও রকম কথা কাটাকাটি ত হয়ই, তাই বলে কি মানুষে মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে? বলি, জায়ে জায়ে ঝগড়া হয়েছে, তা ছেলের কি হ'ল? সে একবার আসতে পারল না? ছোটবৌ বড় মিথ্যে বলে নি—যেমন মা তেম্‌নি ছেলে হবে ত! ঢের ঢের ছেলে দেখেছি বাবা, কিন্তু এমন নেমকহারাম ছেলে কখন দেখি নি।

বিন্দু। না আসুক। সে ভাল থাক্—সে সুখে থাক্—তাহলেই হ'ল—আমাকে কারুর দেখতে হবে না—

এলো। তুমি ছেলে ভালবাস ছোটবৌ, আমার নরেন্দ্রনাথকে নাও—ওকে তোমায় দিলুম। মেরে ফেল, কেটে ফেল কোনদিন কথাটি বলবার ছেলে ও নয়—তেমন সন্তান আমরা পেটে ধরি নি।

বিন্দুর মা। (হাসিয়া) ও কি একটা কথা মেয়ে! অমূল্য ওর হাড়ে মাসে জড়িয়ে আছে—না না, ওকে তোমরা অমন উতলা করে দিও না। বিন্দু, তোদের ঝগড়া দুদিনের মা, তাই বলে ছেলে কি তোর পর হয়ে যাবে?

অদূরে কদমকে দেখিয়া

বিন্দু। ঐ ত কদম আস্‌ছে—ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখ মা, সেদিন আমার কি দোষ হয়েছিল—

কদম প্রবেশ করিল

আচ্ছা কদম, তুই ত সেদিন ছিলি, তুই বল্ আমার কি এত দোষ হয়েছিল যে, উনি অত বড় দিব্যি করে ফেল্লেন ?

কদম সসঙ্কোচে মৌন রহিল

না না হাজার হোক্ তোরা বয়েসে বড়, তোদের দুটো কথা আমাকে শুনতেই হয়, তুই বল না এতে কি দোষ আমার হয়েছিল ?

কদম। না দোষ আর কি ?

বিন্দু। তবে যা না একবার ও বাড়ীতে। দুকথা বেশ করে শুনিয়ে দিয়ে আয় না—তোর ভয় কি ?

কদম। ভয় কিছু নয়—কিন্তু কাজ কি আর ঝগড়া বিবাদ করে ? যা হবার তা হয়ে গেছে—

বিন্দু। না না কদম, তুই বুঝিস্ নে, সত্যি কথা বলা ভাল। না হলে ও মনে করবে, আমারি যেন সব দোষ, তার কিছুই নেই। বার করে দেব, দূর করে দেব, এসব কথা বলে নি ও ? আমি কোনদিন তাতে রাগ করেছি ? কেন ও লুকিয়ে টাকা দিলে ! কেন একবার জানালে না ?

কদম। আচ্ছা, কাল যাব, আজ সন্ধ্যা হয়ে গেছে—

বিন্দু। সন্ধ্যা আবার কোথায় কদম, তুই—বড় কথা কাটাস্। শীতকালের বেলা বলেই অমন দেখাচ্ছে, না হয় কাউকে সঙ্গে নে না—আচ্ছা দাঁড়া, (উচ্চৈস্বরে) ওরে ও ভৈরব, শোন—

ব্যস্তভাবে ভৈরবের প্রবেশ

হেবোকে একবার ডেকে দে ত, কদমের সঙ্গে যাক্—

ভৈরব। হেবো বাতি পরিষ্কার করছে—

বিন্দু। ফের মুখের ওপর জবাব করে। যা বল্‌ছি তাই কর—

ভৈরবের প্রস্থান

হেবোকে সঙ্গে নিযে তুই যা কদম—আর দেবী কবিস্‌ নে—

কদম প্রস্থান করিল

বিন্দুর মা। আমিও একবার কদমের সঙ্গে যাই না বিন্দু, বুঝিযে-সুঝিযে বড় মেযেকে ডেকে আনি—

বিন্দু। না মা, তোমার গিযে কাজ নেই। শেষে তোমাকে কি কতকগুলো ছুট্‌বেছুট্‌ বলবে? দরকাব নেই।

এলো। কিন্তু এদিকে ত আর অপেক্ষা করা চলে না ছোটবৌ। কাজকর্ম্মেব বাড়ী। লোকজনেরা এসেছে—

বিন্দু। যাও মা, তুমি আর ঠাকুরঝি—যা ভাল হয কর। আমার আর ওসব ভাল লাগছে না—আমার সব বিষ হযে উঠেছে—

বিন্দুর মা। তা বললে কি হয মা, তোমাব বাড়ীতে পাঁচজন আজ নেমন্তন্ন খেতে এসেছে, তাদেব আদর অভ্যর্থনা—এ যে তোমাবই কাজ মা।

বিন্দু। আচ্ছা মা, তুমি আব ঠাকুরঝি যাও—আমি যাচ্ছি।

বিন্দুর মা ও এলোকেশীর প্রস্থান

অপর দিক্‌ দিয়া অন্নপূর্ণাকে সঙ্গে লইয়া মাধব প্রবেশ করিল। বিন্দু অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইল ও গলায় কাপড় দিয়া করযোড়ে কহিল :

বলি, বড়গিন্নি! আব কত শত্রুতা করবে। সকাল থেকে একটিবারও এলে না! পূজো-আচ্ছা মেনসক্ষণ একটা আছে ত? তা ছাড়া পাঁচটা লোকজন আজ খাবে, বলি আদর অনাদর অযত্ন হলে সেটা কি শুধু আমারি নিন্দে? তোমাব নয? আমি বিষ খেলে যদি তোমার

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় তাহ'লে না হয় বাড়ীতে গিয়ে তাই একবাটী পাঠিয়ে দাও—

আঁচল হইতে চাবির গোছা খুলিয়া অন্নপূর্ণার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। অন্নপূর্ণা চাবির গোছা কুড়াইয়া লইয়া মাধবের সহিত বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। অন্নপূর্ণা চাবি লওয়ায় বিন্দু যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। অপর দিক্ দিয়া বামুনঠাকরুণ প্রবেশ করিলেন

বামুনঠাকরুণ। এদিকে যে খাওয়া দাওয়ার কোন বিলি ব্যবস্থাই এখনও হয় নি মা—লোকজন সব বসে রয়েছে—

বিন্দু। কি করে হবে? গুছিয়ে কাজ করতে জানলে ত? যাক্ —বড়গিন্নি যখন দয়া করে এসে চাবি নিয়েছেন, তখন আর তোমাদের ভাবতে হবে না। (বামুনঠাকরুণ চলিয়া যাইতেছিল তাহাকে ডাকিয়া) বলি ও মেয়ে শোন, তোমাকেই আমি সাক্ষী মানছি—আচ্ছা সত্যি কথা বল ত—কার দোষ বেশী?

বামুনঠাকরুণ। কিসের মা?

বিন্দু। সেদিনের কথা গো! কি এমন বলেছিলুম আমি? শুধু বলেছিলুম, দিদি অমূল্যকে কি এর মধ্যে টাকা দিয়েছ? কে জানে না যে ছেলেদের হাতে টাকা দিতে নেই? বললেই ত হ'ত—অমূল্য কান্নাকাটি করছিল—তাই দিয়েছি, চুকে যেত। এতে এত কথাই বা ওঠে কেন, আর এমন দিব্যি-দিলেশাই বা হয় কেন? পাঁচটা ঘটি-বাটি একসঙ্গে থাকলে ঠোকাঠুকি লাগে আর এ ত মানুষ! তাই বলে এতবড় দিব্যি! ঐ একটী বংশধর তার নাম করে দিব্যি!

বামুনঠাকরুণ। যাক্ গে মা, এই নিয়ে আর পাঁচকান ক'র না। পাঁচটা লোকজন আজ বাড়ীতে এসেছে—

বিন্দু। না পাঁচকান আর কি করব? তবে আমিও তোমাকে

বল্‌ছি মেয়ে, ইহজন্মে আমি আর ওর মুখ দেখ্‌ব না। শত্রুর দিকে ফিরে চাইব ত, ওর দিকে চোখ ফেরাব না।

মাধবের প্রবেশ

মাধব। ওগো শুন্‌তে পাচ্ছ?

বিন্দু। পাচ্ছি না। আমি পারব না। পারব না, পারব না। হ'ল?

মাধব। বলি কথাটাই শোন--লোকজন খেতে বসেছে—

বিন্দু। বসুক্‌। আমি শুনতে চাই নে—(মাধবের দিকে আগাইয়া) কি করবে আমার? গলায় ফাঁসি দেবে? না হয় তাই দাও—

মাধব বিন্দুর দিকে কিছুক্ষণ বিরক্তভাবে চাহিয়া প্রস্থান করিল

আর [illegible] দিব্যি দিতে জানে? আমি জানি না? কাল যদি ও-বাড়ীতে গিয়ে বলে আসি, একবাটি বিষ পাঠিয়ে না দাও ত তোমার ওই দিব্যি রইল, তাহলে কি হয়? আমি দুদিন চুপ করে আছি, তার পরে হয় গিয়ে ঐ দিব্যি দিয়ে আসব, না হয় নিজেই একবাটী বিষ খেয়ে বলে যাব, দিদি পাঠিয়ে দিয়েছে! দেখি পাঁচজনে ওকে ছি—ছি করে কি না। ও জব্দ হয় কি না।

বামুনঠাকরুণ। ছি মা। ওসব মতলব করতে নেই—ঝগড়া বিবাদ চিরস্থায়ী হয় না—উনিও তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না, আর অমূল্যধনও পারবে না। এ ক'দিন যে সে আছে কেমন করে, আমি কেবল তাই ভাবছি।

বিন্দু। তাই বল মেয়ে। নিশ্চয়ই ও তাকে মার-ধোর করেছে—ভয় দেখিয়েছে! যে একটা রাত আমাকে না হলে ঘুমুতে পারে না, আজ পাঁচদিন চাররাত কেটে গেল!—ও মাগীর কি আর মুখ দেখতে আছে! ঐ যে বল্‌লুম শত্রুর দিকে ফিরে চাইব, ত ওর দিকে আর ইহজন্মে নয়—

বামুনঠাকরুণ। (হাত দেখাইয়া) এই দেখ মা, এখনো কালশিরে

পড়ে আছে। যে দিন তুমি ও বাড়ীতে মূর্চ্ছা গিয়েছিলে—অমূল্যধন তোমার বুকের ওপর আছ্‌ড়ে পড়ে কি কান্নাই কাঁদতে লাগল! সে ত আর তোমার অমন কখনো দেখে নি, তাই কাঁদে আর বলে, 'ছোটমা মরে গেল! ছোটমা মরে গেল!' না দেয় তোমার মুখেচোখে জল দিতে, না দেয় বাতাস কর্‌তে—আমি টান্‌তে গেলুম—আমাকে কাম্‌ড়ে দিলে! বড়মা টান্‌তে গেলেন—তাঁকে আঁচড়ে কামড়ে দিলে! লোকে রুগীর সেবা করবে কি মা, তাকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত! শেষে চার-পাঁচজন মিলে তবে অমূল্যকে টেনে নিয়ে যায়—

বিন্দু। তবেই বোঝ। যে একদণ্ড আমায় না দেখ্‌লে থাকতে পারে না—সে আজ এই কটা দিন আমায় ছেড়ে আছে কি করে? এর মধ্যে বড়গিন্নির কলকাঠি টেপা না থাক্‌লে কি এমনতর হয়?

কদমের প্রবেশ

কদম। বামুনমা, তুমি একবার ভেতরে যাও—লোকজনের খাওয়া প্রায় হয়ে এলো—বড়মা একা, পান-টান দিতে হবে—

বিন্দু। হাঁ তুমি যাও মেয়ে—সত্যি, দিদিইবা একা কত দিক্ সাম্‌লাবেন? বামুনঠাকরুণের প্রস্থান

হেবোকে সঙ্গে করে গিয়েছিল?

কদম। হাঁ মা। কিন্তু দাদাবাবু এলো না।

বিন্দু। কেন?

কদম। তা জানি নে। বড়বাবু মহাভারত পড়ছিলেন, দাদাবাবু তাই শুনছিলেন, আমি গিয়ে বড়বাবুকে বললাম যে ছোটমা পাঠিয়ে দিলেন—দাদাবাবুকে নিয়ে যাবার জন্যে—

বিন্দু। তা বঠ্‌ঠাকুর কি তাকে আসতে দিলেন না?

কদম। না। বড়বাবু দাদাবাবুকে কত করে বল্লেন—কিন্তু দাদাবাবু

বড়বাবুর কোলে সেই যে মুখ গুঁজে পড়ে রইল—আর উঠল না। তাই দেখে বড়বাবু বললেন, তুই যা করলুম, ও যখন যাবে না—তখন আর কি করব ?

বিন্দুর মা ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিলেন

বিন্দুর মা। লোকজনের খাওয়া হয়ে গেল বিন্দু। তোর জা চলে যাচ্ছে—কিচ্ছু খেলে না। একটু দই মিষ্টি খাওয়াবার জন্যে কত করে বললাম কিন্তু কিছুতেই মুখে কুটোটি কাট্‌লে না। এয়োস্ত্রী মানুষ, একটু মাছ মুখে না দিয়ে চলে যাবে—তুই একটু বল্‌বি চল মা—

বিন্দু। আপনার জা-কে কুটুম্ব বলে মনে করতে পারব না—আর তাঁর সঙ্গে কুটুম্বিতেও করতে পারব না। নিজের সংসারের অকল্যাণ নিজে করে করুক্—আমি কাউকে সাধতে পারব না—

বিন্দুর মা। কিন্তু তা বল্‌লে ত হয় না মা। এখন যখন দুদিন মন কষাকষি হয়েছে—তখন যেচে না বলাটা ভাল দেখায় না—আর তা ছাড়া তুমি যখন ছোট

বিন্দু। ছোট বলে আর অত পারি না—

দেখা গেল মাধব আলো হাতে লইয়া অন্নপূর্ণার সহিত আসিতেছেন। বিন্দু তাঁহাদের সম্মুখীন হইল, অন্নপূর্ণা চাবির গোছাটী বিন্দুর হাতে ফিরাইয়া দিলেন

বিন্দু। লোকে কথায় বলে, দেইজি শত্রু। নিজের যা মুখে এলে দশটা মিথ্যে সাজিয়ে বল্‌লে—কটু কটু করে দিব্যি করলে, চারদিন চার রাত ছেলের মুখ দেখ্‌তে দিলে না—ভগবান এর বিচার করবেন। রাগের মাথায় কে না দিব্যি করে—তাই বলে জলস্পর্শ করলে না—ছেলেটাকে পর্য্যন্ত আস্‌তে দিলে না! এইগুলো কি বড়র মত কাজ!

জার লোক আমি ছোট, বুদ্ধি কম, যদি তোমার পেটের মেয়েই হতুম কি করতে তাহলে ?

মাধব। এস বড়বৌ, আর দেরী ক'র না—

বিন্দু। ভগবান এর বিচার করবেন—ভগবান এর বিচার করবেন—

বিন্দু খাটের উপর মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন।

বিন্দুর মা। ওরে দেখ্ দেখ্ আবার বোধহয় মূর্চ্ছা গেছে—

সকলে বিন্দুকে যাইয়া ধরিয়া ফেলিল। অন্নপূর্ণাও যাইতে যাইতে ফিরিলেন

অন্ন। কি হ'ল দেখি—

মাধব। দেখতে হবে না। চল—

অন্নপূর্ণা মাধবের কথা শুনিলেন না। তিনি বিন্দুবাসিনীর নিকটে গেলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

যাদবের শয়ন কক্ষ। যাদব খাটের একদিকে বসিয়া প্রদীপের আলোয় মহাভারত পড়িতেছিলেন। পার্শ্বে অমূল্য কোলের উপর একটী বালিস তুলিয়া লইয়া তাহা শুনিতেছিল। যাদব বলিলেন :

যাদব। তোমার ছোটমা বার বার করে ডাক্‌তে পাঠালেন তোমার না যাওয়াটা বড্ড অন্যায় হ'ল—

অমূল্য। তা ছোটমা যাবার সময়ই বা নিয়ে গেলেন না কেন ?

যাদব। তুই বা গেলি নে কেন ?

অমূল্য। আমায় না বল্‌লে আমি শুধু শুধু যাব ?

যাদব। সে কি রে, তোর মা তোকে নেমন্তন্ন করবেন তবে তুই যাবি ? কিন্তু এই যে সেদিনও এক রকম জোর করেই তোর ছোটমার সঙ্গে তাঁর বাপের বাড়ী গেলি ? আমরা সবাই ত তোকে তখন যেতে

বারণ করেছিলাম। কিন্তু কৈ? তখন ত তুই আমাদের কারো কথা শুনিস্ নি—

অমূল্য। তখন ছোটমা আমায় লুকিয়ে যাবার মতলব করেছিল কেন?

যাদব। ও। তাই তুই তখন প্রমাণ করে দিলি যে, দেখ আমি সব জানতে পেরেছি?

অমূল্য লজ্জায় মুখে বালিশ চাপা দিল

নে শুয়ে পড়্ রাত হয়েছে—

অমূল্য। দিদি আগে বাড়ী আসুক, ছোটমা কি বলেছে আগে শুনি, তারপর শোব।

যাদব। তোর দিদিকে কি আর তোর ছোটমা আজ আসতে দেবেন রে?

অমূল্য। দিদি ঠিক আস্‌বে।

যাদব। ঠিক আস্‌বে কি করে জান্‌লি?

অমূল্য। আমি জানি—

পুনরায় মুখে বালিশ চাপা দিল

যাদব। কি জানিস্? বল না শুনি?

অমূল্য। জানি। বল্‌ব না।

বালিশে মুখ ঢাকিল

যাদব। কেন? বল্‌বি না কেন?

অমূল্য। না ছোটমা শুন্‌তে পেলে রাগ করবে—নরেনদা কি বলেছে জান বাবা?

যাদব। কি বলেছে রে?

। নরেনদা বলে ছোটমা নাকি রোজ চিলের ছাদের আড়ালে বসে থাকে—আমাকে দেখবার জন্যে—

যাদব। তাই নাকি ?

অমূল্য। হাঁ। তাই ত আমি আর ক'দিন নূতন বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে ইস্কুলে যাই না—

যাদব। কিন্তু তোমার জন্যে তোমার ছোটমা রোদ্দুরে কষ্ট করে ছাদের ওপর বসে থাকেন, আর তুমি অন্য পথ দিয়ে ঘুরে যাও, এ ত ভাল কথা নয়—

অমূল্য। ইস্কুলের ছুটীর পর নরেনদা রোজ ডাকে, বলে ছোটমা খাবার নিয়ে বসে আছে, খেয়ে যাবি চ—

যাদব। তা তুমি যাও না কেন ?

অমূল্য। আচ্ছা। এবার নরেনদা বল্‌লে নিশ্চয়ই যাব—

নেপথ্যে মাধব। অমূল্য দরজাটা খোল্ রে—

অমূল্য। ঐ কাকা বোধহয় দিদিকে নিয়ে এলেন! যাই বাবা, দরজাটা খুলে দিয়ে আসি—

অমূল্য বিছানা হইতে নামিয়া ছুটিয়া দরজা খুলিয়া দিতে গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই অন্নপূর্ণা ও মাধবের সহিত অমূল্যর প্রবেশ

যাদব। এই যে মাধু, আয় ভাই। সব নির্ব্বিঘ্নে মিট্‌ল ত ?

মাধব। হাঁ। তবে বৌঠান্ না গেলে হয় ত মিট্‌ত না—

অন্ন। কি গো! অমূল্য এখনো ঘুমোয় নি যে ?

যাদব। ওর চোখে কি আর ঘুম আছে ? বুঝ্‌লি মাধু, এ ক'দিন রাত্তিরে ও যা জ্বালাতন কর্‌ছে—তা আর কি বল্‌ব ?

মাধব। কিরে অমূল্য এত রাত হ'ল এখন ঘুমস্ নি কেন ?

অমূল্য বিছানার চাদরে মুখ ঢাকিল

যাদব। আমার সঙ্গে এতক্ষণ কত গল্প হচ্ছিল—বলে কি জানিস্? ওর ছোটমা নাকি ইস্কুলে যাবার সময় চিলের ছাদের আড়ালে বসে থাকে ওকে দেখবার জন্যে—তাই নাকি ও ও-পথে হাঁটা ছেড়ে দিয়েছে—

মাধব মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল

আজ অমূল্যর কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে মাধু, সাময়িক উত্তেজনায় পাকা সোনা চেনার ভুলে, আমরা গিনি সোনার কদর কর্‌লেও—পাকা তা চিরকালই খাঁটী—তাতে খাদ নেই!—যাক্ অনেক রাত হ'ল ভাই, আর দেরী ক'র না। কাজকর্ম্মের বাড়ী। চারিদিকে জিনিসপত্র বোধহয় অগোছাল হয়ে পড়ে রয়েছে—সেগুলো আবার গুটিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে ত?

মাধব। খাওয়া দাওয়া মেটার সঙ্গে সঙ্গে বৌঠান সে কাজটাও বাকী রেখে আসেন নি দাদা—

অন্ন। কাল ছোটবৌ কেমন থাকে আমায় জানিও ঠাকুরপো—

যাদব। সেকি! মার কি হয়েছে?

অন্ন। সেদিনের মত আজ আবার মূর্চ্ছা গেছল—

যাদব। বড়বৌ, মাতুলীটা তোমরা মার কাছ থেকে ছিনিয়ে নি কিন্তু কাজটা বড় ভাল কর্‌লে না! ও রোগের প্রতিষেধক—অমূল্য তাই ত মা আমার চিলের ছাদের আড়ালে বসে থাকেন! কিন্তু ছেলেও হয়েছে এমন—সেও ও-পথে হাঁটা বন্ধ করলে! চোখের দেখা তাও একবার দেখ্‌তে পান না।

মাধব। কিন্তু মনুষ্যত্বহীন মানুষের রোগ ভোগ করাও দর দাদা। নইলে সুস্থ শরীর থাক্‌লে তারা ত চিন্তা করার অবসর না—যে তাদের ভুল কি, আর কোথায়—

যাদব। তুই বলছিস্ কি মাধু, ভুল শোধরাবার জন্যে মা কি

শয্যা নেবেন ? আর আমার মাকে মনুষ্যত্বহীন বল্লে, তাঁর ওপর অবিচার করা হবে ভাই—মনুষ্যত্ব যার যত বেশী, সেই তত স্নেহান্ধ ! মা আমার স্নেহান্ধ রে—মা আমার স্নেহান্ধ ।

মাধব । জানি নে দাদা মোহান্ধ কি স্নেহান্ধ—কিন্তু আমিও আর পারি নে—

যাদব । না পারাটা আশ্চর্য্য নয় । কিন্তু যদি অবিচলিতচিত্তে কর্ত্তব্য পালন করে যেতে পারিস্ ভাই, তবেই বুঝব –

অন্ন । আজ আর দেরী ক'র না ঠাকুরপো, কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেল—

যাদব । হাঁ । তাই ত । আমার খেয়ালই ছিল না । চল্ তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি—

মাধব । না না, এইটুকু ত পথ । আপনি আবার শুধু শুধু কষ্ট করবেন কেন ? আচ্ছা আসি—

অন্নপূর্ণা ও যাদবকে প্রণাম করিল

অন্ন । কিন্তু ছোটবৌয়ের খবরটা যেন কাল পাই ঠাকুরপো—

মাধব । আচ্ছা ।

যাদব । আর অবসর মতন একবার একবার আসিস্ মাধু । তোর বৌদি এ-কদিন যা একটু আধটু বাঁধছে আর বল্‌ছে—ঠাকুরপো এটা ভালবাসে, ঠাকুরপো ওটা ভালবাসে—

মাধব । বৌদির পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক, তা জানি দাদা । আস্‌তে যে ইচ্ছে করে না, তাও নয় । আর এক একবার নয়—ইচ্ছে করে রোজই আসি, যখন তখন আসি—কিন্তু আমার অবস্থাটাও হয়েছে ঐ অমূল্যর মত—বালিশে মুখ ঢাকার অবস্থা ! আচ্ছা, আজ তাহলে আসি—

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বিন্দুবাসিনীর শয়ন কক্ষ। বিন্দুবাসিনী একটি খাটের উপর শুইয়াছিলেন। তাঁহার শিয়রে ব'সয়া কদম বাতাস করিতেছিল

বিন্দু। মার সব গোছ-গাছ হয়েছে ?

কদম। হাঁ। কিন্তু তুমি দিদিমার সঙ্গে গেলে না কেন মা ?

বিন্দু। আমার এখন যাওয়া চলে না কদম।

কদম। কিন্তু সেখানে গেলে যত্ন হ'ত। দুদিনেই সেরে উঠ্‌তে—বড়মা থাকলেও না হয় একটা কথা ছিল—

বিন্দু। কিন্তু দিদিকে কি খবর দেওয়া হয়েছে ?

কদম। না। আজকাল বড়বাবু চাকরি করছেন—বড়মার আসার সুবিধে নেই, আর তা ছাড়া আমরা এত লোক আছি, তাঁকে আবার শুধু শুধু কষ্ট দেওয়া কেন—

বিন্দু। ওই ত তোদের দোষ কদম। সব কাজেই নিজেদের বুদ্ধি খাটতে যাস্‌। এম্‌নি করেই তোরা আমাকে একদিন মেরে ফেল্‌বি দেখ্‌ছি! সেদিনও ত তোরা একবাড়ী লোক ছিলি, কি করতে পেরেছিলি, যতক্ষণ না সেই লোকটি এসে বাড়ীতে পা দিলে ?—ওরে তোরা আর সে ? তার কড়ে আঙ্গুলের ক্ষমতাও যে তোদের বাড়ীশুদ্ধ লোকের নেই!

বিন্দুবাসিনীর মাতা যাত্রা করিবার পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া বিন্দুর সহিত দেখা করিতে আসিলেন। বিন্দু বিছানা হইতে উঠিয়া বসিল

বিন্দুর মা। থাক্‌ না মা। আবার উঠ্‌ছিস্‌ কেন ?

বিন্দু। (প্রণাম করিতে করিতে) তা বল্‌লে কি হয় ? আমার

বাড়ী থেকে তুমি আজ আস্‌ছ গিয়ে—আমারই সব গোছ-গাছ করে দেবার কথা। কিন্তু এমন অদৃষ্ট যে—

বিন্দুর মা। তা আর কি হবে মা! আর গোছেরই বা আছে কি? যা দু'টো একটা জিনিষ তা কদমই গুছিয়ে দিয়েছে—কিন্তু তোকে এই অবস্থায় ফেলে যেতে কিছুতেই মন সরছে না মা! দিনকতক আমার সঙ্গে ঘুরে এলে পারতিস্। জামায়ের ত মত রয়েছে মা—

বিন্দু। কিন্তু আমার যাওয়া না যাওয়া কি তাঁর মতামতের উপর নির্ভর করে? উনি বল্লেই কি আমি যেতে পারি? আমার শত্রুর হুকুম না পেলে আমি যাই কি করে?

বিন্দুর মা। তোর জায়ের কথা বলছিস্? তার হুকুম তোর নিতে হবে না। তোরা যখন আলাদা হয়ে চলে এসেছিস্—তখন জামাই বল্লেই হ'ল।

বিন্দু। না মা, তা হয় না। যতক্ষণ বেঁচে আছে, ততক্ষণ যেখানেই থাক্—সেই সব। আর যাই করি মা, তাকে না বলে বাড়ী ছেড়ে যেতে পারব না—বঠ্‌ঠাকুর তাহলে রাগ করবেন।

বিন্দুর মা। বেশ ত, লোক পাঠিয়ে না হয় তাঁর মতই নে না বিন্দু, এত আর বেশী দূরের পথ নয়—আমি না হয় একটু অপেক্ষা করেই যাব।

বিন্দু। লোক পাঠিয়ে? সে ত আরো মন্দ হবে মা! আমি তার মন জানি, মুখে বলবে যাক্—কিন্তু ভেতরে ভেতরে রেগে থাকবে—হয় ত বঠ্‌ঠাকুরকে পাঁচ রকম বানিয়ে বলবে। না মা, তোমরা যাও—

বিন্দুর মা। কি করব মা! ওঁর অসুখের খবর পেয়েই আরো আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে—না হলে তোকে এই অবস্থায় ফেলে এখন আমি যেতাম না—তাহলে আসি—

বিন্দু। এস তুইও যা কদম—মাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আয়—

বিন্দুর মা ও কদমের প্রস্থান

এলোকেশীর প্রবেশ

এলো। মা কি চলে গেলেন?

বিন্দু। হাঁ।

এলো। তুমিও দু'দিন ঘুরে এলে পারতে ছোটবৌ। তোমার মা অত করে বললেন—

বিন্দু। তোমার ভাইয়ের কষ্ট হ'ত—

এলো। কষ্ট আর কি হ'ত ছোটবৌ—আমি ত রয়েছি।

মাধবের প্রবেশ

বিন্দু। মাকে তুলে দিয়ে এলে?

মাধব। হাঁ। কিন্তু তুমিও তোমার মার সঙ্গে গেলেই পারতে— যাবার সময় একটা অস্বস্তি নিয়ে গেলেন।

এলো। সেই কথাই ত বলছিলাম ভাই। কিন্তু ছোটবৌ গেল না তোমার কষ্ট হবে বলে—

মাধব। ও। কিন্তু তোমার মার মনে যে কষ্ট দিলে, তার চেয়ে অবশ্য বেশী কষ্ট হ'ত না—

এলো। সেই কথাই ত বলছিলাম ভাই। কিন্তু ছোটবৌ সে—

বিন্দু। কেন যে গেলাম না, তা তোমায় বুঝিয়ে বল্‌তে পারব না ঠাকুরঝি—

এলো। জানি নে ভাই আমরা মুখ্যু মানুষ—

প্রস্থান

বিন্দু। তোমার জন্যে যে যাই নি, সে কথা সত্যি নয়—কিন্তু বঠ্‌ঠাকুরের মত না পেলে যাই কি করে?

মাধব। ওহো! হো।

হাসিয়া উঠিলেন

বিন্দু। হাস্‌লে যে ?

মাধব। না এম্‌নি—

বিন্দু। দেখ, ও হাসির মানে আমি বুঝি। কিন্তু সত্যিই বল দেখি তাঁদের অসুখে কোনদিন কি গিয়েছি ?

মাধব। মনে নেই—সুতরাং বলতে পারলাম না।

বিন্দু। তা না হয় মনে নেই। কিন্তু বড়ঠাকুর যে চাকরি করছেন এটা মনে ছিল ত ?

মাধব। হুঁ।

বিন্দু। কিন্তু এই কি তাঁর চাকরী করবার বয়স ?

মাধব। চাকরি কি মানুষে বয়সের জন্যে করে ? চাকরি করে অভাবে ?

বিন্দু। তুমি থাকতে তাঁর অভাবই বা হবে কেন ? আমরা পর, আমরা না হয় ঝগড়া করেছি। কিন্তু তুমি ত তাঁর ভাই—

মাধব। হাঁ, ভাই বটে। তবে বৈমাত্রেয় ভাই—জ্ঞাতি।

বিন্দু। তুমি বেঁচে থাকতে তাঁকে কাজ করতে দেবে ?

মাধব। কেন দেব না ? সংসারে যে যেমন অদৃষ্ট নিয়ে আসে, সে তেম্‌নি ফল ভোগ করে। তার জীবন্ত সাক্ষী—আমি নিজে। কবে বাপ-মা মরেছেন—জানিও নে, বৌঠানের মুখে শুনি, আমরা নাকি বড় গরীব কিন্তু কোনদিন দুঃখ কষ্টের বাষ্পও টের পেলাম না। কোথা থেকে চিরকাল পরিষ্কার ধপ্‌ধপে জামা কাপড় এসেছে, কোথা থেকে ইস্কুল কলেজের মাইনে, বইয়ের দাম, মেসের খরচ এসেছে—তা আজও বল্‌তে পারি নে। তার পর উকিল হয়েও মন্দ টাকা পাই নি। ইতিমধ্যে কোথা থেকে তুমি একরাশ টাকা নিয়ে এলে—এমন সুন্দর অট্টালিকাও তৈরী হ'ল—অথচ দাদাকে দেখ, চিরকালটা নিঃশব্দে হাড়ভাঙা খাটুনি

খেটেছেন, ছেঁড়া সেলাই-করা কাপড় পরেছেন—শীতের দিনে তখন, তাঁর গায়ে একটা জামাও দেখি নি—একবেলা দু'মুঠো খেয়ে কেবল আমাদেরই জন্যে যাক্—সব কথা আমার মনেও পড়ে না, পড়বার দরকারও দেখিনে—শুধু দিনকতক আরাম করেছিলেন! তাও ভগবান সুদ শুদ্ধ আদায় করে নিয়েছেন!

বিন্দু। (মাথা হেঁট করিয়া) কি চাকরি করছেন তিনি?

মাধব। তা ভাল। রাধাপুরের কাছারীতে। যেতে আসতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ। ভোর চারটেয় বেরিয়ে, সমস্তদিন অনাহারে থেকে রাত্রে ফিরে এসে দু'টী খাওয়া—মাইনে বারো টাকা!

বিন্দু। (শিহরিয়া) সমস্তদিন অনাহারে! মোটে বারো টাকা মাইনে!

মাধব। হাঁ। বারো টাকা! বয়স হয়েছে, তাতে আফিঙ্‌খোর মানুষ, একটু আধটু দুধও পান না। ভগবান দেখছি, এতদিন পরে দয়া করে দাদার ভবযন্ত্রণা মোচন করে দেবার উপায় করে দিয়েছেন!

বিন্দু মাধবের পা দু'টী জড়াইয়া ধরিয়া

বিন্দু। তোমার দু'টী পায়ে পড়ি, একটি উপায় করে দাও। রোগা মানুষ, এমন করে দুটো দিনও বাঁচবেন না।

মাধব। (চোখের জল মুছিয়া) আমি কি উপায় করব?—বৌঠান আমাদের দেওয়া এক কণা চাল পর্য্যন্ত নেবেন না। কাজে-কাজেই দাদাকে কিছু না করলে তাঁদের সংসারই বা চল্‌বে কি করে?

বিন্দু। কি করে চল্‌বে তা আমি জানি নে। যা হোক তুমি একটা উপায় করে দাও—

মাধব। আমি কি উপায় করব? দেখ, তুমি অন্ততঃ বৌঠানের

কাছে যাও। যাতে তাঁর রাগ পড়ে, যাতে তিনি প্রসন্ন হন, তাই কর। আমার পা ধরে সমস্তদিন বসে থাকলেও উপায় হবে না—

বিন্দু পা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

বিন্দু। পায়ে ধরা অভ্যাস আমার নয়। এখন দেখ্‌ছি বড়গিন্নি সে রাত্রে কেন জলস্পর্শ করেন নি। অথচ তুমিও সমস্ত জেনে শুনে শত্রুর মত চুপ করে রইলে? আমার অপরাধ বেড়ে গেল, তুমি কথা কইলে না—

মাধব। না। ও বিদ্যে আমার দাদার কাছে শেখা। ঈশ্বর করুন, দাদার কাছে শেখা ঐ বিদ্যেটী যেন জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভুলে না যাই—

বিন্দু। (সহসা কাঁদিয়া) তুমি যাও—ওগো, আমি ছেলের দিব্যি কচ্ছি—

মাধব। হাজার দিব্যি কল্লেও—আমি দাদাকে গিয়ে বলতে পারব না। তিনি নিজে জিজ্ঞাসা না করলে যে আমি গিয়ে বলব, এত বড় সাহস আমার গলা কেটে ফেল্‌লেও হবে না—হবে না—

প্রস্থান

বিন্দুবাসিনী নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নরেন তাহার সম্মুখে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিল। তাহার হাতে ঘুড়ি আর লাটাই

নরেন। জান মামী, আজ অমূল্য আমাদের বাড়ীর পেছনের মাঠেই ঘুড়ি ওড়াতে এসেছিল? যেই আমি তাকে ধরতে গিয়েছি, অমনি ঘুড়ি আর লাটাই না ফেলে রেখে, দৌড় দিলে—এই দেখ তার ঘুড়ি আর লাটাই—

ঘুড়ি ও লাটাই দেখাইল

বিন্দু। তাকে ফিরিয়ে দি গে—

নরেন। কেন মামী? থাক্ না, তাহলে সে ঠিক আস্‌বে—

বিন্দু। না। ছেলেমানুষের খেলার জিনিষ আট্‌কে রাখতে নেই—

নরেন। কিন্তু কি ক'রে যাই মামী ?

বিন্দু। হেবোকে দিয়ে পাঠিয়ে দি গে—

নরেন। আচ্ছা। কিন্তু এটা রেখে দিলে সে ঠিক আস্‌ত—

বিন্দু। না। তার দরকার নেই—

নরেন। তবে যাই, হেবোকে দিয়েই পাঠিয়ে দিই—

প্রস্থানোদ্যত

বিন্দু। নরেন শোন্—শোন্—আচ্ছা এই ত তোদের ইস্কুলে যাবার সোজা পথ, তার সে এদিক দিয়ে আর যায় না কেন রে ?

নরেন। কি জানি—

বিন্দু। বেশ ত রে। তোরা দু'টি ভাই গল্প করতে করতে যাবি আস্‌বি সেই ত ভাল।

নরেন। ভাল ত। কিন্তু কেন যায় না জান মামী ?

বিন্দু। কেন রে ?

নরেন। (চারিদিকে চাহিয়া চুপি চুপি বলিল) সে লজ্জায় আর যায় না মামী।

বিন্দু। তার আবার লজ্জা কিসের রে ? না না, তুই বলিস্ তাকে, সে যেন এই পথেই যায়।

নরেন। কক্ষনো যাবে না মামী, কেন যাবে না জান ?

বিন্দু। কেন রে ?

নরেন। তুমি রাগ করবে না ?

বিন্দু। না।

নরেন। তাদের বাড়ীতে বলে পাঠাবে না ?

বিন্দু। না।

নরেন। আমার মাকেও বলে দেবে না ?

বিন্দু। না রে না, বল্—আমি কাউকে কিছু বলব না।

নরেন। থার্ডমাষ্টার অমূল্যর আচ্ছা করে কান মলে দিয়েছিল—

বিন্দু। কেন কান মলে দিলে? গায়ে হাত তুলতে আমি মানা ক'রে দিয়েছি না?

নরেন। তার দোষ কি মামী, সে নতুন লোক। আমাদের চাকর এই হেবো শালাই বজ্জাত, সে এসে মাকে বলেছে। আর আমার মাস্টিও ত কম বজ্জাত নয় মামী, সে মাষ্টারকে বলে দিতে বলেছে। থার্ড-মাষ্টার অম্নি আচ্ছা সে কান মলে দিয়েছে—কি রকম করে জান মামী? এই রকম করে ধরে—

হাত দিয়া দেখাইল

বিন্দু। হেবো কি বলে দিয়েছে?

নরেন। কি জান মামী, হেবো টিফিনের সময় আমার খাবার নিয়ে যায় ত? তাই অমূল্য ছুটে গিয়ে বলে, কৈ কি খাবার দেখি নরেনদা? তাই না শুনে মা বলে অমূল্য নাকি নজর দেয়—

বিন্দু। অমূল্যর কেউ খাবার নিয়ে যায় না?

নরেন। কোথায় পাবে মামী, তারা গরীব মানুষ, অমূল্য পকেটে করে দু'টো ছোলা ভাজা নিয়ে যায়, তাই টিফিনের সময় ওদিকের গাছ তলায় লুকিয়ে বসে খায়।

বিন্দু। আচ্ছা তুই যা—

নরেনের প্রস্থান

অপর দিক দিয়া মাধব একখানি চিঠি লইয়া প্রবেশ করিল

মাধব। এই নাও চিঠি। তোমার যাবার অনুমতি পত্র। দাদা পাঠিয়েছেন। লিখেছেন—তোমার বাবার খুব অসুখ, সুতরাং তুমি যেন তোমার মার সঙ্গে চলে যাও। কিন্তু তোমার মা ত আগেই চলে গেছেন—কাজেই তুমি আর দেরী ক'র না। এখনই রওনা হতে হবে।

বিন্দু। বঠ্ঠাকুর অনুমতি দিয়েছেন! কৈ দেখি, কৈ দেখি—

মাধবের হাত হইতে চিঠি লইয়া পড়িয়া কপালে ঠেকাইল। তখন তাহার দু'চোখ বহিয়া অঝোরধারায় অশ্রু গড়াইতেছে

হাঁ যাব—আমি যাব—কদম—কদম—

ডাকতে ডাকিতে ব্যস্তভাবে প্রস্থান

যাদব মুখোপাধ্যায়ের বাটী। যাদবের শয়ন কক্ষ। তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। ঘরের একপাশে ছোট্ট একটি মাদুর বিছাইয়া ক্ষীণ প্রদীপের আলোয় অমূল্য পড়িতেছিল তাহার পাশে বসিয়া অন্নপূর্ণা কাঁথা সেলাই করিতেছিলেন। এমন সময় বিন্দুবাসিনীর বাড়ীর বামুনঠাকরুণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন

অন্ন। এসো মেয়ে, এসো—(একটী আসন আগাইয়া দিয়া) ব'স।

বামুনঠাকরুণ আসনটী পাতিয়া বসিলেন

ছোটবৌ চলে গেছে ত?

বামুনঠাকরুণ। হাঁ। কাল চলে গেছেন —

অন্ন। কে সঙ্গে করে নিয়ে গেল? ঠাকুরপো?

বামুনঠাকরুণ। হাঁ।

অন্ন। আব যাব না বলে বিগ্ড়োয় নি ত?

বামুনঠাকরুণ। না। বড়বাবু যেতে বলেছেন শুনে—তবেই গেলেন। নইলে কি আব যেতে চান? তার আগে ছোটমার-মা নিয়ে যাবার জন্যে কত সাধ্যিসাধনা করলেন, তখন ত গেলেন না। বল্লেন—বঠ্-ঠাকুরেব মত না পেলে যাব না।

অন্ন। (হাসিয়া) তাই নাকি! তাহলে ছোটবৌ তার মার সঙ্গে যায় নি?

বামুনঠাকরুণ। না। আর একটু আগে খবর পেলেই একসঙ্গে যাওয়া হত, আর তাহলে ছোটবাবুকেও যেতে হত না। ছোটমা তাঁর বাপের বাড়ীর লোকের সঙ্গেই চলে যেতে পারতেন।

অন্ন। আহা। আগে ত আর খবর পাইনি মেয়ে। তাহলে ত ভালই হত। উনি কাজ থেকে ফিরে এসে বল্লেন--ছোট বৌয়ের বাপের বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে—তার বাপের বড় ব্যামো - আজই যেন ছোট বৌকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাই কৈলাস নাপিত তখন ওপাড়ায় যাচ্ছিল—তার হাতে তখুনি উনি ঠাকুরপোকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন। হাজার লোক ছোট-বৌয়ের বাপের বাড়ীর ওরা ত কেউ জানে না যে আমাদের এমন সর্ব্বনাশ হয়েছে—তাই, ওঁকে বড় করে চিরকাল যেমন চিঠি দেয়—আজও তেমনি দিয়েছে। এখন বাবাকে ভাল দেখে শিগ্‌গির শিগ্‌গির ফিরে আসুক--

বামুনঠাকরুণ। যাবার সময় আমিও তাই বল্লাম—বাবাকে ভাল দেখে শিগ্‌গির শিগ্‌গির ফিরে এসো মা। কিন্তু ছোটমা কি বল্লে জান? বল্লে, না মেয়ে আশীর্ব্বাদ কর যেন আর ফিরতে না হয়—

অন্ন। ষাট্-ষাট্—। জান মেয়ে ওর বড্ড অভিমান। তাই আমার ওপর অভিমান করে মরণ কামনা করে গেছে!

অমূল্য। (বই হইতে মুখ তুলিয়া) ছোট মা কবে আসবে বলে গেছে বামুন দিদি?—

বামুনঠাকরুণ। বাপ একটু ভাল হলেই ফিরে আস্‌বেন।

অমূল্য। আসবে ত?

অন্ন। হাঁ হাঁ আস্‌বে। তুই এখন পড় দেখি। ছেলেটার সব দিকেই কান আছে!

বামুনঠাকরুণ। গাড়ীতে উঠ্‌বার সময় বার বার করে আমায় বল্লেন,

—অমূল্য কেমন থাকে মাঝে মাঝে দেখে এসে আমায় চিঠি দিয়ে জানাবে। ছেলে অন্তপ্রাণ! হা অমূল্য আর জো অমূল্য!

অন্ন। সত্যি। যত কিছু ঝগড়া গণ্ডগোল সেত ওর জন্যেই। ছেলে কিসে ভাল থাবে, ভাল পরবে, মানুষ হবে—এই নিয়েই না মতের গণ্ডগোল? নইলে আমাদের আর কিসের অশান্তি?—তাই ত এক এক সময় ভাবি মেয়ে, এক কূল রাখ্‌তে গিয়ে দুকূল ভাঙলাম! তার চেয়ে যদি ঐ কুলটুকু না থাকত তাহলেই ভাল হোত!

বামুনঠাকুরুণ। ও কথা কি বলতে আছে মা! বেঁচে থাক্ তোমার একমাত্র বংশধর—আজ ঝগড়া হয়েছে বটে কিন্ত তা মিট্‌তে কতক্ষণ—

অন্ন। মেটাতেই ত গিয়েছিলাম মেয়ে! কিন্তু সেদিন কাজের বাড়ীতে পাঁচজনের সাম্‌নে কিরকম বলে শুন্‌লে ত?

বামুনঠাকরুণ। সবই শুন্‌লাম মা! কিন্তু তবুও মনে হয় ছোট মায়ের ভেতর বার এক নয়—

অন্ন। সত্যিই মেয়ে। ভেতরটা ওর সত্যিই ভাল! কিন্তু সব সময়ে যে ওর মুখের সাম্‌নে দাড়ান যায় না! বার বছর যা সহ্য করে এলাম, জানি না সেদিন কি ভূত মাথায় চাপ্‌ল—জবাব দিলাম। তখন যদি সাম্‌নে থেকে সরে যাই,—তা হলে আর এই কাণ্ডটা হয় না!

বামুনঠাকরুণ। ওর জন্যে তুমি ভেব না মা। সব মিটে যাবে। রাগটা পড়ুক, নিজের ভুল বুঝ্‌তে পারুক—। নিজেই আবার তোমার কাছে আসবে।

অন্ন। সে মেয়ে বিন্দু নয়। বড় অভিমানী সে! বুকের ভেতর তার যত জ্বলবে—রাগ তার তত বাড়্‌বে! তাছাড়া অমূল্য যদি আবার একটু আসা যাওয়া করত—তাহলেও বা তার একটু আশা ছিল। তা ও পোড়া ছেলেও হয়েছে এমন, যে ওপথ মাড়ায় না!

বামুনঠাকরুণ। (অমূল্যর প্রতি) কেন? ছোটমার কাছে যাও না কেন?

অমূল্য। ছোটমা যাবার সময় নিয়ে গেল না কেন?

অন্ন। দেখছ ত মেয়ে। আমার হয়েছে যেন সব দিকে জ্বালা! ঐটুকু ছেলে—ওরই কি কম অভিমান!—হ্যাঁ ছোটমার ছেলে বটে!

বামুনঠাকরুণ। তা যা বলেছ মা। (অমূল্যর প্রতি) যেও—বুঝলে দাদা, যেও—ছোটমা ফিরে এলে তাঁর কাছে যেও—নইলে ছোটমার মনে যে কষ্ট হবে দাদা।

অমূল্য মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল

অন্ন। ছোটবৌ বলেছে, আমিই না কি ওকে মারধোরের ভয় দেখিয়ে যেতে দিই নি।

বামুনঠাকরুণ। সে কি আবার একটা কথা মা! ছোটমা ওটা রাগের মাথায় বলেছেন—

অন্ন। বলুক, তার জন্যে কিছু মনে করি নে। কিন্তু ওর ছেলেকে আমি আটকে রাখব একথা ও মনে স্থান দিলে কি করে? তার ছেলেকে সে কি জানে না, না চেনে না? ওরা করলে মা বেটায় অভিমান—আর দোষ চাপল আমার ঘাড়ে!

বামুনঠাকুরুণ। কথায় কথায় রাত হল মা! আজ তাহলে উঠি—

অন্ন। সময় পেলে আবার এসো মেয়ে—

বামুনঠাকরুণ। আসব বৈকি? অমূল্যর খবর নিতে ত আসতেই হবে।

অন্ন। আর ছোট বৌয়ের বাপ কেমন থাকেন, খবর এলে জানিয়ে যেও—

বামুনঠাকুরুণ। যাব। প্রস্থান

অন্ন। নে অমূল্য ওঠ, খাবি চল্—রাত হয়েছে।

অমূল্য। এখন খাব না। বাবা এলে খাব।

অন্ন। রোজ রোজ রাত করে খেতে আরম্ভ করেছ! শেষে আবার একটা অসুখ বিসুখ করুক—তখন আবার তোমার ছোটমাই আমায় দুষ্‌বে—

যাদব প্রবেশ করিলেন

কি গো! আজ ফির্‌তে যে এত দেরী হল?

যাদব। আসবার সময় একবার ও বাড়ী দিয়ে ঘুরে এলাম। মাধু এসেছে কিনা খবরটা নেবার জন্যে—

অন্ন। ঠাকুরপো এসেছেন? ছোটবোয়ের বাপ কেমন আছেন?

যাদব। তা ত' বল্‌তে পারি না। মাধুর ফরাসডাঙ্গা থেকে ফেরবার কথা ছিল—আজ সকালে। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে গেল—এখনো ফেরেনি! কি জানি, পথের মাঝে আবার কোন বিপদ আপদ হোল কি না? সময়টা বড্ড খারাপ চলেছে—

অন্ন। অনেকদিন পরে শ্বশুর বাড়ী গেছে।—শ্বশুরের ঐ রকম অসুখ, গিয়েই কি আর তখুনি ফিরতে পারে?

যাদব। কি জানি! কিন্তু আজ সকাল থেকেই মনটা বড়ই চঞ্চল হয়েছে—কাল বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি গো!

অন্ন। সে আবার কি।

যাদব। হাঁ। মনে হল মা যেন আমার ঐ দোরের আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছেন! দুর্গা! দুর্গা!

অন্ন। কি জানি, অদৃষ্টে কি আছে! এইমাত্র বামুন মেয়ে এসে বলে গেল, বাপের বাড়ী যাবার সময় না কি বলে গেছে—এই যাওয়াই

যেন আমার শেষ যাওয়া হয়। ষাট্‌। ষাট্‌। মা দুর্গা করুন, বাছা আমার ভালয় ভালয় ফিরে আসুক—

যাদব। আগাগোড়াই কাজটা ভাল কর নি বড়বৌ। আমার মা'কে তোমরা কেউ চিনলে না।

অন্ন। কৈ সেও ত একবার দিদি বলে এল না। তার ছেলেকেও ত সে জোর করে নিয়ে যেতে পারত – তাও ত করলে না। সেদিন খাটাখাটুনি করে ফিরে এনুম, উল্টে কতকগুলো শক্ত কথা শুনিয়ে দিলে।

যাদব। আমার মায়ের কথা শুধু আমি বুঝি। কিন্তু বড়বৌ, তুমি যদি না মাপ করতে পারবে ত বড় হয়েছিলে কেন? তুমিও যেমন মাধবও তেমনি, তোমরা ধরে বেঁধে বুঝি আমার মায়ের প্রাণটা বধ করবে।

অমল্য। বাবা ছোটমা কেন আসবে না বলেছে?

অন্ন। যাবি তোর ছোটমার কাছে?

অমল্য। (ঘাড় নাড়িয়া) না।

অন্ন। না কেন রে? ছোটমা তোর দাদাম'শায়ের বাড়ী গেছে, তুইও কাল যা না—

যাদব। কি? কাল যাবি অমলা?

অমূল্য। (মাথা নাড়িয়া) না।

সহসা মাধব প্রবেশ করিল

মাধব। বৌঠান—

অন্ন। কে? ঠাকুরপো? এসো এসো, কখন এলে?

মাধব। এই একটু আগে—

অন্ন। তারপর খবর কি ভাই? তোমার শ্বশুর কেমন আছেন?

মাধব। শ্বশুরম'শায একটু সাম্‌লেছেন। কিন্তু—

যাদব। থাম্‌লি যে মাধু ?

মাধব। অমূল্যার ছোটমার বড্ড অসুখ।

যাদব। মার অসুখ ? সে কি !

মাধব। হাঁ কাল যাবার পথেই অজ্ঞান হয়ে যায়। অনেক চেষ্টায়ও জ্ঞান হয়নি। তারপর—

যাদব। তারপর !

মাধব। তারপর ফরাসডাঙ্গায় পৌঁছে অনেক চেষ্টা ও নানা রকম চিকিৎসার পর জ্ঞান ফিরে আসে। কিন্তু ডাক্তারেরা এখন বল্‌ছে— রোগটা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ এক ফোঁটা ওষুধ, কি এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত তাকে খাওয়াতে পারেনি—

যাদব। কত সাধ করে সোনার প্রতিমা ঘরে আনলুম, বড়বৌ। জলে ভাসিয়ে দিলে ! আমি যাব ! এখুনি যাব—

মাধব। অমূল্যরও একবার এখুনি যাওয়া দরকার. রোগকরি শেষ সময় উপস্থিত।

যাদব। শেষ সময় ! শেষ সময় !

টলিতে টলতে ঘরের মধ্যে প্রস্থান

অন্ন। (কাঁদিযা) কিন্তু শুধু অমূল্য আর তোমার দাদা নয়, আমিও যাব ঠাকুরপো—

মাধব। বেশ। চল—

অন্ন। ডাক্তারেরা কি রোগ বল্‌ছে ?

মাধব। রোগটা যে কি, তা অবশ্য এখনো ধরা পড়েনি। কিন্তু ডাক্তারেরা বল্‌ছেন—যে অনেকদিন ধরেই অনাহারে নিজেকে ক্ষয় করে আন্‌ছিল—তার ওপর ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাওয়ায় নাড়ী একেবারে দুর্ব্বল

হয়ে পড়েছে, যে কোন মুহূর্ত্তে মারা যেতে পারে—আর কোন আশা নেই।

যাদব পুনরায় জামা গায়ে দিতে দিতে প্রবেশ করিয়া বলিলেন

যাদব। খুব আছে—এক শাবার মানে, এমন হয় না মাধু! আমি বলছি হয় না—আমি জ্ঞানে অজ্ঞানে কাউকে দুঃখ দিই নি। ভগবান আমাকে এ বয়সে কখনো এমন শাস্তি দেবেন না! যাই, প্রস্তুত হয়ে নিইগে—

প্রস্থানোদ্যত

মাধব। বৌঠানও যেতে চাইছেন দাদা—

যাদব। চাইছেন? আমি জানি, উনি যেতে চাইবেন।

ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন

অন্ন। তুমি যখন আস, তখন ছোটবৌ-এর কত জ্বর ছিল?

মাধব। জ্বর বোধহয় বেশি ছিল না। সকালে তার ঘুম ভাঙলে তার কাছে গেলাম—তখন তার দু'চোখ দিয়ে শুধু দরদর করে জল পড়ছিল, আমায় দেখে বল্লে—আমার যা কিছু রইল তা অমূল্যর। শুধু দু' হাজার টাকা নরেনকে দিও, আর তাকে পড়িয়ো, সে আমার অমূল্যকে ভালবাসে!

অন্ন। (কাঁদিয়া) আর আমার কথা কিছু বল্লে না? বল্লে না যে এ শত্রুটার সে আর মুখ দেখ্‌বে না!

মাধব। (কোঁচা দিয়া চোখ মুছিয়া) আর চুপি চুপি আমায় বল্লে, অমূল্য ছাড়া যেন কেউ আমাকে আগুন না দেয়—তারপর যখন বল্লাম, বিন্দু! দেখ্‌বে কাউকে? ঘাড় নেড়ে অভিমান করে বল্লে—না থাক!

অন্ন। অভিমানেই সে ফেটে মরে, তাই মরণকালেও মনের কথা গোপন করেচে পুড়মুখী—

কাঁদিতে লাগিলেন

মাধব। আসবার সময় শুধু বলে এলাম—সে হবে না বিন্দু, আমাদের কথা শুনলে না। আমাদের কথা ঠেললে! কিন্তু যাঁর কথা তুমি ঠেলতে পারবে না, আমি তাঁকেই আনতে চললুম। শুধু এই কথাটি আমার রেখো বিন্দু—যেন ফিরে এসে দেখতে পাই—

যাদব ঘরের ভিতর হইতে বলিতে বলিতে প্রবেশ করিলেন

যাদব। হাঁ হাঁ পাব, পাব। তুই অত উতলা হোস নে মাধু—আমি গিয়ে আমার মাকে ফিরিয়ে আনব—

মাধব। আপনি বড্ড অস্থির হচ্ছেন দাদা—

যাদব। না না, আমি ঠিক আছি। ওঠ বড়বৌ, আয় অমূল্য—গাড়ী কি সঙ্গে নিয়ে এসেছিস্?

মাধব। রাত্রিটা যাক না দাদা—

যাদব। না না, সে হবে না। তুই দেরী করিস্ নে মাধু, গাড়ী ডাক—নইলে আমি হেঁটে যাব—আমি ছুটে যাব—

পঞ্চম দৃশ্য

বিন্দুবাসিনীর পিতৃগৃহ। একটি খাটে বিন্দুবাসিনী শুইয়া আছেন। মাথার শিয়রে বিন্দুর মা বসিয়া আছেন। তখন সবেমাত্র ভোর হইতেছিল। বাহিরে টহলদার গান গাহিয়া যাইতেছিল।

গান

জাগ জাগ রাত পোহাল
কৃষ্ণ নাম গাহে পাখী
মেল আঁখি! মেল আঁখি!

কৃষ্ণ নাম ভজ

কৃষ্ণ পদ রজ

আবেশ অঙ্গে লহ মাখি

কৃষ্ণ নাম গাহে পাখী

মেল আঁখি। মেল আঁখি।

বিন্দু। ভোর হয়েছে?

বিন্দুর মা। হাঁ মা। ভোর হয়েছে—

বিন্দু। আঃ বাঁচলাম! জানালাটা খুলে দাও—

বিন্দুর মা। দিই—

বিন্দুর মা জানালাগুলি খুলিয়া দিলেন। পথে টহলদারকে গান গাহিতে দেখা গেল। বিন্দুর মা বিন্দুর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। বিন্দু গান শুনিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ গানের আওয়াজ মিলাইয়া গেল।

এবার একটু কিছু মুখে দে মা।

বিন্দু। না। কিছুই খেতে ইচ্ছে নেই—

বিন্দুর মা। ইচ্ছে না থাকলেও—কিছু মুখে দিতে হবে মা। বড্ড যে দুর্ব্বল হয়ে পড়ছিস্! ডাক্তারেরা বল্ছেন—না খেলে চলবে কেন?

বিন্দু। ওরা কিচ্ছু জানে না—

বিন্দুর মা। কিন্তু তোর দিকে যে আর চাইতে পারছি নে মা! না খেয়ে চোখমুখ যে একেবারে বসে গেল!

বিন্দু। শেষ জল যেন সে এসে মুখে দেয়—তার আগে আর কিছু দরকার হবে না মা!

বিন্দুর মা। কিন্তু আমি কি করে সহ্য করি বিন্দু? তোর ছেলের জন্যে তুই যদি মুখে জল না দিস্—আমি মা হয়েই বা তোর এ অবস্থা কি করে দেখি বল্?

বিন্দু। তোমার বিন্দু ত তোমার কোলে এসে মাথা রাখল মা, কিন্তু আমার অমূল্য ত আমার কাছে এলো না—(কাঁদিতে লাগিলেন)

বিন্দুর মা। জামাই তাদের আনতে গেছেন—তারা কি আর না এসে পারবে ?

বিন্দু। (সাগ্রহে) আসবে ? আসবে ?—না তাকে আসতে দেবে না—

বিন্দুর মা। আসবে বৈ কি মা, নিশ্চয়ই আসবে। জামাই আমায় যাবার সময় বলে গেলেন—আজ রাত্রে যদি ফিরতে না পারি—কাল সকালে নিশ্চয়ই আসব—

বিন্দু। সকালও ত হোল—কিন্তু কৈ ? (সহসা মাধবকে আসিতে দেখিয়া) এসেছেন, এসেছেন—ঐ যে, ঐ যে—(উত্তেজিতভাবে উঠিতে গিয়া আবার শুইয়া পড়িল) কিন্তু একা! একা!

বিন্দুর মা বিন্দুর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। মাধব প্রবেশ করিল

কখন এলে ?

মাধব। এই আসছি। দাদা পাগলের মত ভয়ানক কান্নাকাটি করছেন।

বিন্দু। তা জানি। তাঁর একটু পায়ের ধুলো এনেছ ত ?

মাধব। তুমি অস্থির হ'য়ো না বিন্দু তিনি নিজেই এসেছেন।

বিন্দু। (উত্তেজিত হইয়া) এসেছেন ! মা তুমি যাও—তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এস—

বিন্দুর মা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন

মাধব। শুধু দাদা আসেন নি ? বৌঠানও এসেছেন—

বিন্দু। (উত্তেজিতভাবে) আর অমূল্য ?

মাধব। দাদা আর বৌঠানকে নিয়ে এলাম, আর তোমার অমূল্যকে কি রেখে আসব? সে গাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়েছিল তাই তাকে ওঘরে শুইয়ে দিয়েছি। পাছে তুমি অস্থির হও—তাই তাকে এঘরে আনিনি। তুলে আনবো?—

বিন্দু। না না, সে ঘুমোক—সে ঘুমোক—

অন্নপূর্ণা প্রবেশ করিয়া বিন্দুর মাথাটী সস্নেহে
নিজের কোলে তুলিয়া লইলেন

অন্ন। মা বলে গেলেন, ওষুধ ত দূরের কথা—জলটুকু পর্য্যন্ত মুখে দিস নি—কেন রে ছোট? মরবি বলে? আমার বুকখানা যে ফেটে যাচ্ছে—তা কি বুঝতে পাচ্ছিস নে?

বিন্দু। (ধীরে ধীরে অন্নপূর্ণার বুকে হাতটা দিয়া) পাচ্ছি দিদি।

অন্ন। তবে মুখ ফেরা। তোর বট্‌ঠাকুর তোকে নিয়ে যাবার জন্যে নিজে এসেছেন। তোর ছেলে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। কথা শোন—মুখ ফেরা—

বিন্দু। (মাথা নাড়িয়া) না দিদি,—আগে—

অন্ন। বল্‌ছি রে ছোট, বল্‌ছি, তুই একবার বাড়ী ফিরে আয়—

এমন সময় যাদব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, অন্নপূর্ণা বিন্দুর
মাথায় চাদর টানিয়া দিলেন

যাদব। বাড়ী চল মা, আমি নিতে এসেছি। আর একদিন যখন এতটুকু ছিলে মা, তখন আমিই এসে আমার সংসারের মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে গিয়েছিলাম। আবার আস্‌তে হবে—ভাবিনি। তা মা শোন, যখন এসেছি—তখন হয় সঙ্গে করে নিয়ে যাব, না হয় ওমুখো আর হবো না, জানত মা আমি মিথ্যে বলিনে—

মাধব। আপনি বড্ড অস্থির হচ্ছেন দাদা, আসুন—ওঘরে বিশ্রাম করবেন আসুন—

মাধব যাদবকে সঙ্গে লইয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় যাদব ব্যাকুলভাবে ফিরিয়া ফিরিয়া বিন্দুবাসিনীকে দেখিতে লাগিলেন

বিন্দু। দাও দিদি, কি খেতে দেবে—

অন্নপূর্ণা সস্নেহে বিন্দুবাসিনীকে চুম্বন করিলেন। এবং অন্য ঘর হইতে খাবার আনিতে চলিয়া গেলেন।

অপর দিক দিয়া অমূল্য ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল

অমূল্য। ছোটমা—ছোটমা—

বিন্দু। (অমূল্যকে বুকের মাঝে ধরিয়া) অমূল্য—অমূল্য—

যবনিকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিন্দুর ছেলে

প্রযোগকর্ত্তা :

নাট্যাচার্য্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

নাট্যরূপ : **শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত**

সম্পাদক—**শ্রীসনৎ মুখোপাধ্যায়** অধ্যক্ষ—**শ্রীহৃষিকেশ ভাদুড়ী**

যন্ত্রী সঙ্ঘ

সুরস্রষ্টা : শ্রীরতন দাঁ

ঐ সহকারী—শ্রীরতন সেনগুপ্ত

হারমোনিয়ম	..	সত্যনারায়ণ চক্রবর্ত্তী (বেচুবাবু)
বেহালা	..	কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়
বেহালা	...	রতন দাঁ
ঐ সহকারী	..	রাইকিশোর গোস্বামী
পিয়ানো	.	রতন সেনগুপ্ত
ক্ল্যারিওনেট	..	শরদিন্দু ঘোষ (ত্রিগুণ)
ত্রিপুরা ফ্লুট		বংশীধর রায়
সঙ্গতী	..	সুধাংশু সমাদ্দার
ঐ সহকারী	...	আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
মঞ্চশিল্পী	...	শ্রীপ্রভাত চট্টোপাধ্যায় (বাদলবাবু)
আলোক শিল্পী	..	জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
ঐ সহকারীদ্বয়	..	বংশী সা ও কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
মঞ্চমায়াকর	...	প্রহ্লাদ দাস
ঐ সহকারিগণ	.	জগন্নাথ দাস, পুঁটীরাম বাগ, ভোলা অধিকারী, বোঁচা দাস, বালেশ্বর ঠাকুর ও গোবিন্দ দাস
রূপদক্ষ	..	যতীন দাস, পঞ্চানন আঢ়া, কৃষ্ণদাস, কালি দে ও ইদু সেক্
স্মারক	...	সত্য সরকার

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীবৃন্দ

যাদব	..	শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
মাধব	..	" কালীপদ সরকার (এঃ)
প্রিয়নাথ	..	" প্রবোধ দত্ত
		পরে " পুরু মল্লিক ও
		" গণেশ শর্ম্মা
অমূল্য (শিশু)	...	শ্রীমান্ সৌরিন্দ্র মুখোঃ (পূজারী)
ঐ (কিশোর)	..	কুমারী কেতকী
নরেন	...	শ্রীবিমল দে
ভৈরব	...	" মণি শ্রীমানি
কৈলাস	...	" নকুল দত্ত
মাষ্টার	.	" ভোলা শীল
টহলদার	..	" রতন সেন
অন্নপূর্ণা	...	শ্রীমতী প্রভা
বিন্দু	...	" সাবিত্রী
এলোকেশী	...	" নিভাননী
বিন্দুর মা	...	" নমিতা
ঐ পিসি	...	" লীলাবতী
কদম	...	" গোপালী
বামুনঠাকরুণ	...	" আশা
ভিখারিণী	...	" রাধারাণী (রেডিও)